আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী ভ্যাকসিনবিরোধী গ্রুপ নিষিদ্ধ করলো ফেসবুক

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রভাবশালী ভ্যাকসিনবিরোধী গ্রুপকে নিষিদ্ধ করেছে ফেসবুক। (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ৪৭ || সোমবার || ভাদ্র ৭ || ১৪২৯ || মুহররম ২৪ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 47 || 22 August || 2022 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086



‘শেখ হাসিনাকে টিকিয়ে রাখতে ভারতকে অনুরোধ’

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেনের বক্তব্যে তোলপাড়

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন ‘শেখ হাসিনার সরকারকে টিকিয়ে রাখতে ভারতের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন’- এমন বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতিতে তোলপাড় শুরু হয়েছে। একইসঙ্গে এ বক্তব্য ঘিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও নানা ধরনের সমালোচনা চলছে। এদিকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, ড. মোমেনের এ বক্তব্য তার একান্ত ব্যক্তিগত। অপরদিকে ড. মোমেন শুক্রবার (১৯ আগস্ট) তার বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। জানা যায়, বৃহস্পতিবার (১৮ আগস্ট) সন্ধ্যায় চট্টগ্রামে জন্মাষ্টমীর উৎসব উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এক বক্তব্যে ড. মোমেন বলেন, ‘শেখ হাসিনার সরকারকে টিকিয়ে রাখার জন্য ভারতের প্রতি অনুরোধ করেছি।’ এ বক্তব্য প্রচার হওয়ার পর দেশের রাজনীতিতে উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে। পরে ড. মোমেনের (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের ব্যাখ্যা চাইলেন ফখরুল



ঢাকা ডেস্ক: ভারতের ‘আনুকূল্যে’ সরকার টিকে আছে কি না এমন প্রশ্ন করে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের ব্যাখ্যা দাবি করেছেন। শুক্রবার (১৯ আগস্ট) বিকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের হল (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

পুলিশকে গালিগালাজ করতে ১২ হাজার বার ফোন!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গালাগালি করার জন্য ফোন করতেন এক নারী। ফোন দিয়েই কর্মকর্তাদের গালাগালি (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

দেখা হতে পারে বাইডেনের সঙ্গে

বালি যাচ্ছেন পুতিন-শি জিনপিং



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: চলতি বছরের নভেম্বরে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে জি-২০ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভলাদিমির পুতিন ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং যোগ দেবেন। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো উইদোদো এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। শুক্রবার (১৯ আগস্ট) রাশিয়ার সংবাদমাধ্যম আরটির (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

‘ইউক্রেন যুদ্ধে সরাসরি জড়াতে পারে যুক্তরাষ্ট্র’

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ইউক্রেন যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি জড়িয়ে যেতে পারে জানিয়েছেন আমেরিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জন মেয়ারশেইমার। চলতি সপ্তাহে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক আমেরিকান সাময়িকী ফরেন অ্যাফেয়ার্সে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি এই মন্তব্য করেছেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এই লিখেছেন, যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া উভয়ই (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

মামুনুল হকসহ কারাবন্দী

আলেমদের মুক্তি চেয়ে ঢাকায় বিক্ষোভ

ঢাকা ডেস্ক: মামুনুল হকসহ কারাবন্দী নেতা-কর্মীদের মুক্তির দাবিতে রাজধানীতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ খেলাফত ছাত্র মজলিস। বৃহস্পতিবার বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এ সমাবেশ হয়। সমাবেশ শেষে মিছিল বের করতে চাইলে পুলিশি বাধায় (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

অবৈধ আটক, গুম ও বন্দিশালা অবিলম্বে বন্ধ করার আহবান ২৭ বিশিষ্ট নাগরিকের

ঢাকা ডেস্ক: অবৈধ আটক, গুম ও বন্দিশালা অবিলম্বে বন্ধের আহবান জানিয়েছেন ২৭ বিশিষ্ট নাগরিক। এ নিয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছেন তারা। বিবৃতিতে তারা বলেন, বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন বাহিনী ও এজেন্সির বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন যাবত জাতিসংঘের হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলসহ দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ফোরামে গুম, নির্যাতন, অবৈধ (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave
Jamaica NY 11432
ahlawmy@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawmy.com

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave
Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street
Long Island City, NY 11101

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল
$৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public
- Bookkeeping - Business Formation
- Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372
KABIR CHOWDHURRY



Looking to start a cannabis-related business in NYC?

The NYC Department of Small Business Services (SBS) is here to help:

ASSESS BUSINESS NEEDS

CONNECT TO NO-COST RESOURCES

EXPLAIN GOVERNMENT RULES

CONNECT YOU TO FUNDING

Visit

nyc.gov/cannabis

or 888-SBS-4NYC
(888-727-4692)

NYC Small Business Services | careers businesses neighborhoods

Get the facts on New York State's cannabis law and licenses at **cannabis.ny.gov.**

বাংলা পত্রিকা
৩-এর পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika

যুক্তরাষ্ট্র-তাইওয়ানের আনুষ্ঠানিক বাণিজ্য আলোচনার ঘোষণা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র ও তাইওয়ান আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য আলোচনা শুরু করার ঘোষণা দিয়েছে। ইউএস কংগ্রেসের প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির বিতর্কিত তাইওয়ান সফর এবং তাইওয়ানের চারপাশে চীনের এ যাবৎকালের বৃহত্তম সামরিক অভিযানের কয়েক সপ্তাহ পর দুই দেশ ঘোষণাটি দিল। যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভের অফিস তথা বাণিজ্য প্রতিনিধির কার্যালয় জানায়, শরতের শুরুর দিকেই আলোচনা হতে পারে। এই আলোচনায় বাণিজ্য সুবিধা, ডিজিটাল তথা প্রযুক্তিগত বাণিজ্য ও দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমের মান এসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ন্যান্সি পেলোসি তাঁর এশিয়া সফরের অংশ হিসেবে ২ আগস্ট তাইওয়ান যান এবং পরদিনই দেশটি ত্যাগ করেন। এশিয়া সফরের অংশ হিসেবে তিনি সেখানে যান। ৩১ জুলাই সিঙ্গাপুরে পৌঁছানোর মধ্য দিয়ে পেলোসির এশিয়া সফর শুরু হয়। (বাকি অংশ ১৩ পাতায়)



জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার উদ্যোগে

জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে সভা

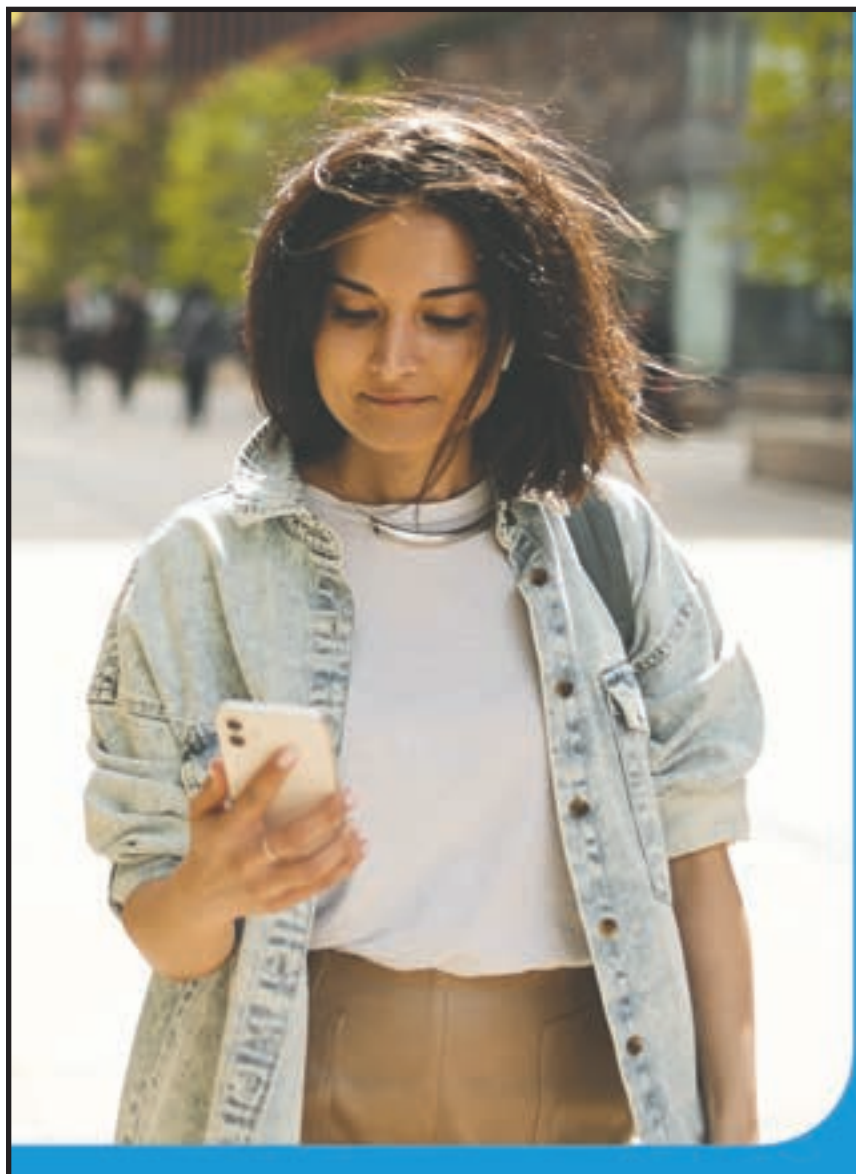
নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির উদ্যোগে গত ১০ আগষ্ট বুধবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটস্থ নবান্ন রেষ্টুরেন্ট মিলনায়তনে মূল্যবৃদ্ধির এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি হাজী আবদুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দুর পরিচালনায় সভায় টেলি কনফারান্সে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য নাজমা আকতার ।

সভায় আরো বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র জাপার প্রধান উপদেষ্টা গিয়াস মজুমদার, উপদেষ্টা ও সাবেক কমিশনার মোহাম্মদ আলী, জাপা'র সিনিয়র সহ সভাপতি জসিম উদ্দিন, সহ সভাপতি এডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুল করিম ও মোঃ লুৎফুর রহমান, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক মীর জাকির, যুগ্ম প্রচার সম্পাদক ওয়াহিদ ফেরদৌস, যুব সম্পাদক শফি আলম, দপ্তর সম্পাদক আকতার কবির, কোষাধ্যক্ষ জি.এম ইলিয়াছ, নিউইয়র্ক স্টেট সহ সভাপতি আবুল বশর মিলন, নিউইয়র্ক সিটির সাধারণ সম্পাদক হেলাল উদ্দিন, সদস্য ফেরদৌস হাসান। সদস্য মনির আহমেদ, সদস্য কামরুজ্জামান মুকুল।

সভায় বক্তারা বলেন, ৫১ শতাংশের বেশী জ্বালানী তেলের মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নির্দয় ও নজিরবহীন। জ্বালানী তেলের এমন মূল্যবৃদ্ধিতে জনজীবনে মহা বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। প্রমাণ হলো দেশের মানুষের প্রতি সরকারের কোন দরদ নেই, সরকার বোঝে না দেশের মানুষ কষ্টে আছে। ইতিহাসে নেই এক করে জ্বালানী তেলের এত মূল্যবৃদ্ধি। যারা পেট্রোলিয়াম হাজার হাজার কোটা টাকা আত্মসাৎ করেছে জাতি তাদের কোন দিন ক্ষমা করবে না। কিছু আমলা আর ব্যবসায়ী সরকারকে ঘিরে রেখেছে। সভায় বক্তারা বলেন, তাদের (দূর্নীতি) নীতির কারণে দেশে দুরবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। তারা পালানোর পথ পাবে না। আমরা দুর্নীতিবাজদের আটকে বিচারের মুখোমুখি করবো। এদেশের মানুষ কষ্টে আছে।

তিনি বলেন, জাতীয় পার্টি আর কারো ক্ষমতার সিড়ি হবে না। আমরা তিনশো আসনেই নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। জাতীয় পার্টি দেশের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় রাজনৈতিক শক্তি। দেশের মানুষ একবুক আশা নিয়ে জাতীয় পার্টির দিকে তাকিয়ে আছে। জাতীয় পার্টি প্রত্যাশা পূরণের করতেই রাজনীতি করে। পল্লীবন্ধু নতুন বাংলাদেশ গড়তে সংগ্রাম করে। আগামী নির্বাচনে বাংলার মানুষ জাতীয় পার্টিকে ক্ষমতায় দেখতে চাই। জাতীয় পার্টি পারবে শুধু গরীব, মেহনতী মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





আপনি কি আপনার ইউটিলিটি বিলে ছাড় পাওয়ার জন্য যোগ্য?

আপনি যোগ্য কিনা দেখুন।

আপনি যদি কোনও সরকারী সহায়তা প্রোগ্রাম থেকে সুবিধা পান, তাহলে আপনি আপনার ইউটিলিটি বিলের উপর ছাড়ের জন্যও যোগ্য হতে পারেন।

আমাদের উপলভ্য বিকল্পগুলি খুঁজতে
conEd.com/BillHelp এ যান এবং
আপনার যোগ্যতা পরীক্ষা করুন

conEdison















(শেষের পাতার পর)

তাঁর সম্পর্কে আরো জানতে ও জানাতে দেশ ও প্রবাসে বেশি বেশি সভা, সমাবেশ ও সেমিনারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সীতে শতদল আয়োজিত দু'দিনব্যাপী ১৯তম উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলনের বিভিন্ন পর্বে এসব কথা বলেন বক্তারা। শনিবার (১৩ আগষ্ট) ও রোববার (১৪ আগষ্ট) নিউজার্সীর ইষ্ট ব্রুন্সউইকস্থ জেএমপি আর্ট সেন্টারে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনের শ্লোগান ছিলো 'চির উন্নত মম শির'। সম্মেলনে কবিতা, গান, আবৃত্তি, নৃত্য আর বক্তব্যে কবি নজরুলকে তুলে ধরা হয়। এবারের নজরুল সম্মেলনে কবি নাতনী খিলখিল কাজী, বাংলাদেশের প্রখ্যাত নজরুল সঙ্গীত শিল্পী ওস্তাদ সালাউদ্দিন আহমেদ, শিল্পী সুজিত মুস্তফা ও শিল্পী ড. লীনা তাপসী সহ দেশ-বিদেশ ও প্রবাসের নজরুল গবেষক, নজরুল ভক্ত এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অতিথি হিসেবে যোগ দেন। সম্মেলনে নিউইয়র্ক ও নিউজার্সী রাজ্য সহ উত্তর আমেরিকার ১২টি সংগঠন অংশ নেয়। দু'দিনের এই সম্মেলনের কর্মকান্ডের মধ্যে ছিলো কবি নজরুলের জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা, সেমিনার, প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। খবর ইউএনএ'র।

এদিকে সম্মেলনের আয়োজনে অব্যবস্থাপনার অভিযোগ ছাড়াও কবিপুত্র কাজী সব্যসাচীকে তুলে ধরা না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তাঁর কন্যা ও কবি নাতনী খিলখিল কাজী। সম্মেলন আয়োজন, পরিকল্পনা আর ব্যবস্থাপনায় নানা ত্রুটির কারণে অতিথি সহ অনেককেই দূর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। তবে ২/১টি পরিবেশনা ছাড়া দেশ ও প্রবাসের শিল্পী ও সংগঠনগুলোর অনুষ্ঠান পরিবেশনা মুগ্ধ করলেও দর্শক-শ্রোতার উপস্থিতি আশানরূপ ছিলো না। প্রতিদিন বেলা ২টা থেকে অনুষ্ঠান চলে রাত ১০টা পর্যন্ত। এছাড়াও মূল মঞ্চের বাইরে ছিলো একটি বই, একটি খবারের স্টল সহ একাধিক শাড়ী-কাপড় আর ইমিটেশন গহনার স্টল।

সম্মেলনের উভয় দিনে অপরাহ্নে মূল মঞ্চের বাইরে একটি কক্ষে বিষয় ভিত্তিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে আমন্ত্রিত অতিথি, নজরুল বিশেষজ্ঞ ও এনএএনসিসি'র শীর্ষ কর্মকর্তারা অংশ নেন। সেমিনারগুলোতে দর্শক-শ্রোতার উপস্থিতি ছিলো আরো কম। সম্মেলনের মূল অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন নিউইয়র্কের দুই বিশিষ্ট উপস্থাপিকা ও নিউজ প্রেজেন্টার সাদিয়া খন্দকার এবং শামসুন্নাহার নিম্মি। এছাড়াও স্থানীয় উপস্থাপক ও উপস্থাপিকা বিভিন্ন পর্ব সঞ্চালনায় ছিলেন। সম্মেলনটি উপলক্ষ্যে 'চির উন্নত মম শির' শীর্ষক ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হয়।

২০২৪ সালের সম্মেলন টরন্টো: এনএএনসিসি কোর কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক দুই বছর পর আগামী ২০২৪ সালের উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে কানাডার টরন্টো। এর আয়োজক সংগঠন থাকবে ইলোরা আমীন নেতৃত্বাধীন তরঙ্গ। তবে কোন সংগঠন চাইলে আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৩ সালে নজরুল সম্মেলন আয়োজন করার বিষয়টি নর্থ আমেরিকা নজরুল কনফারেন্স কমিটি (এনএএনসিসি) বিবেচনা করবে বলে জানা গেছে। রোববার সকালে হোটেল লবিতে অনুষ্ঠিত এনএএনসিসি'র কোর কমিটির সভায় পরবর্তী সম্মেলনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। যদিও দুই বছর পর পর নজরুল সম্মেলন হওয়ার কথা থাকলেও এর ব্যতিক্রম ইতিহাস রয়েছে, পর পর সম্মেলন আয়োজিত হয়েছে।

'কাজী সব্যসাচী' অ্যাওয়ার্ড ঘোষণা: এবারের নজরুল সম্মেলন থেকে প্রতিবছর কবি পুত্র প্রখ্যাত আবৃত্তিকার 'কাজী সব্যসাচী'র নামে অ্যাওয়ার্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এবছর অর্থাৎ ২০২২ সালের 'কাজী সব্যসাচী' অ্যাওয়ার্ড এর জন্য মনোনীত হয়েছেন ভয়েস অব আমেরিকা'র বাংলা বিভাগের সাবেক প্রধান, আবৃত্তিকার ইকবাল বাহার চৌধুরী। অ্যাওয়ার্ডটি ঘোষণার পর ইকবার বাহার চৌধুরীর ভিডিও বার্তা ডিজিটাল পর্দায় প্রচার করা হয়। শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি সম্মেলনে যোগ দিতে পারেনি।

উদ্বোধন: শনিবার সন্ধ্যায় সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন নর্থ আমেরিকা নজরুল কনফারেন্স কমিটি (এনএএনসিসি)-এর চেয়ারম্যান এম মোশাররফ হোসাইন। এসময় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সম্মেলনের কনভেনর মোহাম্মদ কবীর কিরণ। সময়ের স্বল্পতার কারণে সংক্ষেপে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি রায়হানুল ইসলাম চৌধুরী, ওয়াশিংটন ইউ-নিভার্সিটি অফ সাইন্স এন্ড টেকনোলজির চ্যান্সেলর আবু বকর হানিফ ও সুলতান আহমেদ। সঞ্চালনা করে আয়োজক কমিটির সদস্য সচিব হাসান আমজাদ খান। এসময় আমন্ত্রিত অতিথিসহ এনএএনসিসি'র ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. জিয়াউদ্দন আহমেদ, সদস্য ড. সুলতান আহমেদ, রোকেয়া হায়দার, ডা. ওয়াদুদ ভূঁইয়া, সম্মেলনের প্রধান সমন্বয়কারী রাহাত চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী দিনের অনুষ্ঠানে শতদল ও বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব নিউ জার্সির শিল্পীদের পরিবেশনা উপস্থিত অতিথিদের মুগ্ধ করে। এছাড়াও এদিন নিউইয়র্ক ঢাকা ড্রামার প্রযোজনায় কাজী নজরুল ইসলামের ছোট গল্প অবলম্বনে নাটক "রাক্ষুসী" মঞ্চস্থ হয়। এর নাট্যরূপ ও নির্দেশনায় ছিলেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী শিরীন বকুল।

সম্মেলনের দ্বিতীয় ও শেষ দিন: সম্মেলনের দ্বিতীয় ও শেষ দিন রোববার সন্ধ্যায় ও রাতে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস-বিপা 'মনেরও রং লেগেছে' ও 'বিদ্রোহী' শিরোনামে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রদর্শন করে। এটি উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের মুগ্ধ করার পাশাপাশি ব্যাপক প্রশংসা কুড়ায়। সম্মেলনের বিভিন্ন দিন উল্লেখযোগ্য শিল্পীদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার সিডনী থেকে আগত আদিলা নূর সহ সঙ্গীত পরিবেশন করেন সামিয়া মাহবুব, গায়ত্রী সাহা, সুচরিতা ঘোষ প্রমূখ শিল্পী। বিভিন্ন পর্বে আবৃত্তি করেন ডা. ফারুক আজম, কবীর কিরণ প্রমুখ।

সম্মেলনের শেষ দিন রোববার আমন্ত্রিত অতিথি, বিশেষ অতিথি এবং এনএএনসিসি'র শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে প্ল্যাক প্রদান আর উত্তরীয় পরিয়ে সম্মানিত করা হয়। এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন নিউ-ইয়র্ক-এর পক্ষ সম্মেলনের কনভেনর মোহাম্মদ কবীর কিরণ ও সদস্য সচিব হাসান আমজাদ খান-কে প্ল্যাক প্রদান করে সম্মানিত করেন ফরিদা আক্তার ও মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ। এছাড়াও ২০২৪ সালের সম্মেলনের (টরন্টো, কানাডা) ঘোষণা দেন এনএএনসিসি'র চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন। রাত ১০টায় কনভেনর কবীর কিরণের কণ্ঠে 'যদি আর বাঁশি না বাজে' কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে।

খিলখিল কাজীর ক্ষোভ: সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অংশ নেয়া কবি নজরুল ইসলামের নাতনী খিলখিল কাজী রোববার রাতে মঞ্চে উঠে গান না গেয়ে কবি-কে নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন এবং 'বিদ্রোহী' কবিতা সহ কবির লেখা ২/৩টি কবিতা পাঠ করে শুনান। এসময় তিনি বলেন, আজকের সম্মেলনে আমার বাবা কবী সব্যসাচীর নামে 'অ্যাওয়ার্ড' উৎস্বর্গ করা হয়েছে। এতে আমি খুশ হলেও, যাঁর জন্য তার নামে অ্যাওয়ার্ড হলো সেই সব্যসাচীর কণ্ঠে 'বিদ্রোহী' কবিতার অংশ দর্শক-শ্রোতাদের শুনানো হলো না। এটা উচিৎ ছিলো।

ঢাকার শিল্পীদেরও ক্ষোভ: দু'দিনের সম্মেলনে দেশ-বিদেশ ও প্রবাসের শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করা ছাড়াও অন্যান্য পারফর্ম করার কথা থাকলেও তারা প্রাণভরে তাদের পরিবেশনা করতে পারেননি। আয়োজকদের পরিকল্পনার ত্রুটির কারনে সম্মেলন আয়োজক সংগঠন শতদল সহ আরো একাধিক সংগঠনের পরিবেশনা শেষ পর্যন্ত বাতিল করতে হয়েছে। অপরদিকে ঢাকা থেকে আগত ওস্তাদ সালাহউ-দ্দিন আহমেদ, শিল্পী সুজিত মুস্তফা ও শিল্পী ড. লীনা তাপসী-কে মাত্র তিনটি করে গান পরিবেশন করতে হয়েছে। এতে শিল্পীরাও যেমন অতৃপ্তি প্রকাশ করেছেন, তেমনী উপস্থিত দর্শকরাও। গান গাইতে মঞ্চে উঠে অনেকেটা ক্ষোভের সাথে লীনা তাপসী বলেন, সময় কম কথা না বাড়িয়ে গানে চলে যাই। আসলে এভাবে গানও গাওয়া যায় না। শিল্পী সুজিত মুস্তফা বলেন, মাত্র তিনটি গান গাইতে বলা হয়েছে। ভালো করে গান গাইতে হলে ২/৩টি গানে সুর উঠে না। ওস্তাদ সালাউদ্দিন অনেকটা বিরক্ত হয়ে বলেন, আমাদেরকে (শিল্পীদেরকে) সহ্য করার জন্য যারা মঞ্চের সামনে বসে রয়েছেন তাদের গান শুনাতে হলে সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু সময় তো নেই। মাত্র তিনটি গান গাওয়ার কথা বলা হয়েছে। যদিও দর্শক-শ্রোতাদের পক্ষ থেকে আরো গান গাওয়ার দাবী উঠে, কিন্তু সময়ের অভাবে শিল্পীরা তিনটির বেশী গান গাইতে পারেননি।

গোলাম ফারুক ভূইয়ার মধ্যাহ্ন ভোজ: নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলা-২০২২ এর আহ্বায়ক গোলাম ফারুক ভূইয়া সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী অতিথি ও সাংবাদিক এবং এনএএনসিসি কর্মকর্তাদের সম্মানে রোববার দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করেন। স্থানীয় একটি রেষ্টুরেন্টে এই ভোজের আয়োজন করা হয়।

উল্লেখ্য, সম্মেলন স্থলে একটি মাত্র খাবারের স্টল থাকায় এবং সন্ধ্যার পর রাত বাড়ার সাথে সাথে স্টলের খাবার ফুরিয়ে যাওয়ায় অনেককেই শনিবার ও রোববার রাতে খাবারের জন্য কষ্ট করতে হয়। সম্মেলন স্থল ব্রুন্সউইক এলাকার আশপাশের হোটেল-রেস্তোরা আগে-ভাগেই বন্ধ হয়ে হওয়ায় শনিবার রাতে খাবার না পেয়ে এনএএনসিসি'র এক শীর্ষ স্থানীয় কর্মকর্তার স্ত্রী মুড়ি আর পানি খেয়ে রাত কাটিয়েছেন বলে ইউএনএ প্রতিনিধিকে জানান। আবার অনেকে পিজা খেয়ে রাত কাটান বলে জানিয়েছেন।

অন্যান্য প্রসঙ্গ: নজরুল সম্মেলন স্থল আর হোটেলের অবস্থান ৮/১০ মিনিটের ড্রাইভের দূরত্ব হওয়ায় অনেকের জন্য যাতায়াতেও সমস্যা ছিল বিদ্যমান। এধরনের সম্মেলনের স্থান আর হোটেল একই ভবনে হওয়া উচিৎ এমন অভিমত জানিয়ে একাধিক অতিথি ও দর্শক-শ্রোতা বলেছেন যার ফলে সেমিনার বা অনুষ্ঠানে দর্শক-শ্রোতার উপস্থিতি ছিলো কম। অনেক সময় হাতেগোনা দর্মক-শ্রোতার উপস্থিতিতে সেমিনার আর অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়েছে।

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

মেগা প্রকল্পে মেগা অবহেলা

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার উত্তরায় বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট তথা বিআরটি প্রকল্পের নির্মাণকাজ চলাকালে গত ১৬ আগষ্ট সোমবার বিকেলে ভায়াডাক্টের একটি বক্স গার্ডার ক্রেন থেকে পড়ে প্রাইভেটকার আরোহী পাঁচজনের নিহত হওয়া যেমন বেদনাদায়ক, তেমনই বিক্ষোভ জাগানিয়া। বেদনাদায়ক এই কারণে যে, বিয়ের আনন্দঘন পর্বগুলো চলাকালেই নতুন দম্পতি ও তাঁদের স্বজনরা এমন অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হলেন। আমাদের বিক্ষোভের কারণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্টরা দায়িত্বশীল ও সতর্ক হলেই নাগরিকদের জন্য এই বেদনাদায়ক অধ্যায় এড়ানো সম্ভব ছিল। বস্তুত এই দুর্ঘটনা রাজধানীর মেগা প্রকল্পগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বহুমাত্রিক অবহেলা ও ঔদাসীন্যের উদ্বেগজনক চিত্র তুলে ধরেছে। দেখা যাচ্ছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছলেও সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করতে পারেনি। ফায়ার সার্ভিসের একজন সহকারী পরিচালকও সংবাদমাধ্যমের কাছে স্বীকার করেছেন, কমবেশি ৫০ টন ওজনের গার্ডারটির সরানোর মতো সরঞ্জাম তাঁদের কাছে নেই। ফলে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান থেকে ওই ওজন উত্তোলনে সক্ষম ক্রেন ঘটনাস্থলে আসার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে। হতাহতদের এক স্বজনের এই বক্তব্যের সঙ্গে আমরা একমত যে সময় মতো উদ্ধার কাজ শুরু করা গেলে নিহতদের জীবিত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়া সম্ভব হতো। বিকেল সোয়া ৪টার দিকে সংঘটিত দুর্ঘটনায় উদ্ধারকাজ শুরু করতে যদি সাড়ে ৭টা বেজে যায়, তাহলে এই মর্মান্তিক প্রাণহানি কেবল অক্ষমতা নয়, অবহেলার অমার্জনীয় উদাহরণ হয়ে থাকতেও বাধ্য।

মেগা প্রকল্পটি নিয়ে এমন মেগা অবহেলার আরও প্রমাণ স্পষ্ট। দৈনিক সমকালে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে- সোমবারের এই 'দুর্ঘটনা' বিআরটি প্রকল্প ঘিরে 'বিচ্ছিন্ন' ঘটনা নয়। দেশের ব্যস্ততম সড়কে প্রায় এক দশক ধরে চলা এই মেগা প্রকল্পে নিরাপত্তা রক্ষার বিষয়টি বলতে গেলে কখনোই গুরুত্ব পায়নি। এই চিত্র দেখে বিস্মিত হতে হয় যে- নিরাপত্তা বেষ্টনী ছাড়াই সড়ক খুঁড়ে পাইলিং, পিয়ার ও ভায়াডাক্ট নির্মাণ করা হয়েছে। সোমবার উত্তরায় যে স্থানে ক্রেন কাত হয়ে গার্ডারটি প্রাইভেটকারটির ওপর পড়েছিল, সেখানেও নিরাপত্তা বেষ্টনী ছিল না। সমকালসহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত এবং সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে যাওয়া একটি সিসিটিভি ফুটেজেও নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টি স্পষ্ট। দেখা যাচ্ছে, যানবাহন চলাচল বন্ধ না করেই গার্ডারটি ক্রেন দিয়ে তোলা হচ্ছিল। নিরাপত্তা বেষ্টনী না থাকার পরও গার্ডার তোলার মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ চলাকালে যদি যান চলাচল বন্ধ রাখা হতো তাহলে সম্ভবত এই মর্মান্তিক প্রাণহানি দেখতে হতো না আমাদের। সোমবার দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র বিআরটি প্রকল্পের কাজ 'আপাতত' বন্ধ থাকবে বলে যে ঘোষণা দিয়েছেন, তা 'আপাতত' সংগত। কিন্তু গোটা প্রকল্প এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত না করে যদি আবার কাজ শুরু করা হয়, তার চেয়ে অসংগত কাজ আর কিছু হতে পারে না।

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সরকারি কোম্পানি বিআরটি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক যদিও বলেছেন যে, প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী কারিগরি ত্রুটির কারণেই ক্রেনটি কাত হয়ে গিয়েছিল; এই প্রশ্ন অনিবার্য যে নির্মাণকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির কারিগরি দিক পরীক্ষা না করেই কাজ করা হচ্ছিল কেন? বিভিন্ন পক্ষ থেকে অভিযোগ উঠেছে, উত্তরায় ব্যবহৃত ক্রেনটির ওজন-সক্ষমতা প্রয়োজনের তুলনায় কম ছিল। এই অভিযোগ যদি সত্য হয়, তাহলে অবহেলার বিষয়টি আরও গুরুতর। 'সরকারি' কোম্পানি বলেই কী এভাবে 'গায়ের জোর' দেখিয়ে নিরাপত্তা বেষ্টনী ও কারিগরি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া এবং যান চলাচল বন্ধ না করেই এতবড় স্থাপনার নির্মাণকাজ চলছিল? আরও উদ্বেগের বিষয়, বিআরটি প্রকল্পটিতে গত ১৭ মাসে আরও দুটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল। বিশেষত গত ১৫ জুলাই গাজীপুরে গার্ডারের নিচে চাপা পড়ে একজন নিরাপত্তাকর্মী নিহত হয়েছিলেন। গত বছরের মার্চ মাসেও বিমানবন্দর স্টেশনের সামনে রোডওয়ে স্ল্যাব লঞ্চার ভেঙে দুই চীনা কর্মীসহ চারজন গুরুতর আহত হয়েছিলেন। তারপরও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা না নিয়ে তৃতীয় দুর্ঘটনার জন্য 'অপেক্ষা' করা হচ্ছিল কেন? এর জবাবদিহি করতেই হবে। এ ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই মামলা হয়েছে। শোক প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রীও দোষীদের শনাক্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু বিলম্বে হলেও শুধু বিআরটি নয়, মেগা প্রকল্প ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় অবহেলা ও ঔদাসীন্য কাটিয়ে উঠতে না পারলে উত্তরার মতো এমনকি আরও বড় দুর্ঘটনার ঝুঁকি থেকেই যাবে।

পরমাণু অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব চাই

জালাল উদ্দিন ওমর

প্রতি বছর আগস্ট মাস এলেই মনে পড়ে হিরোশিমা-নাগাসাকির কথা। মনে পড়ে বর্বরতা ও নৃশংসতায় অকালে মৃত্যুবরণকারী লাখো মানুষের কথা। হিরোশিমা-নাগাসাকি পৃথিবীর মানুষের কাছে নৃশংসতম বর্বরতার একটি প্রতিচ্ছবি হিসেবে বছরের পর বছর ধরে চিত্রিত হয়ে আসছে। হিরোশিমা-নাগাসাকির নাম শুনলেই ভয়ে আতঙ্কে ওঠে শান্তিপ্রিয় মানুষের মন। মানবজাতির বিরুদ্ধে পরিচালিত সর্বকালের সর্বনিকৃষ্ট সেই নৃশংসতায় কয়েক মিনিটের ব্যবধানে মৃত্যুবরণ করেছিল জাপানোর হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরের লক্ষাধিক মানুষ। আরো লক্ষাধিক মানুষ সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়েছিল। মারা গিয়েছিল লক্ষাধিক পশুপাখি ও মৎস্যজগৎ। আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে গিয়েছিল সবুজ বৃক্ষরাজি আর গাছপালা। ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল দু'টি জনপদে প্রাণের স্পন্দন। এসব হচ্ছে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পারমাণবিক বোমা হামলার ভয়াবহ পরিণতি। সেই বোমা হামলার পঁচাত্তর বছর অতিক্রান্ত হলেও বিশ্ববাসী এখনো পারমাণবিক বোমা হামলার হুমকি ও আশঙ্কা থেকে মুক্ত হতে পারেনি। এ অবস্থায় মানবজাতিকে যদি পারমাণবিক বোমার নৃশংসতা থেকে বাঁচাতে হয় তাহলে হিরোশিমা ও নাগাসাকির পুনরাবৃত্তি যেকোনো মূল্যে বন্ধ করতে হবে। আমরা একটি পরমাণু অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব চাই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে যুক্তরাষ্ট্র যে পারমাণবিক বোমা হামলা চালায় তার ধ্বংসলীলা এখনো বয়ে বেড়াচ্ছে সেখানকার মানুষ। ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট জাপানের হিরোশিমা নগরীতে যুক্তরাষ্ট্র প্রথম পারমাণবিক বোমা হামলা চালায়। স্থানীয় সময় সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে লিটল বয় নামের এই বোমাটি নিক্ষেপ করা হয়, যার ধ্বংসক্ষমতা ৬.৫ কিলোটন টিএনটির সমান। এই বোমার আঘাতে মুহূর্তের মধ্যে হিরোশিমা নগরী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। প্রাণ হারায় এক লাখ চল্লিশ হাজার মানুষ। প্রাণ হারায় লক্ষাধিক পশু। গাছপালা সব পুড়ে যায়। পারমাণবিক বোমা থেকে সৃষ্ট আগুনের লেলিহান শিখা হিরোশিমা নগরীকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেয়। এর ঠিক তিন দিন পর ৯ আগস্ট জাপানের নাগাসাকি নগরীতে যুক্তরাষ্ট্র আবারো পারমাণবিক বোমা হামলা চালায়। স্থানীয় সময় বেলা ৩টা ৪৭ মিনিটে ফ্যাটম্যান নামের নিক্ষিপ্ত বোমাটির ধ্বংস ক্ষমতা হচ্ছে ২২ কিলোটন টিএনটির সমান। এখানেও কয়েক মিনিটের ব্যবধানে মৃত্যুবরণ করে সত্তর হাজার মানুষ। হিরোশিমার মতো নাগাসাকিও আগুনের লেলিহান শিখায় জ্বলেপুড়ে শেষ হয়ে যায়। সেই পারমাণবিক বোমা হামলার তেজস্ক্রিয়তায় যুগ যুগ ধরে সেখানকার মানুষ, জীবজন্তু নানা ধরনের ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় এবং কত মানুষ ও প্রাণী যে বিকলাঙ্গ হিসেবে জন্ম নিয়েছে এবং তার বোঝা বহন করেছে সারা জীবন; তা হিসাবের বাইরে। মানবজাতির ওপর এত বড় ধ্বংসাত্মক ঘটনা ও বর্বরতা পৃথিবীর ইতিহাসে আর একটিও ঘটেনি।

সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক বোমা তৈরির কাজ শুরু করে। ১৯৪৫ সালের ১৪ জুলাই যুক্তরাষ্ট্র প্রথম দেশ হিসেবে নিউ মেক্সিকো রাজ্যে পারমাণবিক বোমার সফল পরীক্ষা চালায় এবং এর কার্যকারিতা নিশ্চিত হয়ে আগস্টে প্রথম সপ্তাহে জাপানের ওপর হামলা চালায়। এর কয়েক দিন পর ১৪ আগস্ট জাপান আত্মসমর্পণ করে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়। পারমাণবিক বোমার অধিকারী হওয়ার ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্র সামরিক ক্ষেত্রে একক ও শ্রেষ্ঠতম শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। পারমাণবিক বোমার ধ্বংস ক্ষমতা দেখে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ আতঙ্কিত হয়ে ওঠে এবং নিজেরাও সামরিক ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ হওয়ার লক্ষ্যে পারমাণবিক বোমার অধিকারী হওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। শুরু হয়ে যায় পারমাণবিক প্রযুক্তি অর্জন এবং পারমাণবিক বোমা তৈরির তীব্র এক প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিযোগিতার ধারাবাহিকতায় পারমাণবিক বোমার অধিকারী হয় রাশিয়া (সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন), ব্রিটেন, ফ্রান্স, ভারত, পাকিস্তান ও উত্তর কোরিয়া। ১৯৪৯ সালের ২৯ আগস্ট সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন তার প্রথম পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় এবং এর মাধ্যমে পারমাণবিক প্রযুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীতে ১৯৫৭ সালে ব্রিটেন, ১৯৬০ সালে ফ্রান্স, ১৯৬৪ সালে চীন, ১৯৭৪ সালে ভারত, ১৯৯৮ সালে পাকিস্তান এবং ২০০৬ সালে উত্তর কোরিয়া পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। এ ছাড়া ইসরাইল অঘোষিতভাবে পারমাণবিক বোমার অধিকারী হয়েছে এবং পরমাণু বিশ্লেষকদের মতে ইসরাইল ১৯৭৯ সালেই অতি গোপনে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। পারমাণবিক বোমার অধিকারী দেশগুলো তাদের পারমাণবিক বোমার শক্তিমত্তা জাহির করতে কিছু দিন পরপর পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় এবং এ ধারাবাহিকতায় বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ১,০৫৪ বার, রাশিয়া ৭১৫ বার, ব্রিটেন ৪৫ বার, ফ্রান্স ২১০ বার, চীন ৪৫ বার, ভারত ছয়বার, পাকিস্তান ছয়বার ও উত্তর কোরিয়া ছয়বার।

এ ছাড়া বিশ্বে পরমাণু অস্ত্র মজুদের সংখ্যাও অনেক। প্রাপ্ত হিসাব অনুসারে মজুদকৃত পারমাণবিক অস্ত্রের সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের ৫৮০০-৬১৮৫, রাশিয়ার ৬৩৭০-৬৪৯০, যুক্তরাজ্যের ২০০-২১৫, ফ্রান্সের ২৯০, চীনের ৩০০-৩২০, ভারতের ১৪০-১৫০, পাকিস্তানের ১৬০, উত্তর কোরিয়ার ৩০-৪০ ও ইসরাইলের ৯০টি। এক একটি পারমাণবিক অস্ত্র তৈরিতে খরচ হয় বিলিয়ন ডলার। সুতরাং শক্তিমত্তা প্রকাশের জন্য বিস্ফোরণ ঘটানো পারমাণবিক বোমা তৈরির পেছনে কত ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। আর মজুদকৃত পারমাণবিক বোমা বা অস্ত্র তৈরি, মজুদ ও রক্ষণাবেক্ষণের পেছনে কত ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় হচ্ছে, তার হিসাব তো ধারণক্ষমতার বাইরে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির যে তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়, তাতে পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষ আতঙ্কিত। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত সঞ্চাত পৃথিবীকে বেশ কয়েকবার পারমাণবিক যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। এ অবস্থায় পৃথিবীকে পারমাণবিক অস্ত্রের সর্বনাশা ধ্বংস থেকে বাঁচানোর জন্য শান্তিকামী মানুষ আন্দোলন শুরু করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির যে তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়, তাতে পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষ আতঙ্কিত। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত সঞ্চাত পৃথিবীকে বেশ কয়েকবার পারমাণবিক যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। এ অবস্থায় পৃথিবীকে পারমাণবিক অস্ত্রের সর্বনাশা ধ্বংস থেকে বাঁচানোর জন্য শান্তিকামী মানুষ আন্দোলন শুরু করে। সেই আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে স্বাক্ষরিত হয় পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি এনটিপি ও সিটিবিটি। ১৯৬৮ সালের মার্চে সর্বপ্রথম স্বাক্ষরিত হয় পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণসংক্রান্ত চুক্তি এনটিপি। প্রাথমিকভাবে ২৫ বছর মেয়াদি এই চুক্তিতে ৪০টি দেশ স্বাক্ষর করে। চুক্তিটি ১৯৭০ সালের ৫ মার্চ থেকে কার্যকর হয়। ২৫ বছর শেষে ১৯৯৫ সালে নিউইয়র্ক শহরে এ-সংক্রান্ত এক সম্মেলনে চুক্তিটির মেয়াদ অনির্দিষ্টকালের জন্য নবায়ন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, ব্রিটেন, ফ্রান্সসহ বিশ্বের মোট ১৭৪টি দেশ এতে স্বাক্ষর করলেও ভারত, পাকিস্তান, ইসরাইল ও কিউবা এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি। অন্য দিকে সর্বাত্মক পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা রোধকল্পে ১৯৯৬ সালের ১০ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনে ১৫৮টি ভোটে সিটিবিটি চুক্তিটি গৃহীত হয়। এ পর্যন্ত ১৬৭টি দেশ এ চুক্তিটি স্বাক্ষর করেছে এবং মাত্র ৪১টি দেশ এটি অনুমোদন করেছে। এমনকি পারমাণবিক অস্ত্রধারী দেশগুলোর মধ্যে শুধু ফ্রান্স ও ব্রিটেন চুক্তিটি অনুমোদন করেছে। যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, ভারত, পাকিস্তান ও উত্তর কোরিয়া চুক্তিটি অনুমোদন করেনি। এ চুক্তিতে বলা হয়েছে, চুক্তি স্বাক্ষরকারী কোনো রাষ্ট্রই কোনো ধরনের পারমাণবিক পরীক্ষা ও বিস্ফোরণ চালাতে পারবে না। ফলে যুক্তরাষ্ট্র চুক্তিটি অনুমোদন করেনি। আর যুক্তরাষ্ট্র যেহেতু অনুমোদন করেনি, সেহেতু রাশিয়া ও চীনও অনুমোদন করেনি। রাশিয়া ও চীনের বক্তব্য হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র অনুমোদন করলেই তারা সিটিবিটি অনুমোদন করবে। ফলে এনটিপির মতো সিটিবিটিও ব্যর্থ হয়েছে। এসব চুক্তি পৃথিবীকে পারমাণবিক হুমকি থেকে মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ এসব চুক্তিতে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার রোধ করার কথা বলা হলেও বর্তমানে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর হাতে মজুদ পারমাণবিক অস্ত্রের কী হবে তার সুস্পষ্ট কোনো উল্লেখ নেই এবং এসব অস্ত্রের ধ্বংসের কোনো বিধান রাখা হয়নি। ফলে এ চুক্তির কারণে নতুন কোনো দেশ পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী না হলেও বৃহৎ শক্তিগুলো কিন্তু ঠিকই বিশাল পরিমাণ পারমাণবিক বোমার অধিকারী রয়ে যাবে। ফলে বিশ্ব পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত হবে না। এ কারণে পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তিকে অনেক দেশ, তাদেরকে পরমাণু অস্ত্র অর্জন থেকে বিরত রাখার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী পরমাণু অস্ত্রের একক মালিকানা হওয়ার জন্য বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র হিসেবে অভিহিত করেছে। তাদের মতে, আইন যেহেতু সবার জন্য সমান, অতএব শান্তির পক্ষে সবাইকে পারমাণবিক **(বাকি অংশ ৮ পাতায়)**

নামাজের সময়-সূচী

আগস্ট	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
ফজর	৪.৫২	৪.৫৩	৪.৫৪	৪.৫৬	৪.৫৭	৪.৫৮	৪.৫৯
সূর্যোদয়	৬.১২	৬.১৩	৬.১৪	৬.১৫	৬.১৬	৬.১৭	৬.১৮
জোহর	১২.৫৯	১২.৫৮	১২.৫৮	১২.৫৮	১২.৫৮	১২.৫৭	১২.৫৭
আসর	৫.৪৫	৫.৪৫	৫.৪৩	৫.৪১	৫.৪০	৫.৩৯	৫.৩৮
মাগরিব	৭.৪৪	৭.৪৩	৭.৪১	৭.৪০	৭.৩৮	৭.৩৬	৭.৩৫
এশা	৯.০৪	৯.০২	৯.০১	৮.৫৯	৮.৫৭	৮.৫৫	৮.৫৩

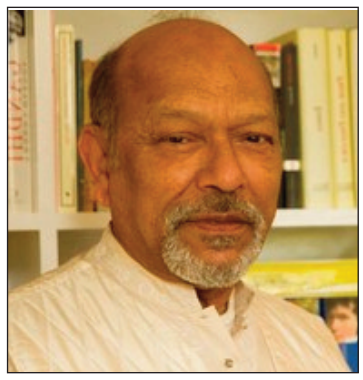
বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

এরদোয়ানকে নিয়ে উভয়সংকটে পশ্চিমা জগৎ



গাজীউল হাসান খান

ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ সমগ্র পশ্চিমা জগতের কাছে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়িপ এরদোয়ান এখন আর্থ-রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক দিক থেকে রীতিমতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টরে পরিণত হয়েছেন। তাঁর বিভিন্ন পদক্ষেপ কিংবা কর্মকান্ডের প্রতি আস্থা না রাখা যেমন বিপদের, তেমনি তাঁকে সম্পূর্ণ 'মুক্তহস্ত' করে ছেড়ে দিলেও শেষ পর্যন্ত সামলানো যাবে কি না, সেটা নিয়ে তাদের মধ্যে বিভিন্ন দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর দ্বিতীয় বৃহত্তম সামরিক বাহিনীর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত তুরস্ককে তার পঞ্চম প্রজন্মের স্টিলথ সুপারসনিক যুদ্ধবিমান এফ-৩৫ প্রজেক্টে স্থান দেয়নি। প্রয়োজনীয় অর্থ পরিশোধ করা সত্ত্বেও এফ-১৬ সিঙ্গল ইঞ্জিন ফাইটার সরবরাহের বিষয়টি ঝুলিয়ে রেখেছে চরম অনিশ্চয়তায়। তুরস্কের কাছে যুক্তরাষ্ট্র তার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিক্রি করেনি বলেই তুরস্ক শেষ পর্যন্ত রাশিয়া থেকে এস-৪০০ আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা খরিদ করেছে, যা যুক্তরাষ্ট্র পছন্দ করেনি।

যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন সামরিক বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় ইহুদিবাদী রাষ্ট্র ইসরায়েলের পরামর্শে। ইসরায়েল তুরস্ককে বিশ্বাস করে না বিভিন্ন কারণে। এর প্রথমটি হচ্ছে তুরস্ক ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্র। তার ওপর ফিলিস্তিনের মুক্তির প্রশ্নে তুরস্ক আপসহীন। এ ছাড়া এই সেদিনও তুরস্কের সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্ক ছিল অনেকটাই বৈরী। সেসব কারণে ইহুদিবাদী রাষ্ট্র ইসরায়েলের প্রধান অভিভাবক যুক্তরাষ্ট্র ন্যাটোর সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তুরস্ককে বিশ্বাস করতে পারছে না। অন্যদিকে ইসরায়েল মধ্যপ্রাচ্যে একমাত্র ইহুদি রাষ্ট্র এবং ন্যাটোর সদস্য না হয়েও সব সময় পাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রশ্নাতীত সমর্থন। এর প্রধান একটি কারণ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস থেকে শুরু করে প্রশাসনে ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের অসামান্য প্রভাব। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী মাত্র সাড়ে ছয় মিলিয়ন ইহুদি নাগরিক যেন অর্থবিত্ত ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দিয়ে সমগ্র দেশটিকে আগলে রেখেছে। তাদের সমর্থন ছাড়া কারো পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়াও সহজ নয়।

ইয়েমেনে ইরান সমর্থিত হুতি গেরিলাদের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচার জন্য সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত সম্প্রতি ইহুদিবাদী ইসরায়েলের সঙ্গে তাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নত করেছে অবিশ্বাস্যভাবে। সে লক্ষ্যে নিয়ম করেই তারা নিচ্ছে বিভিন্ন সামরিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচি। সে কারণে শেষ পর্যন্ত সৌদি আরব ও আমিরাত পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও উন্নত যুদ্ধবিমান। কিন্তু তুরস্ক নয়। কারণ ইসলামী বিশ্বের ঐক্য, ফিলিস্তিনের মুক্তি, মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নতি সুনিশ্চিত করতে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়িপ এরদোয়ানের রয়েছে সুস্পষ্ট কর্মসূচি। এরদোয়ান মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলকে অন্তর্ভুক্ত করে ন্যাটোর মতো কোনো সামরিক জোট গড়ে তোলার পক্ষপাতী নন। ইসরায়েলের সঙ্গে তুরস্কও সম্পর্ক স্বাভাবিক করার বিরুদ্ধে নয়। তবে তার স্থায়িত্ব ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চাই অধিকৃত ফিলিস্তিনের মুক্তি ও উন্নয়ন। নতুবা মধ্যপ্রাচ্যে কাঙ্ক্ষিত শান্তি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি টেকসই হবে না বলে এরদোয়ানের ধারণা। সে কারণে ইসরায়েলের সঙ্গে তুরস্কের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন যতটা সহজ, সামরিক বা রাজনৈতিক সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ততটা নিষ্কণ্টক নয়। আর সে কারণেই যুক্তরাষ্ট্র এরদোয়ানের আনুগত্যের ব্যাপারে নিঃসংশয় নয়।



যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বিশ্বাস করেন না এরদোয়ানকে। বাইডেন এ ব্যাপারে অত্যন্ত স্থিরচিত্ত যে এরদোয়ান অত্যন্ত সুচতুর ও কৌশলী রাজনৈতিক খেলোয়াড়। পৃথিবীকে বিভক্ত করার কৌশল এরদোয়ানের ভালোই জানা আছে। নতুবা ন্যাটোর সদস্য হয়েও রাশিয়া থেকে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কেনা কিংবা ইরানের সঙ্গে গোপন আঁতাতের প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্র বহু আগেই এরদোয়ানকে কোণঠাসা করার ব্যবস্থা করে ফেলত। কিন্তু কখনো আফগানিস্তান আবার কখনো বা রাশিয়ার সম্মতিতে ইউক্রেনের খাদ্যশস্য ছাড় করানোর বেলায় এরদোয়ানের কোনো জুড়ি নেই।

অনেক পশ্চিমা সংবাদ বিশ্লেষকের মতে, বর্তমান বিশ্ব রাজনীতিতে এরদোয়ান একজনই আছেন। ন্যাটোর সদস্য হয়েও রাশিয়ার পুতিন, ইউক্রেনের জেলেনস্কি, ইরানের রাইসি কিংবা চীনের শি চিনপিংয়ের সঙ্গে যাঁর রয়েছে ঘনিষ্ঠ সমঝোতা। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানগত পটভূমিকায় এরদোয়ানের আর্থ-রাজনৈতিক ভূমিকা এক অবিশ্বাস্য অনুঘটকের ঐতিহাসিক চরিত্র চিত্রণ করতে সক্ষম। তবে নিজ দেশে এরদোয়ানের রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এখনো বিপদমুক্ত নয়। তুরস্কের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, ব্যালান্স অব পেমেন্ট, অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিংবা কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে পরিস্থিতি এত দিন খুব একটা আশাব্যঞ্জক ছিল না। তবে সৌদি আরব, আমিরাত, ইসরায়েল ও অন্যদের সঙ্গে সম্প্রতি স্বাক্ষরিত কিছু দ্বিপক্ষীয় অর্থনৈতিক চুক্তি তুরস্কের সেই জটিল অবস্থায় বেশ কিছু পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী বছর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তুরস্কের জাতীয় নির্বাচন। সেই নির্বাচনটি প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের জন্য এবং বিশেষ করে তুরস্কের সার্বিক উন্নয়ন বা পরিবর্তনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে। কারণ রাষ্ট্রক্ষমতায় প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের আর একটিমাত্র টার্মই তুরস্ক, মধ্যপ্রাচ্য এবং বিশ্বব্যবস্থার ভবিষ্যৎ অনেকখানিই নির্ণয় করতে সাহায্য করবে বলে বিশ্বের বিভিন্ন গণমাধ্যমের সংবাদ বিশ্লেষকদের ধারণা।

বর্তমান দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জর্জরিত বিশ্বপরিস্থিতি নিয়ে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে সচিতে অনুষ্ঠিত তুর্কি প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের অতি সাম্প্রতিক দীর্ঘ সভাটি বিভিন্ন কারণে রাজনৈতিক মহলে আন্তর্জাতিকভাবেই অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করেছে। সে অনির্ধারিত অথচ দীর্ঘ সভার আলোচ্যসূচি গোপন থাকলেও তথ্যাভিজ্ঞমহলে তা বিশেষ আলাপ-আলোচনার সূত্রপাত করেছে। দুই নেতার সেই সভায় ইউক্রেনের খাদ্যশস্য ছাড় করানোর বিষয়টি ছাড়াও রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘর্ষের অবসান, জ্বালানিসংকট সমাধান, রাশিয়া, চীন, তুরস্ক, ভারতসহ বিভিন্ন দেশের আন্ত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিজ নিজ মুদ্রার ব্যবহার, ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও সুইফট পদ্ধতির বিকল্প ব্যবস্থা চালু করা নিয়ে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে। এ ছাড়া কসোভো ও বসনিয়া-হার্জেগোভিনার ওপর সার্বিয়ার সম্ভাব্য হামলা বন্ধ করা এবং তুরস্কে নির্মীয়মাণ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ এগিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ নিয়েও সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। রাশিয়ার প্রযুক্তি ও এক বিলিয়ন ডলার সহায়তা নিয়ে তুরস্কে নির্মাণাধীন পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিশাল কর্মযজ্ঞ শিগগিরই আবার শুরু হতে যাচ্ছে বলে জানা গেছে। তুরস্কে ছুটি কাটাতে আসা প্রায় ৪০ লাখ রুশ ভ্রমণকারী এখন থেকে স্থানীয় মুদ্রা লিরায় লেনদেন করতে পারবে এবং তা থেকে আহরিত রুশ রুবল তুর্কি সরকার রাশিয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ব্যবহার করতে পারবে বলে প্রকাশ পেয়েছে। এখন সৌদি সরকার যদি ডলারের পাশাপাশি চীনের মুদ্রা ইউয়ানে (রেনমিনবি) তেল ও গ্যাসের মূল্য নিতে রাজি হয়, তবে আগামী সপ্তাহে সৌদি আরব সফরকালেই চীনের প্রেসিডেন্ট শি চিনপিং ইউয়ানকে ডলারের পাশাপাশি বিকল্প মুদ্রা হিসেবে ঘোষণা দিতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের কে কী ভাবল সেসবকে পাত্তা না দিয়েই আকস্মিক সচি সফর থেকে সন্তুষ্টচিত্তে দেশে ফিরে এসেছেন প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান। ডলারের বিপরীতে লিরার কিছুটা দরপতন হলেও প্রতিবেশীদের সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হচ্ছে চাঙ্গাভাব। এ ছাড়া বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণও বাড়ছে সন্তোষজনকভাবে। প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর এরদোয়ান তাঁর প্রস্তাবিত কুর্দি বিচ্ছিন্নতাবিরোধী সিরিয়া অভিযান স্থগিত করেছেন বলে জানা গেছে। এর পরিবর্তে সিরিয়ার আসাদ সরকারের সঙ্গে তিনি বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে সম্মত হয়েছেন বলে খবর এসেছে।

প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান প্রায়ই একটি কথা বলেন- ২০২৩ পরবর্তী তুরস্ক হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে বিশ্বের বুকে তুরস্ক হবে এক ভিন্ন রাষ্ট্র। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অর্থাৎ উসমানীয় খিলাফত বা সালতানাতের অবসান ঘটার পর তুরস্কের জাতীয়তাবাদী নেতা মুস্তফা কামালের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ তুরস্ক প্রজাতন্ত্র। তখন অর্থাৎ ২৪ জুলাই ১৯২৩ সালে তুরস্ক সুইজারল্যান্ডের লুজানে ১০০ বছরের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়েছিল। লুজান চুক্তি নামে খ্যাত সেই চুক্তির অপর পক্ষে ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান, গ্রিস, রোমানিয়া এবং তৎকালীন যুগোস্লাভিয়া। সাত মাসের দীর্ঘ প্রয়াসের পর স্বাক্ষরিত চুক্তিতে তুরস্ককে ১০টি প্রধান শর্ত দেওয়া হয়েছিল। এর অন্যতম প্রধান শর্ত ছিল উসমানীয় শাসনের অবসান, একটি সেক্যুলার রাষ্ট্র গঠন এবং চুক্তি অনুমোদনের পর ১০০ বছর পর্যন্ত তুরস্কের ভূমি থেকে কোনো জ্বালানিসম্পদ আহরণ করা যাবে না। এ ছাড়া তুরস্কের বসফরাস, ডারডানেলেস প্রণালি ও মর্মর সাগর দিয়ে চলাচলকারী সমুদ্রতরি বা জলযান থেকে কোনো ট্যাক্স নেওয়া যাবে না। তবে ১৯৩৬ সালে মনট্রো কনভেনশনে (Montreux Convention) স্বাক্ষরিত অন্য এক চুক্তিতে তুরস্কের প্রণালিগুলো এবং মর্মর সাগরের নিয়ন্ত্রণ তুরস্কের সেনাবাহিনীর হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। এ ছাড়া যুদ্ধাবস্থায় যেকোনো যুদ্ধজাহাজের চলাচল নিষিদ্ধ করার ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছিল তুরস্ককে।

আগামী বছরের ২৪ জুলাইয়ের পর শতবর্ষ স্থায়ী লুজান চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটবে। তখন থেকে তুরস্কের জলে-স্থলে তেল বা গ্যাস অনুসন্ধানে কোনো বাধা থাকবে না। প্রদত্ত সব শর্ত বাতিল হয়ে যাবে। তবে তুরস্ক এরই মধ্যে ভূমধ্যসাগরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ পুরোদমে শুরু করেছে। এ ছাড়া ইস্তাম্বুল ক্যানেল নামে একটি নতুন খাল খনন করছে মর্মর থেকে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত। তুরস্ক তার ক্যানেল দিয়ে চলাচলকারী জলযান থেকে কর আদায় করতে সক্ষম হবে ন্যায্যভাবে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে তার প্রণালিগুলো। এরদোয়ান বলেন, একটি ৯৯ শতাংশ মুসলিম অধ্যুষিত দেশে ইসলাম না থাকলে আর কিছুই থাকবে না। তাই ধর্মান্ধ না হয়েও তিনি ধর্মনিরপেক্ষতার রাজনীতির বিপক্ষে।

লেখক: বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) সাবেক প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক



Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

নীরব ঘাতক শব্দদূষণ

ধরিত্রী সরকার সবুজ

শব্দ হচ্ছে মানুষের যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম। শব্দের মাধ্যমে আমরা একে অপরের সঙ্গে মনের ভাব বিনিময় করি। কিন্তু এই শব্দ যখন অতিরিক্ত মাত্রায় উৎপন্ন হয়, তখনই তা সহ্যসীমার বাইরে চলে যায় এবং দূষণের পর্যায়ে পড়ে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মানুষের অদূরদর্শী কার্যকলাপের কারণে শব্দদূষণ সৃষ্টি হচ্ছে।

এই মাত্রাতিরিক্ত শব্দ মারাত্মক ক্ষতি ডেকে আনতে পারে। যত্রতত্র যানবাহনের হাইড্রোলিক হর্ন বাজানো, মাইকের সাহায্যে বিজ্ঞাপন, যন্ত্রপাতির আওয়াজ ঢাকা শহরের কোথায় নেই? সে হাসপাতালই হোক, আবাসিক এলাকাই হোক অথবা হোক না কোনো শিক্ষাঙ্গন বা ধর্মীয় উপাসনালয়। তবে এটা এখন পরীক্ষিত সত্য যে ঢাকা নগরীর শব্দদূষণের উৎসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে যানবাহনের হর্নের শব্দ। বর্তমান সময়ে কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, মাইকের আওয়াজের পাশাপাশি ঢাকা নগরীতে ভবন নির্মাণকাজ থেকে আসা শব্দদূষণও ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। এমনকি উঁচু ভলিউমের গান-বাজনার শব্দও ঢাকার শব্দদূষণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

অপরিকল্পিত নগরায়ণ, অনুন্নত রাস্তাঘাট, অনিয়ন্ত্রিত শিল্পায়ন, প্রযুক্তির যথেচ্ছ ব্যবহার, যান্ত্রিক যানবাহনের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং মানুষের জীবনধারণের প্রেক্ষাপট পরিবর্তনই শব্দদূষণের মূল কারণ। শব্দদূষণের বিষয়ে আমাদের জনগণের সচেতনতার অভাব ও অমনোযোগিতা এই সংকটকে দিনের পর দিন আরো বাড়িয়ে তুলছে।

রাস্তায় চলাচলের সময় দেখা যায়, আমাদের বাস, মিনিবাস, অটোরিকশাচালকরা বিনা কারণেই হর্ন বাজিয়ে চলেছে। ঢাকার রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম নিত্যনৈমিত্তিক সমস্যা এবং ট্রাফিক জ্যামের মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে যানবাহনের চালকদের বিনা কারণেই হর্ন বাজাতে দেখা যায়। এমনকি প্রাইভেট কার বা জিপের মালিক গাড়িতে বসে থাকা অবস্থায় চালক বিনা কারণে হর্ন বাজালেও মালিককে নির্বিকার দেখা যায়। গাড়ির চালকরা অনেকটা মনের আনন্দেই এটা করে বলে মনে হয়। কিন্তু তাদের এ কাজটি রাস্তায় চলাচলকারী অন্যদের কী ক্ষতি করছে, সে বিষয়ে তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই।

আমাদের বড় শহরগুলোর শব্দদূষণে শুধু যারা রাস্তায় আছে তারাই যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা নয়। ঢাকার শব্দদূষণে রাস্তার পার্শ্ববর্তী বাড়িগুলোর মানুষ নিজের বাসায় থেকেই শব্দদূষণে আক্রান্ত হচ্ছে এবং স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। একই সঙ্গে শব্দদূষণকারী নিজেও যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা-ও সে বুঝতে পারছে না।

আমাদের গাড়িচালকদের শব্দদূষণের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই। তাদের লাইসেন্স নেওয়ার সময়ও এ বিষয়ে জ্ঞানের তেমন কোনো প্রয়োজন হয় না। আবার রাস্তায় উচ্চহারে শব্দদূষণ করে গেলে তেমন শাস্তিও হয় না। আমাদের রিকশাচালকরাও তাদের অপেক্ষাকৃত কম শব্দসৃষ্টিকারী রিংবেল বিনা কারণে বিনা বাধায় বাজিয়ে চলেছেন। কিন্তু পৃথিবীর অনেক দেশেই হাজার হাজার যানবাহন চলছে প্রায় কোনো হর্ন বাজানো ছাড়াই।

ঢাকাসহ সব বিভাগীয় ও জেলা শহরে নতুন আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবনের নির্মাণকাজ চলছে অবিরাম। এসব নির্মাণকাজের মেশিনগুলোর উচ্চ শব্দের কারণে পার্শ্ববর্তী ভবনগুলোতে বসবাসকারী মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। এসব নির্মাণকাজের আবার সময়-অসময়েরও কোনো ঠিক নেই। সকাল-বিকাল, রাত-দিন, এমনকি নির্মাণকারী সংস্থা প্রয়োজন হলে মাঝরাতেও মেশিন চালাতে কুণ্ঠাবোধ করছে না।

> ***ঢাকাসহ সব বিভাগীয় ও জেলা শহরে নতুন আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবনের নির্মাণকাজ চলছে অবিরাম। এসব নির্মাণকাজের মেশিনগুলোর উচ্চ শব্দের কারণে পার্শ্ববর্তী ভবনগুলোতে বসবাসকারী মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। এসব নির্মাণকাজের আবার সময়-অসময়েরও কোনো ঠিক নেই। সকাল-বিকাল, রাত-দিন, এমনকি নির্মাণকারী সংস্থা প্রয়োজন হলে মাঝরাতেও মেশিন চালাতে কুণ্ঠাবোধ করছে না।***

শব্দদূষণের প্রভাবে সর্বস্তরের জনগণ সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তবে ছাত্র-ছাত্রী, শিশু, হাসপাতালের রোগী, ট্রাফিক পুলিশ, পথচারী ও গাড়ির চালকরা শব্দদূষণের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শব্দদূষণ শিক্ষার্থীদের মেধার পরিপূর্ণ বিকাশের পথে বাধার সৃষ্টি করছে। দেশ ও জাতি বঞ্চিত হচ্ছে বিকশিত প্রজন্ম পাওয়া থেকে।

যেকোনো ধরনের শব্দদূষণই দারুণভাবে ক্ষতি করে গর্ভবতী মায়েদের। এতে সুস্থ অবস্থায় শিশুর জন্মগ্রহণ বাধাগ্রস্ত হতে পারে। আবার শব্দদূষণ যত বেশি সময় ধরে চলে, তার ক্ষতিকর প্রভাবও তত বেশি হয়। দীর্ঘস্থায়ী শব্দদূষণের মধ্যে থাকলে একজন মানুষের শারীরবৃত্তীয় বৈকল্য ক্রনিক আকারে দেখা দিতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত মানদন্ড অনুযায়ী ৮৫ ডেসিবল, ৯০ ডেসিবল, ৯৫ ডেসিবল, ১০০ ডেসিবল, ১০৫ ডেসিবল, ১১০ ডেসিবল এবং ১১৫ ডেসিবল মাত্রার শব্দের অনুমোদনীয় সর্বোচ্চ স্থিতিকাল যথাক্রমে ৮ ঘণ্টা, ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট, ৪৭ মিনিট, ১৫ মিনিট, ৪ মিনিট, ৩০ সেকেন্ড এবং ২৮ সেকেন্ড। শব্দের মাত্রাভেদে অবস্থান করার নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় অবস্থান করলে বধিরতাসহ নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে এবং ধীরে ধীরে শ্রবণশক্তি হ্রাস পেতে পারে।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন-১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা-১৯৯৭ অনুযায়ী হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং অন্য কিছু প্রতিষ্ঠান থেকে ১০০ মিটার ব্যাসার্ধ পর্যন্ত এলাকা নীরব এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ এসব প্রতিষ্ঠানের ওই এলাকার মধ্যে জোরে শব্দ করা যাবে না। কিন্তু ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভাগীয় শহরগুলোর শব্দ সৃষ্টির বর্তমান যে অবস্থা, তাতে আমরা নির্ধারিত মানমাত্রার ধারেকাছেও নেই।

শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ অনুযায়ী আবাসিক এলাকার জন্য শব্দের নির্ধারিত মাত্রা দিনে ৫৫ এবং রাতে ৪৫ ডেসিবল। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিমূলক কর্মসূচির আওতায় ২০১৭ সালে আটটি বিভাগীয় শহরের শব্দের মাত্রাবিষয়ক একটি জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। জরিপ প্রতিবেদনে দেখা যায়, ঢাকা শহরে নির্বাচিত ২০টি আবাসিক এলাকার মধ্যে 'শাহজাহানপুর' এলাকায় শব্দদূষণের মাত্রা সবচেয়ে বেশি এবং উত্তরা ১৪ নম্বর সেক্টরে সবচেয়ে কম। শাহজাহানপুরে শব্দের মাত্রা সর্বোচ্চ ১২৮ ডেসিবল এবং সর্বনিম্ন ৫০.৭ ডেসিবল পাওয়া যায়।

দেখা যাক, নির্বাচিত ২০টি আবাসিক এলাকার মধ্যে সবচেয়ে ভালো অবস্থানে থাকা উত্তরা ১৪ নম্বর সেক্টরের অবস্থা কতটুকু ভালো। সেখানেও শব্দের মাত্রা নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। এখানে শব্দের সর্বোচ্চ মাত্রা ৯৯.৬ ডেসিবল এবং সর্বনিম্ন ৪৩.৭ ডেসিবল পাওয়া যায়। জরিপে প্রাপ্ত এ শব্দমাত্রা থেকে ধানমন্ডি, লালবাগ, আজিমপুর বা মালিবাগের মতো আবাসিক এলাকাগুলোর শব্দদূষণ কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

এখন প্রশ্ন হলো, এ সমস্যার সমাধান কী? মনে রাখতে হবে যে শব্দদূষণ সৃষ্টির উৎস অনেক এবং অনেক ধরনের। তাই শুধু আইন তৈরি ও আইন প্রয়োগ করে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। যথার্থ কারণ ছাড়া যত্রতত্র মাইক বাজানো, উচ্চ শব্দে মিউজিক বাজানো বন্ধ করতে হবে। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে যানবাহনের হর্ন বাজানো কঠোরভাবে বন্ধ করতে হবে। আবাসিক এলাকায় যাতে কলকারখানা গড়ে উঠতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

শব্দদূষণ দিন দিন যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কঠোর হওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। হর্ন বন্ধে অব্যাহতভাবে অভিযান/মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা এবং ট্রাফিক আইনে হর্ন বাজানোর শাস্তি বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। হাইড্রোলিক হর্ন যাতে কোনোভাবে আমদানি হতে না পারে, সে বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া, লাইসেন্স প্রদানের সময় চালকদের শব্দসচেতনতার স্তর যাচাই করা এবং সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে নিয়মিত সচেতনতামূলক সভা করা জরুরি।

শব্দের মানমাত্রা কমানোর পদক্ষেপ গ্রহণ ছাড়া শিল্প-কারখানা স্থাপনের ছাড়পত্র প্রদান বন্ধ করা প্রয়োজন এবং বিদ্যমান যেসব শিল্পপ্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে বেশি শব্দ সৃষ্টি করছে, সেগুলোর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অনুমতি ছাড়া সভা-সমিতি ও সামাজিক অনুষ্ঠানে লাগামহীনভাবে মাইক বাজানো নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে হবে।

তবে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন শব্দদূষণের কারণ ও ক্ষতি সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে আরো বেশি করে শব্দদূষণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যায়। বিভিন্ন গণমাধ্যমে এ বিষয়ে ব্যাপক প্রচার জনসচেতনতা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবে। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকার, দেশি-বিদেশি উন্নয়ন সংস্থা এবং কমিউনিটির সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। অসুবিধা হলো, শব্দদূষণের ক্ষতি তাৎক্ষণিক না হয়ে দীর্ঘমেয়াদি হওয়ায় মানুষ বনাঞ্চল নিধন, বায়ুদূষণ বা পানিদূষণ নিয়ে যতটা উদ্বিগ্ন ও প্রতিবাদমুখর, শব্দদূষণের ক্ষেত্রে ততটা নয়। কিন্তু শব্দদূষণের বিষয়ে আমাদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আর প্রতিকারের আকাঙ্ক্ষা যত তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়, ততই মঙ্গল।

লেখক: প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ক লেখক

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।
অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসার নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে বসবাস করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ অনায়াসে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
যেকোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৩ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্ট্রাকচারাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

পরমাণু অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব চাই

(৫ পাতার পর)

অস্ত্র ত্যাগ করতে হবে। তা না হলে নিরাপত্তার স্বার্থে প্রতিটি দেশই পারমাণবিক বোমা তৈরির জন্য মরণপণ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে এবং হচ্ছেও। আজকের বিশ্বে ইরান ও উত্তর কোরিয়ার পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে দ্বন্দ্ব কিন্তু এ কারণেই। কারণ সবাই চাচ্ছে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির মাধ্যমে নিজের নিরাপত্তা সংহত করতে। তাদের মতে, এটি তাদের ন্যায্য অধিকার।

কেউ পারমাণবিক অস্ত্রের বিশাল মজুদ গড়ে তুলবে, পৃথিবীকে তটস্থ রাখবে আর কেউ এর অধিকারীও হতে পারবে না, এটি তো কোনো আইন হতে পারে না। তাই এ আইনের অবসান হতেই হবে। পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশি মানুষ এখনো দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ মৌলিক অধিকার ও সুবিধা থেকে এসব মানুষ বঞ্চিত। অথচ মানবজাতিকে ধ্বংসের জন্য উন্নত দেশগুলো মারণাস্ত্র তৈরির পেছনে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় করছে। এসব না করে উন্নত দেশের নেতারা আজ যদি তাদের সময়, শ্রম ও অর্থ বিশ্বব্যাপী বিরাজমান দারিদ্র্য, অশিক্ষা, মরণব্যাধি এইডস ও করোনা মহামারী নির্মূলের জন্য ব্যয় করত, তাহলেই বরং বিশ্ববাসী উপকৃত হতো। মারণাস্ত্র তৈরির জন্য যে বাজেট ব্যয় হচ্ছে, সেই বাজেটের সিকি ভাগও যদি আজ মানবজাতির জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য ব্যয় হতো তা হলে পৃথিবী আজ ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত হতো। অথচ তা না করে ধ্বংসাত্মক পারমাণবিক অস্ত্র তৈরিতে ব্যস্ত বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর নেতারা। আমরা চাই এর চূড়ান্ত অবসান। আমরা চাই পৃথিবীর মানুষ পারমাণবিক অস্ত্রের ভীতি ও ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বাঁচুক।

লেখক: উন্নয়ন গবেষক।

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড়
কুপন সহ
যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার
কুপন সহ
ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।





❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

সেপ্টেম্বর ২০২২ ভিসা বুলেটিনঃ

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট সেপ্টেম্বর ২০২২ ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নিম্নে ২০২২ সেপ্টেম্বর মাসের পারিবারিক আবেদনের ভিসার প্রাপ্যতা দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, 'ফাইনাল অ্যাকশন ডেট' হচ্ছে দাখিলকৃত আপবদনের উপর ইউএসসিআইএস/ ডিওএস যখন তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবে। আপনার অগ্রাধিকার তারিখ হবে তারও আগে। সেপ্টেম্বর ২০২২ ভিসা বুলেটিনে পারিবারিক আবদেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

ফ্যামিরি স্পন্সরড অগ্রাধিকারঃ

প্রথম (এফ-ওয়ান) ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাগণঃ ডিসেম্বর ১, ২০১৪।

দ্বিতীয়ঃ পারমানেন্ট রেনসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী, অপ্রাপ্ত বকয়স্ক ছেলে মেয়ে এবং অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাগণঃ

এ. (এফ-২এ) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী এবং ২১ নিম্ন বয়সের ছেলে ও মেয়েঃ চলতি।

বি-(২বি) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাগণ (২১ বছর বা বা তদুর্ধ বয়সী)ঃ সেপ্টেম্বর ২২, ২০১৫।

তৃতীয়ঃ (এফ-৩) ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্রও কন্যাগণঃ নভেম্বর ২১, ২০০৮।

চতুর্থঃ (এফ-৪) বয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই বোনেরাঃ মার্চ ২২, ২০০৭।

আরও বিস্তারিত জানতে এবং চাকরি ভিত্তিক অগ্রাধিকর সম্পর্কে তথ্য পেতে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েব সাইটে ভিজিট করুন।

ইউএস সিটিজেনশীপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিস কোভিড ১৯ সংশ্লিষ্ট নমনয়তার সময় আরও বাড়িয়েছেঃ

২০০২ এর ২৫ জুলাই তারিখে প্রকাশিত নোটিশ অনুযায়ী ইউএস সিটিজেনশীপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস কতিপয় ক্ষেত্রে কোভিড ১৯ সংশ্লিষ্ট নমনীয়তার সময় সীমা ২৩ অক্টোবর, ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে। মূলত উদ্দেশ্যে সময় বাড়ানো হয়েছে যাতে আবেদনকারী তাদের অতিরিক্ত প্রমাণাদি, কাগ-জপত্র অথবা ব্যাখ্যা ইুএস সিআইএসকে দেয়ার সুযোগ পায়। এই অনুরোধের অন্তর্ভুক্ত আছেঃ অতিরিক্ত প্রমাণাদির জন্য অনুরোধ, নোটিশ অব ইন্টেন্ট টু ডিনাই, নোটিশ ইন্টেন্ট টু রিভোক, নোটিশ অব ইন্টেন্ট টু রিসাইড এবং আরও কিছু নোটিশ এর উত্তর দানের সুযোগ লাভ।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবেদন রিওপেন করার সুযোগ পাওয়া যাবে। এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে এই সযোগ কেবল তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে যাদের ২০২০ সালের ১ মার্চ থেকে ২০২২ সালের ২৩ অক্টোবরের মধ্যে নেটিশ দেয়া হয়েছে। উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে যদি আপনি নোটিশ পেয়ে থাকে তবে আপনি চূড়ান্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হলেও জবাব দিতে পারেন।

এইসব ক্ষেত্রে ইউএস সিআইএস আপনার আবেদন নির্ধারিত সময়ের পরও ৬০ দিনের মধ্যে পেলে বিবেচনা করবে। এছাড়াও ইউএস সিআইএস ফরম আই-২৯০ বি, আপনি অথবা মোশনের নোটিশ, কিংবা ফরম এন-৩৩৬, ন্যাচ-ারালাইজেশনের শুনানী গ্রহনের সময়ও বৃদ্ধি করেছে।

আমাদের পরামর্শ হবে আপনার চিঠিতে উল্লেখিত বর্ধিত সময় সীমার মধ্যেই প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, প্রমানাদি জমা দিয়ে দিবেন। যদি আপনি সময় চান তবে তার জন্যও চূড়ান্ত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই আপনি লিখিতভাবে আবেদন করবেন। যদি স্টো করতে আপনি ব্যর্থ হন, তবে ইউএসসিআইএস'র ওয়েব সাইটে চেক করে দেখবেন কোভিড ১৯'র জন্য প্রদত্ত সুযোগের কোন ব্যবস্থা রয়েছে কিনা।

আপনি আপনার ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত ফরমসমূহ অন লাইনেও পাঠাতে পারেন। এটা খুব সহজ এবং দ্রুত



হবেচ। অনেক্ষত্রে আপনি ইমিগ্রেশনের আবেদনের কিছু কিছু ফিস ও অনলাইনে পাঠাতে পারেন। এক্ষেত্রে আপনার ব্যাংক একাউন্ট অথবা ক্রেডিট কার্ড থাকতে হবে।

নিম্নে উল্লেখিত যে কোন ফরমের আবেদন করতে চাইলে অন লাইনে পাঠানোর কথা ভাবতে পারেন।

ফরমগুলো হচ্ছেঃ

এআর-১১/ অ্যালিয়েনের ঠিকানা পরিবর্তন;

চি৬৩৯/ তথ্যে স্বাধীনতা/ব্যক্তিগত গোপনীয়তা আইন এবং অনলাইন এফওআইএ'র আবেদনঃ

আই-৯০/ পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড রিপ্লেসমেন্টের আবেদন;

আই-১৩০/ আত্মীয়ের জন্য আবেদন;

আই-৫৩৯/ নন ইমিগ্রান্ট স্ট্যাটাসের সময়বৃদ্ধি/পরির্তনের আবেদন;

এন-৪০০/ ন্যাচারালাইজেশনের আবেদ;

এন-৫৬৫/ ন্যাচারালাইজেশনে/ সিটিজেনশীপ ডকুমেন্ট রিপ্লেসমেন্টের আবেদন;

এন-৬০০/ সিটিজেনশীপ সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন।

এছাড়াও আরও অনেকক্ষেত্রে যেমন ওয়ার্ক পারটিমটের জন্যও অন লাইনে আবেদন করা যায়। আরও বিস্তারিত জানার জন্য ইউএসসি-সআইএস'র ওয়েব সাইট দেখুন।

নিউইয়র্ক থেকে খায়রুল আলমের প্রশ্নঃ

আমার বাবা প্রায় ১১/১২ বছর যাবত একজন গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে বসবাস করছেন। আমার বাবার বয়স ৭০ উর্ধ্ব। আমার বাবা কোন সময় কোন জব করেন নি। আমার বাবা তার সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করেছিলেন। তাকে নিয়ম অনুযায়ী তার ইন্টারভিউ এর জন্য ডাকা হয়েছিলো। কিন্তু দুঃখ-জনক ঘটনা হচ্ছে তার আবেদন অস্বীকৃত হয়ে গেছে। কারণ আমার বাবা ইন্টারভিউ এ ইংরেজিতে পাশ করতে পারেন নি।

এখন আমার বাবার ব্যাপারে আমি আপনার পরামর্শ কামনা করছি। তিনি কি আবার তার সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করতে পারবেন? তার জন্য আপীল করা যাবে কিনা?

খায়রুল আলমের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনি লিখেছেন আপনার বাবা তার সিটিজেন পরীক্ষায় পাশ করতে পারেন নি। কেউ ইউএস পরীক্ষা অথবা ইংরেজি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে আর তার ফলে সিটিজেনশীপের আবেদন অস্বীকৃত হলে আবারো সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করা যায়। এ ব্যাপারে আপনার বাবা তার সিটিজেনশীপ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছিলেন। সিটিজনেশীপের জন্যে তাকে প্রমাণ করতে হবে যে তিনি পাঁচ বছর যাবত গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এক নাগারে এদেশে বসবাস করছেন।

ইন্টারভিউ এর সময় দুই ধরনের পরীক্ষা দিতে হয়। একটি হচ্ছে ইউএস গভর্নমেন্ট ও ইতিহাসের পরীক্ষা। আর আরেকটি হচ্ছে ইংরেজি পরীক্ষা। যাতে লিখতে পড়তে ও বুঝতে পারতে হবে। তবে কারো বয়স যদি ৫৫ বছরের উর্ধে হয়ে থাকে তবে এই পরীক্ষা তার জন্য মাফ হতে পারে। সেই সাথে গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে তাকে ১৫ বছর এদেশে বাস করতে হবে। হ্যাঁ ইতিহাস এবং গভর্ণমেন্ট বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। তবে শারীরিক কারণে যদি কোন তথ্য বা শেখার পদ্ধতি আয়ত্বে রাখতে অপারগ হন তবে উভয় পরীক্ষা মাফ হয়ে যেতে পারে। অবশ্য এ জন্য তার ডাক্তারকে ফরম পূরণ করতে হবে। ইতিহাস অথবা ইংরেজি পরীক্ষায় পাশ না করায় ইমিগ্রেশন আপনার আবেদন প্রত্যাখ্যান করলে আপনার অধিকার আছে ফরম এন-৩৩৬ পূরণ করে আপীর করার।

এ ব্যাপারে প্রয়োজনে বিস্তারিত জানতে চাইলে একজন ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে সাক্ষাত নিয়ে আলোচনা করতে পারেন।

সম্পর্কে ধারণা পেতে পারেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

অভিবাসীবান্ধব প্রক্রিয়াই একমাত্র সমাধান

এ কে এম আতিকুর রহমান

তবে এ ক্ষেত্রে আমাদের কর্মী নির্বাচন পদ্ধতিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি বিএমইটির ডাটাব্যাংক থেকে কর্মী নির্বাচন করা হয়, তাহলে 'বিশেষ সুযোগ' দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে না। যেমন–২০১২ সালে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুসারে 'জিটুজি' পদ্ধতিতে সেটি সম্ভব হয়নি।

দীর্ঘ প্রায় চার বছর বন্ধ থাকার পর গত ৯ আগস্ট মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশী কর্মীদের পদার্পণ ঘটল। এই যাত্রায় ৫৩ জন কর্মী গেল দেশটিতে। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের মে মাসে মালয়েশিয়ায় সরকারের পরিবর্তন হলে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগপ্রক্রিয়ায় অসদাচরণের ব্যাপক অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ওই বছরের সেপ্টেম্বরে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এরপর অনেক কাঠখড় পোড়ানোর পর দুই দেশের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে আলাপ-আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং মালয়েশিয়া নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে সম্মত হয়।

তবে করোনা মহামারি আলাপ-আলোচনার গতি কিছুটা মন্থর করলেও দুই দেশের মতৈক্যের ধারাবাহিকতায় গত বছরের ডিসেম্বর মাসে কুয়ালালামপুরে দুই দেশের মধ্যে এসংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। আর তারই অনুসরণে এই দলটি প্রেরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ায় কর্মী যাওয়া শুরু হলো। আশা করি, সামনের দিনগুলোতে কমবেশি হারে ওই দেশটিতে আমাদের কর্মীদের যাত্রা অব্যাহত থাকবে।

এর কয়েক দিন আগে, এ মাসের ৪ তারিখে আমাদের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বলেন যে দুই দেশের প্রস্তুতি সত্ত্বেও মালয়েশিয়ায় পাঠানোর জন্য পর্যাপ্ত বাংলাদেশি কর্মী পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি বলেন, 'মালয়েশিয়া প্রস্তুত, আমরাও প্রস্তুত। কিন্তু ওই দেশে পাঠানোর জন্য পর্যাপ্ত কর্মী পাচ্ছি না। এরই মধ্যে ১৩টি রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে দুই হাজার ২০০ কর্মীকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা মালয়েশিয়ায় আরো কর্মী পাঠাতে চাই।' পর্যাপ্ত কর্মী না পাওয়ার কারণ জানতে চাইলে যারা কর্মী পাঠায় তাদের, অর্থাৎ রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর কাছে প্রশ্ন করতে মন্ত্রী মহোদয় সাংবাদিকদের অনুরোধ করেন। তবে তিনি বলেন, 'তারা কেন পর্যাপ্ত কর্মী প্রস্তুত করতে পারছে না তা আমরাও জানতে চাই। আমরা বিষয়টি দেখব এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।' তিনি আরো বলেন, 'আমাদের জন্য মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। অন্য দিক থেকে বিষয়টি এগোচ্ছে না বলেই কর্মী যাচ্ছে না।'

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পর্যাপ্ত কর্মী কেন পাওয়া যাচ্ছে না? অন্য দিক থেকে বিষয়টি এগোচ্ছে না বলতে তিনি কী বলতে চেয়েছেন? এই পরিস্থিতি সৃষ্টির পেছনে কী কী কারণ রয়েছে? এমনটি যে হতে পারে তা কি আমাদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মনে কখনো উদয় হয়নি? এ ক্ষেত্রটার নিয়ন্ত্রণে যে কতগুলো নিয়ামক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাজ করে তা অবশ্যই তাঁদের নখদর্পণে থাকার কথা। সেসব বিষয়ে খুঁটিনাটি জানা থাকলে এ ধরনের সমস্যা উদ্ভব হওয়ার কথা নয়। তবে ওই সমস্যা থেকে বের হওয়ার পথও খুব বেশি কঠিন নয় বলে আমার ধারণা। শুধু কর্মী প্রেরণ যেভাবে চলছে সেখানে 'বিশেষ সুবিধা'র সুযোগ করে দিতে হবে, তাতে হয়তো কর্মীদের অভিবাসন খরচ সামান্য বেড়ে যেতে পারে। বাংলাদেশে এ ধরনের ব্যবস্থা হামেশাই করা হচ্ছে। কর্মীদের চেতনায় তা খুব একটা নাড়া দেয় বলে মনে হয় না। এ ব্যাপারে তারা সব সময়ই দুই হাতে টাকা খরচ করেছে।

তবে এ ক্ষেত্রে আমাদের কর্মী নির্বাচন পদ্ধতিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি বিএমইটির ডাটাব্যাংক থেকে কর্মী নির্বাচন করা হয়, তাহলে 'বিশেষ সুযোগ' দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে না। যেমন–২০১২ সালে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুসারে 'জিটুজি' পদ্ধতিতে সেটি সম্ভব হয়নি। যদি রিক্রুটিং এজেন্সি সরাসরি কর্মী সংগ্রহ করে মালয়েশিয়ায় প্রেরণ করে, তাহলে সব ব্যবস্থা করাই সম্ভব হবে। ২০১৬ সালে যেমনটি করা গিয়েছিল 'জিটুজি পাস'-এর মাধ্যমে। সে সময় ১০টি এজেন্সির ওই সিন্ডিকেটের (মালয়েশিয়ার দৈনিক দ্য স্টার পত্রিকা যার নাম দিয়েছিল 'সংগঠিত পাচার সিন্ডিকেট') পকেটে হাজার হাজার কোটি টাকা ঢুকিয়ে হলেও দুই বছরে লক্ষাধিক কর্মী বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ায় যেতে পেরেছিল। যাই হোক, সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করেই আমাদের কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় করণীয় ঠিক করবেন বলে মনে করি।

এ প্রসঙ্গে বলতে চাই যে 'জিটুজি' পদ্ধতি নিয়ে মালয়েশিয়া সরকারের সঙ্গে আলোচনাকালে আমরা তাদের আমাদের রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকে ওই পদ্ধতিতে কোনোভাবে হলেও সম্পৃক্ত করতে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে অনড় থাকায় সেটি করা সম্ভব হয়নি। তাদের একটাই ভয় ছিল রিক্রুটিং এজেন্সি যুক্ত হলে দরিদ্র কর্মীদের শোষণ করার সুযোগ দেওয়া হবে এবং অভিবাসন ব্যয় অনেক বেড়ে যাবে, যা আমরা সাধারণত ভাবতে চাই না। আর রিক্রুটিং এজেন্সি যুক্ত না হলে আমাদের ভয় ছিল এতে পর্যাপ্ত কর্মী প্রেরণ বাধাগ্রস্ত হতে পারে। মূলত সেটিই তখন ঘটেছিল এবং সে কারণে 'জিটুজি পাস' নামের সিন্ডিকেট পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে, কর্মীদের অভিবাসন ব্যয় বহুগুণ বেড়ে যায়।

জিটুজি পদ্ধতিতে কেন পর্যাপ্ত কর্মী থাকা সত্ত্বেও মালয়েশিয়ার নিয়োগকারীরা কর্মী নিতে এগিয়ে আসেনি তার কিছু কারণ উল্লেখ করা প্রয়োজন, যাতে বর্তমানে যে আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা যায়। আমাদের দেশের প্রায় সব এজেন্সির সঙ্গেই মালয়েশিয়ার অনেক প্রভাবশালীর সম্পর্ক রয়েছে। বঞ্চিত রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো বিভিন্ন উপায়ে মালয়েশিয়ান নিয়োগকারীদের, বিশেষ করে মাঝারি ও ছোট আকারের নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের যোগসাজশে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগে অনীহার সৃষ্টি করতে পারে। কর্মী সরবরাহ এবং মালয়েশিয়ান নিয়োগকারীদের পক্ষে স্থানীয় দাপ্তরিক কাজকর্মে 'দালাল'-এর ভূমিকা সবারই জানা। এ ছাড়া রাজনৈতিক প্রভাবও এ ক্ষেত্রে কাজ করে। বর্তমানের নির্বাচিত ২৫টি রিক্রুটিং এজেন্সির মালিক যদি সরকারি দলের সমর্থকদের হয়, তাহলে এমন কিছু হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শুনতে ভালো না লাগলেও অর্থের লেনদেনের কথাটাও এসে যায়। আমাদের জানা মতে, শুধু প্রভাবশালী নোদেরই নয়, অনেক নিয়োগকারীকেও আগাম অর্থ দিয়ে রিক্রুটিং এজেন্সিকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করতে হতো। এসব কারণে জিটুজি পদ্ধতি মালয়েশিয়ায় কর্মীর যথেষ্ট চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সফল হতে পারেনি।

এদিকে গত ১৩ তারিখে একটি ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে বাংলাদেশের বেশ (বাকি অংশ ১৩ পাতায়)



নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য তাইহোকু থেকে ফৈজাবাদ

সাকিব আনোয়ার

নেতাজির অন্তর্ধান দিবস ১৮ আগষ্ট। ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামে অন্যতম প্রধান বিপবী ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির প্রাক্কালে ভারত সরকার স্বীকৃত ইতিহাস অনুযায়ী, ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট তাইওয়ানের তাইহোকু (বর্তমান তাইপে) এরোড্রমে এক উড়োজাহাজ দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু হয়। কিন্তু ২০১৫-১৬ সালে ডিক্লাসিফাই হওয়া কিছু সরকারি ও গোয়েন্দা ফাইলে ১৯৪৫-এর ১৮ আগস্টের পর নেতাজির রাশিয়ায় অবস্থান, এমনকি ভারতের মাটিতে ফিরে আসার বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এসব ফাইল থেকে জানা যায়, ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত নেতাজির পরিবারের সদস্যদের ওপর গোয়েন্দা নজরদারি ছিল। নেতাজির অন্তর্ধানের বিষয়ে এখন পর্যন্ত যে কয়টি থিওরি পাওয়া যায় তার মধ্যে প্রধান তিনটি হলো-এক. উড়োজাহাজ ক্র্যাশ থিওরি; দুই. রাশিয়ায় স্তালিনের কারাগারে নির্যাতনে মৃত্যু; তিন. সন্ন্যাসী হয়ে ভারতে ফিরে আসা।

আজকের লেখাটি নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য ঘিরে। তাই এখানে নেতাজির মহিমান্বিত রাজনৈতিক ও বিপবী জীবন নিয়ে আলোচনা করছি না। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ভারতবর্ষ স্বাধীন করার লক্ষ্যে নেতাজি এলগিন রোডের বাড়ি থেকে ব্রিটিশদের নজরদারি এড়িয়ে বিহার, পেশোয়ার, আফগানিস্তান, তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন হয়ে জার্মানিতে পালিয়ে যান। ১৯৪৩ সালে তিনি সাবমেরিনে জাপান পৌঁছান। তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্ব নেন এবং আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করেন। ১১টি দেশ এ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। আজাদ হিন্দ ফৌজ আরাকান, ইম্ফাল জয় করে কোহিমা পর্যন্ত অগ্রসর হয়। জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক বোমা আঘাত হানলে জাপান আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং নেতাজি তার আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে সিঙ্গাপুরে ফিরে আসেন। তিনি আত্মসমর্পণের বিষয়ে আলোচনার জন্য জাপানের টোকিওতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট তাইওয়ানের তাইহোকু এরোড্রমে এক বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। বিমানটিতে নেতাজির সঙ্গে জাপানী সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা ছাড়াও তার এডিসি কর্নেল হাবিবুর রহমান ছিলেন। দুদিন পর নেতাজির মৃতদেহ দাহ করা হয় এবং চিতাভস্ম জাপানের টোকিওতে রেনকোজি বৌদ্ধ মন্দিরে রাখা হয়। এটিই নেতাজির অন্তর্ধান রহস্যের স্বীকৃত উড়োজাহাজ ক্রাশ থিওরি।

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। এর মাত্র ১২ দিন পর এক সংবাদ সম্মেলনে জওহরলাল নেহেরুর উপস্থিতিতে শিকাগো ট্রিবিউনের একজন সাংবাদিক দাবি করেন, তার একজন সহকর্মী ১৯৪৫ সালের ২১ আগস্ট নেতাজিকে সায়গনে দেখেছেন। নেতাজির অন্তর্ধানের পর থেকেই এরকম বিভিন্ন দাবি উঠতে থাকে। নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য নেহেরু সরকার ১৯৫৫ সালে শাহনেওয়াজ কমিটি এবং ইন্দিরা গান্ধী সরকার ১৯৭০ সালে খোসলা কমিশন নামে দুটি তদন্ত কমিশন গঠন করে। দুটি কমিশনই নেতাজি উড়োজাহাজ ক্রাশে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে রায় দেয়। যদিও শাহনেওয়াজ কমিটির একজন সদস্য হিসাবে নেতাজির ভাই সুরেশ চন্দ্র বসু কমিশনের রিপোর্টে স্বাক্ষর না করে টোকিও ট্রায়ালের বিচারক ড. রাধাবিনোদ পালের নেতৃত্বে একটি নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান। ক্ষমতায় আসার পর মোরারজি দেশাই দুটি কমিশনের রিপোর্টকেই নাকচ করে দেন এবং জানান, তাইপে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু তত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ করার মতো নথি তার হাতে রয়েছে। পরে অবশ্য তিনি সেই নথির কথা চেপে যান। এরপর ১৯৯৯ সালে নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মনোজ কুমার মুখার্জির নেতৃত্বে মুখার্জি কমিশন গঠন করা হয়।

মুখার্জি কমিশনকে লেখা অফিসিয়াল চিঠিতে তাইওয়ান সরকার জানায়, '১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট তো দূরের কথা, সারা বছরে কেবল তাইহোকুতে নয়, পুরো তাইওয়ানে কোনো উড়োজাহাজ ক্রাশ হয়নি। সবচেয়ে কাছাকাছি সময়ে যে উড়োজাহাজ ক্রাশ হয়েছিল, সেটি সংঘটিত হয় ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বরে।' তাইওয়ানের কোনো হাসপাতাল লগবুকে নেতাজির চিকিৎসার কোনো তথ্য পাওয়া যায় না, এমনকি পাওয়া যায় না কোনো ডেথ সার্টিফিকেট। সেদিন তাইহোকুতে কানাকান্তা নামে একটি ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু হয়। দুদিন পর অর্থাৎ ২০ আগস্ট কেবল একজন জাপানি সৈনিকের ক্রিমেটোরিয়াম পারমিটের তথ্য পাওয়া যায়, যার মৃত্যু হয়েছিল হৃদরোগে। সেই বোমারু বিমানে নেতাজি ও হাবিবুর রেহমানের সঙ্গী জাপানি সেনা অফিসারদের ক্ষেত্রেও চিকিৎসার কোনো তথ্য, ডেথ সার্টিফিকেট, ক্রিমেটোরিয়াম রেজিস্টার কিংবা মৃতদেহ বা আহত অবস্থার কোনো ছবি পাওয়া যায়নি। মুখার্জি কমিশন রায় দেয়, নেতাজি উড়োজাহাজ ক্রাশে মারা যাননি।

দ্বিতীয় থিওরিতে যারা বিশ্বাস করেন, তারা নেতাজি যে মাঞ্চুরিয়া হয়ে রাশিয়া পৌঁছেছিলেন, এর পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করতে পারলেও সেখানে নেতাজিকে হত্যা করার বিষয়ে এখন পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য কোনো তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেননি। ১৯৬১ সালে অর্দেন্দু সরকার নামে একজন ভারতীয় প্রকৌশলী মস্কোয় অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করে জানান, তার কোম্পানির একজন জার্মান ইঞ্জিনিয়ার রাশিয়ার ট্রান্স-সাইবেরিয়ান এলাকায় স্তালিনের গুলাগে নেতাজিকে দেখেছিলেন। এ ঘটনা প্রকাশ না করার জন্য তার ওপর চাপ দেওয়া হয়। ফলে তিনি আর কোনোদিন এ বিষয়ে মুখ খোলেননি। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি মুখার্জি কমিশনের সামনে এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেন। নেতাজি গবেষক পুরবী রায় রাশিয়া গিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি সংগ্রহ করেন, যেখানে স্পষ্ট ছিল যে নেতাজি ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। তিনি তৎকালীন সংসদ সদস্য চিত্ত বসুর হাতে নথিগুলো তুলে দেন। চিত্ত বসু নথিগুলো নিয়ে দিল্লি যাওয়ার পথে রাজধানী এক্সপ্রেসে রহস্যজনকভাবে মারা যান। সেই নথিগুলো আর পাওয়া যায়নি।



২৫ জানুয়ানী নেতাজির জন্মদিন। প্রতিবছর ওইদিনই ভগবানজির জন্মোৎসব পালন হতো। আসত অনেক চিঠি, উপহার। উপস্থিত হতেন নেতাজির বিশ্বস্ত বন্ধু ও সহচররা। ভগবানজি মারা যান ১৯৮৫ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর উত্তর প্রদেশের ফৈজাবাদের রাম ভবনে। সরযু নদীর তীরে গুপ্তার ঘাটে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। মাত্র ১৩ জন মানুষ সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ১৯৮৫ সালের ২৫ অক্টোবর স্থানীয় হিন্দি দৈনিক 'নয়া লোগ' পত্রিকায় ছাপা হয়-'ফৈজাবাদে অজ্ঞাতবাসে থাকা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস আর নেই?'

এরকম রহস্যজনক আরেকটি মৃত্যুর সঙ্গে নেতাজির যোগসূত্র পাওয়া যায়। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর ১৯৬৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসখন্দে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়। সেদিন রাতেই হোটেলে নিজ কক্ষে মারা যান লাল বাহাদুর শাস্ত্রী। পরবর্তী সময়ে শাস্ত্রীজির স্ত্রী জানান, 'মৃত্যুর আগে তিনি বাড়িতে কল করেন এবং জানান, তিনি একজন বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করেছেন, যার জন্য গোটা ভারতবর্ষ অপেক্ষা করছে। তিনি আরও বলেন, পরদিন দেশে ফিরে তিনি জাতিকে সেই চমকপ্রদ উপহার দেবেন।' কিন্তু সেই রাতেই মারা যান তিনি। ষাটের দশকে গোটা ভারতবর্ষ নেতাজি ছাড়া আর কারও জন্য অপেক্ষায় ছিল, এমনটা ভাবার সুযোগ নেই। তবে কি লাল বাহাদুর শাস্ত্রী নেতাজির সঙ্গে ১৯৬৬ সালে সাক্ষাৎ করেছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর আজও অমীমাংসিত, ঠিক যেমন অমীমাংসিত শাস্ত্রীজির মৃত্যুরহস্য।

লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর নীল হয়ে যাওয়া মরদেহ দেখে অনেকেই ধারণা করেছিলেন, তার মৃত্যু হয়েছে বিষ-ক্রিয়ায়। অথচ কোনো এক অজ্ঞাত কারণে দেশের প্রধানমন্ত্রীর এরকম অস্বাভাবিক মৃত্যুর পরও তার মরদেহের কোনো ময়নাতদন্ত না করে খুব দ্রুত সৎকার করা হয়। হোটেল রুম থেকে গায়েব হয়ে যায় শাস্ত্রীজির ডায়েরি। হারিয়ে যান সেই রাতে শাস্ত্রীজির সেবার দায়িত্বে থাকা খানসামা। লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর তদন্তে গঠিত সংসদীয় কমিটির সাক্ষী তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এবং সচিব দুজনই সড়ক দুর্ঘটনায় আকস্মিকভাবে মারা যান।

এবার নেতাজির অন্তর্ধান রহস্যের তৃতীয় তত্ত্বের দিকে আলোকপাত করা যাক। সন্ন্যাসীর বেশে সুভাষ বোসের ফিরে আসা নিয়ে পঞ্চাশের দশকে শৌলমারি আশ্রম থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে নানা দাবি ওঠে। মুখার্জি কমিশনের সামনে আরেকজন সাধু বাবার তথ্য উপস্থাপিত হয়। ১৯৮৫ সালের সেপ্টেম্বরে উত্তর প্রদেশের ফৈজাবাদে রামভবন নামে একটি বাড়িতে একজন সন্ন্যাসীর মৃত্যু হয়, যিনি মহাকাল, ভগবানজিসহ বিভিন্ন নামে তার অনুরাগীদের মধ্যে পরিচিত ছিলেন। তিনি সবসময় পর্দার আড়ালে থাকতেন এবং সাধারণত কারও সঙ্গে দেখা করতেন না। ভগবানজি জীবিত থাকাকালীনও তার দর্শন পাওয়া অনেকে দাবি করেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু। ভগবানজির মৃত্যুর পর এই দাবি আরও প্রবল হয়ে ওঠে। নেতাজির ভাইঝি ললিতা বসু ১৯৮৬ সালের প্রথমদিকে ফৈজাবাদের রাম ভবনে যান। সেখানে গিয়ে ঘরের ভেতরে থাকা ভগবানজির ব্যবহৃত সামগ্রী এবং চিঠি, নথি ও অন্যান্য জিনিসপত্র দেখে নিশ্চিত হন সেগুলো তার রাঙা কাকা অর্থাৎ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর। তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী রাম ভবনে থাকা ভগবানজির সব জিনিসপত্র ফৈজাবাদের ট্রেজারি বিভাগে সংরক্ষণ করা হয়।

আদালতের রায়ে মুখার্জি কমিশনের সামনে ফৈজাবাদ জেলা ট্রেজারিতে সংরক্ষিত ভগবানজির ঘর থেকে উদ্ধার করা জিনিসপত্রের ট্রাংকগুলো খোলা হয়। সেখানে পাওয়া যায় নেতাজির পিতা-মাতার বাঁধানো ছবি, ভাই-বোনসহ পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে নেতাজির ছবি, সাবেক বিপবী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের অনেক সদস্যের ছবি এবং পেছনে আঁকিবুঁকি করা তাদের ডাকনাম। আরও পাওয়া যায় গোল ফ্রেমের চশমা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত ফ্ল্যাশ লাইট, জার্মান বাইনোকুলার, রোলেক্স ঘড়ি, পোর্টেবল বেলজিয়ান টাইপরাইটার, জাপানিজ ওয়াটার ফিল্টার। পাওয়া যায় পবিত্রমোহন রায়, লীলা রায়, সুনীল দাস, অনীল দাস, আশুতোষ কালী, বিশ্বরুপ রায়সহ নেতাজির পূর্বপরিচিত সাবেক বিপবী, কমরেড, আইএনএ'র সদস্যদের লেখা অসংখ্য চিঠি-যে চিঠিগুলোতে তারা ভগবানজিকে পরোক্ষভাবে নেতাজি হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। নেতাজির পুরোনো বন্ধু দিলীপ রায়কে লেখা চিঠিতে লীলা রায় বলেছেন, নেতাজি বেঁচে আছেন এবং তিনি তার সঙ্গে দেখা করেছেন। এই চিঠিগুলোর মধ্যে ছিল আরেকটি আশ্চর্য চিঠি-সেক্রেটারি নাথালি নোলসের স্বাক্ষর করা যুক্তরাষ্ট্রের ফরেন সার্ভিসের অফিসিয়াল লেটার। সেখানে আরও পাওয়া যায় নেতাজির দাদা সুরেশ বসুকে পাঠানো খোসলা কমিশনের সমনের অরিজিনাল কপি। এছাড়া পাওয়া গিয়েছিল শাহনেওয়াজ কমিটির একজন সদস্য হিসাবে কমিশনের রায়কে খন্ডন করে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহেরুকে পাঠানো অফিসিয়াল নোট, যার উপরে সুরেশ বসুর স্ত্রী অর্থাৎ নেতাজির বউদির নিজ হাতে লেখা দুটি লাইন-

'পরম কল্যাণীয় দেবর, চিরজীবেষু। প্রাণাধিক স্নেহ আশীর্বাদ।'

মুখার্জি কমিশন এবং পরবর্তীকালে সাহাই কমিশন একথা স্বীকার করেছিল যে, ভগবানজির গলার স্বরের সঙ্গে নেতাজির গলার স্বরের মিল ছিল এবং উভয়েই বাঙালী ছিলেন। নেতাজি ও ভগবানজির হাতের লেখা এক নয় বলে সরকারি রিপোর্ট দেওয়া হলেও বিশ্ববিখ্যাত ফরেনসিক হ্যান্ড রাইটিং এক্সপার্ট কার্ল ব্যাগেট সন্দেহাতীতভাবে দুটি হাতের লেখা একজনের বলে সিদ্ধান্ত দেন। ভগবানজির ঘর থেকে পাওয়া দাঁতের সঙ্গে নেতাজির (নেতাজির পরিবারের সদস্যদের ব্লাড স্যাম্পলের মাধ্যমে) ডিএনএ ম্যাচিং টেস্ট করা হয় মুখার্জি কমিশনের নির্দেশে। ডিএনএ ম্যাচ করেনি বলে কমিশনকে রিপোর্ট দেয় সিএফএসএল কলকাতা (সরকারি ল্যাব)। অদ্ভুত বিষয় হলো, এর সঙ্গে দেওয়া হয়নি ডিএনএ সিকোয়েন্সিং ইলেক্ট্রোফেরোগ্রাম রিপোর্ট। পরবর্তীকালে ভারতের কেন্দ্রীয় ল্যাব সিএফএসএল জানায়, কলকাতার সরকারি ল্যাবে ভগবানজির দাঁতের কোনো ইলেক্ট্রোফেরোগ্রাম রিপোর্টই নেই। কোনো এক অদৃশ্য শক্তি সেই রিপোর্ট গায়েব করে ফেলেছে অথবা কোনো ধরনের পরীক্ষা ছাড়াই পূর্বনির্ধারিত রিপোর্ট কমিশনের সামনে পেশ করা হয়েছে। ভগবানজি বা গুমনামি বাবার সঙ্গে নেতাজির যোগসূত্র নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে আরও সহস্র তথ্য-প্রমাণ রয়েছে।

২৫ জানুয়ানী নেতাজির জন্মদিন। প্রতিবছর ওইদিনই ভগবানজির জন্মোৎসব পালন হতো। আসত অনেক চিঠি, উপহার। উপস্থিত হতেন নেতাজির বিশ্বস্ত বন্ধু ও সহচররা। ভগবানজি মারা যান ১৯৮৫ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর উত্তর প্রদেশের ফৈজাবাদের রাম ভবনে। সরযু নদীর তীরে গুপ্তার ঘাটে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। মাত্র ১৩ জন মানুষ সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ১৯৮৫ সালের ২৫ অক্টোবর স্থানীয় হিন্দি দৈনিক 'নয়া লোগ' পত্রিকায় ছাপা হয়-'ফৈজাবাদে অজ্ঞাতবাসে থাকা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস আর নেই?'

ইংরেজি একটি প্রবাদ দিয়ে লেখাটা শেষ করছি-'ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন'।

লেখক: অ্যাক্টিভিস্ট, প্রাবন্ধিক

অভিবাসীবান্ধব প্রক্রিয়াই একমাত্র সমাধান

(১১ পাতার পর)

কয়েকটি রিক্রুটিং এজেন্সি মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণের উদ্দেশে নিজেদের প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভুক্ত করার জন্য ওই দেশের মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের শরণাপন্ন হয়েছে। বিষয়টি সে দেশের প্রধানমন্ত্রী অবধি পৌঁছেছে। তাদের এ প্রচেষ্টা সফল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আর তা ঘটলে আগের করা ২৫ জনের তালিকাটি বর্ধিত হয়ে হয়তো দ্বিগুণ আকার পেতে পারে। কারণ মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশের স্বার্থান্বেষী মহল আমাদের 'অভিবাসী কর্মীদের' নিয়ে খেলতে খুব পছন্দ করে। এ খেলায় যে 'মজা' আছে। এ মজার ভাগাভাগিতে একটু বড় আয়োজন হলে ক্ষতি কী? আর দোষেরই বা কী আছে? এমনটিই তো আমরা দেখে আসছি। কর্মীদের কল্যাণের জন্য কেউ কি ভুল করেও একটু ভেবে থাকেন?

উল্লিখিত প্রতিবেদনে ভদ্রতা, শিষ্টাচার ও আদব-কায়দার কোনো তোয়াক্কা না করার কথা বলা হয়েছে। এখানে দেশের 'ইমেজ' নষ্ট হওয়ার বিষয়টিও এসেছে। একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখলে এই শব্দগুলোর উত্থাপন প্রয়োজন হতো বলে মনে হয় না। ব্যবসায়ীরা তাঁদের ব্যবসা টিকিয়ে রাখার বা প্রসার ঘটানোর জন্য নানা উদ্যোগ নিয়ে থাকবেন–এটাই স্বাভাবিক। যেখানে সরকার মালয়েশিয়ার নির্দিষ্ট করে দেওয়া ২৫টি রিক্রুটিং এজেন্সির তালিকা বড় করতে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে রিক্রুটিং এজেন্সির কেউ কেউ যদি নিজেদের প্রচেষ্টায় সেই সুযোগটাকে একটু বড় করতে পারে, সেটি কি শিষ্টাচার বা ভদ্রতাবহির্ভূত কাজ হয়ে যায়? অন্যান্য দেশে কর্মী পাঠাতে কী করা হয়? আজকে বাংলাদেশের একজন পোশাক রপ্তানিকারক যদি নিজের চেষ্টায় বিদেশের কোনো ক্রেতা জোগাড় করতে পারেন, সেটি কি খারাপ কিছু করা হবে? যদি সে ক্ষেত্রে আমরা উৎসাহ প্রদান করি, তাহলে রিক্রুটিং এজেন্সি একই কাজ করলে কেন দোষের হবে? তারাও তো সরকারের লাইসেন্স নিয়ে ব্যবসা করতে নেমেছে?

আমার তো মনে হয় ৫০টি কেন, সব রিক্রুটিং এজেন্সি যদি এ সুযোগ করে নিতে পারে, তাহলে অধিকসংখ্যক কর্মী যাওয়ার সুযোগ হবে, বাজারটি হবে আরো প্রতিযোগিতামূলক। এ কথা সত্য, এতে কর্মীদের স্বার্থ সংরক্ষিত হয় না। আসলে বিদেশগামী কর্মীদের সুষ্ঠু অভিবাসনপ্রক্রিয়ায় পাঠানোই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ, কর্তৃপক্ষকে সেদিকেই মূলত দৃষ্টি দিতে হবে। আমাদের কাজ করতে হবে কর্মী নির্বাচনপ্রক্রিয়ায়, যাতে রিক্রুটিং এজেন্সি কর্মীদের শোষণ করার সুযোগ না পায়, ন্যূনতম খরচে কর্মীরা বিদেশ যেতে পারে। 'অভিবাসী-বান্ধব' প্রক্রিয়া অনুসরণ করলে রিক্রুটিং এজেন্সির সংখ্যা কোনো ইস্যু হয়ে দাঁড়ায় না। তবে এজেন্সিগুলোকে সার্বক্ষণিক মনিটর করার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। আমাদের সব রিক্রুটিং এজেন্সিকে নিয়ে একটি সুষ্ঠু ও শোষণমুক্ত 'অভিবাসীবান্ধব' পদ্ধতিতে মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণই হবে সব সমস্যার একমাত্র সমাধান। অন্যথায় এ রকমটি ঘটতেই থাকবে।

লেখক : সাবেক রাষ্ট্রদূত ও সচিব

যুক্তরাষ্ট্র-তাইওয়ানের আনুষ্ঠানিক বাণিজ্য আলোচনার ঘোষণা

(৪ পাতার পর)

এতে চীন বেশ নাখোশ হয়। তারা আগে থেকেই পেলোসির সফর নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করেছিল। তাতে পেলোসির এশিয়া সফর বাতিল হয়নি। তবে চীনও চুপ করে থেমে থাকেনি। তারা পেলোসির সফর শেষ হওয়ার পরদিনই তাইওয়ানের চারদিকে সর্বকালের সর্ববৃহৎ সামরিক মহড়া প্রদর্শন করে। এতে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার সম্পর্ক আরও উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে।

যুক্তরাষ্ট্র-তাইওয়ানের মধ্যে একুশ শতকের বাণিজ্য-সম্পর্কিত আলোচনার উদ্যোগ প্রথম প্রকাশ করা হয় জুন মাসে। উভয় দেশই এখন বলেছে যে তারা 'সমঝোতা আলোচনায় ঐকমত্যে পৌঁছেছে।'

যুক্তরাষ্ট্রের উপপ্রধান বাণিজ্য প্রতিনিধি সারাহ বিয়াঞ্চি এক বিবৃতিতে বলেন, 'আমরা একটি উচ্চাভিলাষী সময়সুচি অনুসরণ করার পরিকল্পনা করছি যা একুশ শতকের একটি ন্যায্য, আরও সমৃদ্ধ ও স্থিতিশীল অর্থনীতি গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।'২০২০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাইওয়ানের মধ্যে মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ১০৬ বিলিয়ন বা ১০ হাজার ৬০০ কোটি মার্কিন ডলার।

'এক চীন নীতি'র অধীনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ান দ্বীপের পরিবর্তে চীনকেই স্বীকৃতি দেয় এবং তাদের সঙ্গেই আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক বজায় রাখে। অন্যদিকে তারা তাইওয়ানের সঙ্গেও একটি 'শক্তিশালী অনানুষ্ঠানিক' সম্পর্ক গড়ে তোলে। এর মধ্যে পুর্ব এশিয়ার দ্বীপ দেশটিতে অস্ত্র বিক্রি অব্যাহত রয়েছে, যাতে তারা নিজেদের রক্ষা করতে পারে।

স্বশাসিত দ্বীপরাষ্ট্র তাইওয়ানকে সব সময়ই চীন তাদের নিজেদের অংশ বলে দাবি করে আসছে। তারা মনে করে, তাইওয়ান একটি বিদ্রোহী অঞ্চল, যাদের একদিন চীনের মুল ভূখ-ের সঙ্গে একত্র হতে হবে। অন্যদিকে, তাইওয়ান নিজেকে একটি স্বশাসিত দ্বীপ এবং মুল ভূখ- থেকে আলাদা জনপদ বলে মনে করে।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল গুয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

জাতীয় সরকার কতদূর

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

সরকার পতনের আশা ও আশঙ্কার মধ্যে দিনাতিপাত করছে জনগণ। আশা এই জন্য যে বিগত একযুগ ১২ বছরে সরকার অনেক বদনাম কুড়িয়েছে। আর আশঙ্কা এই কারণে যে কথিত 'স্বাধীনতার সপক্ষে'র পতন দেখতে চায় না সুবিধাভোগীদের অংশ। কারণ এই সরকারের মাধ্যমে তারা দুটো পয়সার মুখ দেখতে পেয়েছে। বিরোধী দল বলছে যে, দেশটাকে সরকার জাহান্নামে পরিণত করেছে। আর পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন জনগণ 'বেহেস্তে' আছেন। জান্নাত ও জাহান্নামের এই বিতর্কে উলুখাগড়া জনগণ। আসলে জনগণের নাভিশ্বাস উঠেছে। দীর্ঘায়িত দুঃশাসন, রাজনৈতিক দুর্বত্তায়ন, অর্থনৈতিক দেউলিয়াত্ব, উন্নয়নের দুর্নীতি, বিসর্জিত নির্বাচন, অবশেষে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে জনগণ হাঁসফাঁস করছে। দ্রব্যমূল্যের ক্রমাগত বৃদ্ধি এখন আকাশ ছুঁই ছুঁই করছে। জনগণ এ অবস্থা থেকে মুক্তি চায়। কিন্তু মুক্তি কোন পথে, সেটি অনিশ্চিত। সরকার পতনের বা পরিবর্তনের যে ফর্মুলা, আমরা জানি তা চার প্রকারের। প্রথমত স্বাভাবিক নির্বাচনের মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে সরকারের পরিবর্তন। দ্বিতীয়ত গণ-আন্দোলনের মতো প্রক্রিয়ায় সরকারের পতন। তৃতীয়ত সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে সরকারের বিদায়। চতুর্থত অস্বাভাবিক উপায়ে অর্থাৎ সামরিক অভ্যুত্থানের মতো অনাকাঙ্ক্ষিত পথে সরকারের বিপর্যয়। বাংলাদেশের বিগত অর্ধ-শতাব্দীর ইতিহাসে প্রায় সব প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়েছে। ১. একটি জনগণ সম্পৃক্ত সশস্ত্র বিপ্লব বা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে প্রাথমিক সরকারটি স্থাপিত হয়েছে। ২. অগণতান্ত্রিক পন্থায় বাকশাল কায়েমের মাধ্যমে সরকারের খোলনলচে বদল হয়েছে। ৩. অস্বাভাবিকভাবে রক্তাক্ত পথে তথাকথিত সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকারের পতন হয়েছে। ৪. সৈনিকদের বিপবের মাধ্যমে ক্ষণস্থায়ী সরকারের সময় শেষ হয়েছে। ৫.আবার সামরিক শাসন ফিরে এসেছে। ৬.গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত ক্ষণস্থায়ী সরকারকে সেনানায়কের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করতে হয়েছে। ৭. সেই সেনানায়ককে অবশেষে গণ-আন্দোলনের মুখে বিদায় নিতে হয়েছে। ৮. প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার। ৯. তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার মাধ্যমে দ্বি-দলীয় সরকারব্যবস্থার প্রকাশ ঘটেছে। ১০. সামরিক-বেসামরিক দ্বৈতশাসন; অবশেষে গণতন্ত্রের নামে সংসদীয় স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই স্বৈরতন্ত্র ফ্যাসিবাদে রূপ ধারণ করেছে। বিগত প্রায় দেড় দশকের গণতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্রে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এই অবস্থার পরিবর্তনে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যর্থ হয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো শক্তির মোকাবেলায় গণশক্তির চ্যালেঞ্জ দিতে অপারগ হয়েছে। বিগত ৫০ বছরে অনুসৃত সরকার পতনের প্রক্রিয়ার কোনো না কোনো পর্যায়ে কাঙ্খিত পরিবর্তনটি সমাগত হয়ে উঠবে।

এখন যখন জ্বালানি তেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, ডলারের অকল্পনীয় উল্লম্ফন, বিদ্যুতের লোডশেডিং এবং অবশেষে দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঘোড়া যখন সবকিছু তছনছ করে দিচ্ছে তখন আবারও সরকার পরিবর্তনের আশা ও আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। ২০২৩ সালের জাতীয় নির্বাচন অনিবার্য পরিবর্তনের বাহন হয়ে উঠেছে। সবার আশা, সব রাজনৈতিক দল যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার ব্যাপারে একাট্টা হয় এবং নির্বাচনকালীন সরকারের মাধ্যমে নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয় তাহলে সরকার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে। প্রধান বিরোধী দল বিএনপি দৃঢ়তার সাথে বলছে, নির্বাচনকালীন সরকার বা তত্ত্বাবধায়ক ধরনের সরকার ব্যতীত তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না। অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে বিএনপি সংলাপ ও যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে। বাম ধারার রাজনৈতিক দলগুলো 'গণতান্ত্রিক মঞ্চ' নির্মাণ করেছে। ডান ধারার ছোট ছোট দলগুলো বিএনপির প্রতি তাদের সমর্থন ঘোষণা করেছে। ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো আগে থেকেই সরকারবিরোধী। এই ধারার প্রধান দলটি নতুন করে নতুন কৌশলে নিজেদের অবস্থান প্রমাণ করতে চাইছে। সাম্প্রতিক কালের পীর ঘরানার দলটি প্রধান ইসলামী দল হওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ইতঃপূর্বে তারা স্বকীয় ধারায় রাজনীতি করলেও এখন জাতীয় ঐক্যের কথা বলছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি তাদের ক্রমাগত সমর্থন ও অংশগ্রহণ দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। সরকারি দলের একসময়ের গৃহপালিত বিরোধী দল বলে কথিত জাতীয় পার্টি এখন জনগণের ভাষায় কথা বলছে। জিএম কাদের দলটিকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ধারায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। ১৪ দলের অন্যান্য অংশেও ভিন্ন সুর শ্রুত হয়েছে। সাম্প্রতিক নির্বাচন কমিশন সংলাপে এর আঁচ অনুভূত হয়েছে। অপর দিকে ক্ষমতাসীন দলের দেশজ এবং বৈদেশিক ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে উঠেছে বলে আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এমনিতেই তাদের জনপ্রিয়তা তলানিতে ঠেকেছে। শক্তির মাধ্যমে শাসন করার যে অপকৌশল এতদিন ধরে তারা অনুসরণ করছে তা অকেজো হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। সরকার শ্রীলঙ্কার মতো অবস্থার দিকে ধাবিত হচ্ছে বলে যে জনরব শুরু হয়েছে তা মনস্তাত্ত্বিকভাবে আইন ও শৃঙ্খলা বাহিনীতে হতাশার সৃষ্টি করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিধিনিষেধ এই হতাশাকে দৃঢ় করেছে। পতনের আশঙ্কায় সরকারে যেমন গুঞ্জন চলছে, তেমনি আমলাতন্ত্রও ভয় পেয়েছে। অর্থনীতিবিদগণ হিসাব-নিকাশ করে দেখাচ্ছেন, যে রিজার্ভ রয়েছে তা দিয়ে দেশ চালনা কঠিন হবে। রিজার্ভ ফুরিয়ে গেলে 'তাদের' দিনও ফুরিয়ে যাবে। বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফের হিসাব-নিকাশও সুবিধার নয়। সরকার সব কিছুতে ব্যয় সঙ্কোচন করে টিকে থাকার চেষ্টা করছে বলে সংবাদপত্রে প্রতিবেদন বেরিয়েছে। দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, এমনকি শাসক দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব সরকার পতনের অনিবার্যতার দিকে ধাবিত হচ্ছে।

> ***কিন্তু হাওয়া থেকে পাওয়া খবর বলছে, নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করার কোনো অবকাশ নেই। আমটি গাছে পেকেছে। নাড়া দিলে পড়ে যাবে, এ কথা সত্য। তবে আমটি সত্যিই যদি পেকে থাকে তাহলে পরে এমনিতেই পড়ে যাবে। গাছ তাকে ধরে রাখতে পারবে না। দেশের অর্থনীতি ক্রমশ যেভাবে দেউলিয়াত্বের পথে এগুচ্ছে, তাতে সরকারের টিকে থাকার আর কোনো সঙ্গতি থাকবে না। গাড়িতে তেল না থাকলে অটোমেটিকভাবে যেমন গাড়ি বন্ধ হয়ে যায়, ঠিক তেমনি সরকার অচল হয়ে পড়বে।***

২০২৩ সালের নির্বাচন অনিবার্যভাবেই সব ওলট-পালট করে দেবে এটি অনেক রাজনৈতিক দলের আশা। কিন্তু কোনো কোনো রাজনৈতিক মহলের আশঙ্কা অত দিন সময় লাগবে না। তাদের মন্তব্য যেন এরকম যে, 'আম পেকে গেছে- এখন নাড়া দিলেই পড়ে যাবে।' বিএনপি বলছে, তারা এখনি নাড়া দিতে রাজি নয়। ধীরে-সুস্থে, 'বুঝে-সুঝে' এগুতে চায় তারা। বিরোধী জনগণের আশা ছিল, জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে হরতাল আহূত হবে। কিন্তু বিএনপি মহাসমাবেশ করে তাদের শক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছে। জনগণের মধ্যে আস্থার সৃষ্টি করেছে। রাজনৈতিক তথা নিয়মতান্ত্রিকভাবে তথা নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের আশায় দৃঢ় বিএনপি।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে বৈদেশিক প্রভাব সবসময়ই সক্রিয় ছিল। হস্তক্ষেপের জন্য যতটা না বিদেশীরা আগ্রহী তার চেয়েও আগ্রহী আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো। ২০০৮ সালের নির্বাচনে ভারত-মার্কিন যৌথ প্রযোজনা ছিল। বাইডেন ক্ষমতাসীন হওয়ার পর 'একক প্রযোজনা' লক্ষ করা যাচ্ছে। ক্রমশ অধিকতর চাপের সম্মুখীন হচ্ছে ক্ষমতাসীন সরকার। সর্বশেষ উদাহরণ, জাতিসঙ্ঘ মানবাধিকার কমিশন প্রধানের সফর এবং অসন্তুষ্ট প্রস্থান। ইতোমধ্যে পুলিশ ও র‍্যাবের প্রতি বিধিনিষেধ বাংলাদেশকে বিব্রত করেছে। এই বিধিনিষেধ বিগত সেনাপ্রধানের প্রতিও প্রযোজ্য ছিল। এখন গোটা সেনাবাহিনীর প্রতি বিধিনিষেধ আরোপের গুজব শোনা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জাতিসঙ্ঘ শান্তি বাহিনীতে প্রধান অংশীদার। এ বিষয়ে ছাড় দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। জাতিসংঘ মানবাধিকার প্রধান দুর্ভাগ্যবশত এমন কোনো সুপারিশ যদি করেন, তাহলে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ বিপন্ন হবে। আর বাংলাদেশে মার্কিন কথিত 'রেজিম চেঞ্জ' অনিবার্য হয়ে উঠবে।

এদিকে বৈদেশিক সম্পর্ক সমীকরণে ত্রি-পক্ষীয় সঙ্কটে নিপতিত হতে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ভারত-এই ত্রি-পক্ষীয় টানাপড়েনে বাংলাদেশ চরম দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে। কূটনীতিকরা বলছেন, 'অতি চালাকের গলায় দড়ি পড়তে পারে।' ভারত ইতোমধ্যে তিক্ততর হয়ে উঠেছে বলে কূটনৈতিক মহল সূত্রে জানা গেছে। সব মিলিয়ে সরকার পরিবর্তন বা জাতীয় সরকার গঠন অত্যাসন্ন হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু হাওয়া থেকে পাওয়া খবর বলছে, নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করার কোনো অবকাশ নেই। আমটি গাছে পেকেছে। নাড়া দিলে পড়ে যাবে, এ কথা সত্য। তবে আমটি সত্যিই যদি পেকে থাকে তাহলে পরে এমনিতেই পড়ে যাবে। গাছ তাকে ধরে রাখতে পারবে না। দেশের অর্থনীতি ক্রমশ যেভাবে দেউলিয়াত্বের পথে এগুচ্ছে, তাতে সরকারের টিকে থাকার আর কোনো সঙ্গতি থাকবে না। গাড়িতে তেল না থাকলে অটোমেটিকভাবে যেমন গাড়ি বন্ধ হয়ে যায়, ঠিক তেমনি সরকার অচল হয়ে পড়বে। শ্রীলঙ্কার ঘটনাবলি মনোযোগসহকারে পর্যালোচনা করলে সে কঠিন সত্যই বেরিয়ে আসবে। একজন মরণ পথের মানুষ যেমন বাঁচার জন্য শেষ আকুতি করে ঠিক তেমনি সরকারও বাঁচার জন্য, নিজেদের ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত করার জন্য তারা চেষ্টা করবে। একজন প্রবীণ রাজনীতিবিদ ব্যক্তিগত পর্যায়ে মন্তব্য করেছেন, যেহেতু 'তিনি' বুদ্ধিমতী এবং ভবিষ্যৎ দেখতে সক্ষম সেজন্য ২০২৩ সালের জন্য অপেক্ষা না করে জাতীয় সরকারের আহ্বান জানাতে পারেন। তাতে দুটো লাভ। ক্ষমতা পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ থাকতে পারবে এবং তাদের নেতাকর্মীর উৎকণ্ঠিত প্রতিশোধের প্রশমন হবে। এই প্রবীণ নেতা আরো মন্তব্য করেন যে, বিদায়ের আগে অবশ্যই তিনি সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংযোজন করে যাবেন। তিনি দেখেছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকলে তাদের পুনর্বার ক্ষমতায় আসার শেষ রেখাটুকু থাকবে। ক্ষমতায় থাকার প্রয়োজনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়েছে। আবার ক্ষমতায় আসার প্রয়োজনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংযুক্ত হবে। তার কারণ ক্ষমতা এবং ক্ষমতাই তাদের রাজনীতির মাপকাঠি। নীতি আদর্শ ও মূল্যবোধ তাদের কাছে 'আসলেই মূল্যহীন'। জাতীয় সরকারব্যবস্থাকে দৃশ্যত তারা নাকচ করলেও যখন তারা দেখবেন, এ সরকারব্যবস্থার মাধ্যমে তারা ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করতে পারবে তখন তারা রাজি হবে। জাতীয় সরকার কথাটির সাম্প্রতিক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন সিভিল সোসাইটির প্রবীণ ব্যক্তিত্ব ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী। তিনি অবশ্য জাতীয় সমস্যাগুলো অনুধাবনে ও সংস্কারে দু'বছর মেয়াদি জাতীয় সরকারের কথা বলেছেন। তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার এই যে, নির্বাচনের আগে ও পরে জাতীয় সরকার প্রস্তাব সর্বজনীন হয়ে উঠেছে। যদি ক্ষমতাসীন সরকার চলমান অর্থনৈতিক সঙ্কট দূর করতে না পারে, তাহলে তাদের লোকেরা 'দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে' জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার শ্লোগান তুলবে। আর যদি তারা সাম্প্রতিক সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পারে তাহলে 'যথা পূর্বাং তথা পরং' ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। অর্থাৎ তারা জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠায় শিগগিরই রাজি হবে না। তবে রাজনৈতিক মহলের ধারণা, এ বছর হোক অথবা আগামী বছর তারা জাতীয় সরকার গঠনের মাধ্যমেই বিদায় নেবে। তত দিনে অর্থনীতিতে 'লাল বাত্তি জ্বলবে'। গণ-আন্দোলনের তীব্রতার ওপর জাতীয় সরকারে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ নির্ভর করবে। অবস্থা বেসামাল হলে তারা সামাল দিতে পারবে না। তখন তাদের আম ও ছালা দুটোই খোয়াতে হবে। সুতরাং যত শিগগির তারা জাতীয় সরকার গঠন করবে, ততই তাদের মঙ্গল।

লেখক: অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ছোট ঋণে ছোট ঝুঁকি, বড় ঋণে বড়

খন্দকার হাসনাত করিম

ছোট ছোট বিনিয়োগের পরিশোধ হার এবং প্রবণতা এ দেশে সব সময়ই সন্তোষজনক। খেলাপি হয় বড় বড় ঋণ বা বিনিয়োগের বড় বড় কিস্তি। সম্প্রতি পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, খেলাপি ঋণের প্রায় অর্ধেক অংশই শিল্প খাতের ঋণ। কিন্তু এমনটা হওয়ার তো কথা ছিল না। ২০২১ এবং ২০২২ সালে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে। সারা পৃথিবীতেই শিল্পকারখানাগুলো করোনাকালে আর্থিক রেয়াত ও বিভিন্ন ধরনের মঞ্জুরি পেয়েছে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত শিল্প খাতে মোট ঋণের স্থিতি ছিল ছয় লাখ ২৮ হাজার ৯৮৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ৪৯ হাজার ২৬২ কোটি টাকা (অর্থাৎ মোট ঋণের ৮৩%)। তার আগের বছর ডিসেম্বর মাসের শেষ নাগাদ শিল্প ঋণের স্থিতি ছিল পাঁচ লাখ ৭২ হাজার ৩৫২ কোটি টাকা। ওই সময়ে শিল্প খাতে খেলাপি ঋণ ছিল ৪৫ হাজার ৪১৫ কোটি টাকা। এই হিসাবে এক বছরের মধ্যে শিল্প খাতে খেলাপি ঋণ বেড়ে যায় তিন হাজার ৮৪৭ কোটি টাকা এবং ঋণ স্থিতি বাড়ে ৫৬ হাজার ৬৩৭ কোটি টাকা।

এই প্রবণতা সাক্ষ্য দেয় যে, ঋণের একটি বড় অংশ খেলাপি হয়ে পড়ে। সরকার অনেক চেষ্টা কসরত করেও খেলাপি ঋণের ফাঁদ থেকে বাঁচতে পারছে না। বরং দিনকে দিন এই ফাঁদের জটিল গিরায় আটকে যাচ্ছে জনগণের অর্থ। মাঝখান থেকে ধরা খাচ্ছে দেশের ব্যাংকিং খাত। বড় উদ্যোগের বড় ঋণের বড় ধাক্কায় বেসামাল হয়ে আর্থিক খাতে নতুন উপায় উত্তরণের চেষ্টায় এসএমই খাতে প্রবাহ বাড়ানোর ওপর জোর দিচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ব্যাংকগুলোর সাধারণ প্রবণতা হলো, বড় শিল্পে বড় আকারে ঋণদান। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে বড়, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সংখ্যা এবং ঝামেলা বেশি বলে মনে হলেও ঋণ পরিশোধে তারাই পারঙ্গম বেশি।

সরকারেরও তাই উচিত হবে, বড় ঋণ আদায়ে আরো স্বচ্ছতা এবং কঠোরতার পাশাপাশি এসএমই খাতে আরো উদার, প্রো-অ্যাকটিভ ঋণনীতি অনুসরণ করা। তাতে দেশেরও উন্নতি হবে; ব্যাংকগুলোও খেলাপি ঋণ সংস্কৃতি থেকে স্বস্তি পাবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ নাগাদ ব্যাংকিং খাতের ঋণের পরিমাণ ছিল ১৪ লাখ ৯ হাজার ৩৪৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে শিল্প খাতে বিতরণ করা ঋণের পরিমাণ ছিল ৪ লাখ ২৯ হাজার ৪৭০ কোটি টাকা। অর্থাৎ ব্যাংকের মোট ঋণের ৩০.৪৭% শতাংশই বিতরণ করা হয়েছে শিল্প খাতে। এই বিপুল অঙ্কের ঋণের যে অসংখ্য কিস্তি খেলাপি হয়েছে, তা আদায় করাই এখন সরকার ও ব্যাংকগুলোর সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ।

ঋণগ্রহীতাকে যদি ঢালাওভাবে এবং রাজনৈতিক সুপারিশে এভাবে ঋণ দেয়া হয়, কোনো বাছ-বিচার, যাচাই-বাছাইয়ের তোয়াক্কা করা না হয়, তাহলে তো এভাবে ঋণ পরিশোধের কিস্তি খেলাপি বাড়তেই থাকবে। তাদের সুবিধার্থে তফসিল, পুনঃতফসিল, মওকুফ সবই করা হয়। কিন্তু তারা অধিকাংশই যে ঋণ নিয়েছেন শোধ দেবেন না বলেই, সেই সংস্কৃতি থেকে বের হওয়ার উপায় কী? উপায় তো একটাই, যেভাবেই হোক না কেন ঋণ আদায় করা। আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা দিয়ে দিতে হবে। সেই মতো আদায় করতে ব্যর্থ বা অপারগ হলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যা অন্য সবার জন্য দৃষ্টান্তমূলক হবে এবং একটি জবাবদিহিতার পরিবেশ ও মানসিক পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠিত হবে। এ ধরনের বেশ কিছু বাস্তবমুখী কর্মকৌশল বিস্তারিতভাবে বিধৃত হয়েছে গত ৩০ জুন ঘোষিত ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য প্রণীত আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রানীতিতে। মুদ্রানীতি আসলে গোটা অর্থনীতির কৌশলপট বাস্তবায়নের এক অনিবার্য অভিমুখ, যা মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে, বিশেষ করে অর্থনৈতিক ও আর্থিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় এক বড় ভূমিকা পালন করে থাকে।

বাজারে মুদ্রার সরবরাহ বেড়ে গেলে জিনিসপত্রের দাম বাড়ে, যা আমরা প্রতিটি পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে টের পাচ্ছি। মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পেলে মুদ্রার মান কমে যায়। ফলে অর্থের প্রবাহ কমাতে পারলে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়। এবারে মুদ্রানীতির প্রধান অভীষ্ট বা উপলক্ষ তাই মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা। সারা বিশ্বেই নিত্য ভোগ্যপণ্যের দাম বেড়েছে, বিশেষ করে খাদ্যসামগ্রীর দাম। যুক্তরাষ্ট্রে নিত্যপণ্যের দাম বেড়েছে ৯.৩ শতাংশ, রাশিয়ায় ১৭.৮ শতাংশ, যুক্তরাজ্যে ৮ শতাংশ, পাকিস্তানে ১৩ শতাংশ। ভারতের নিত্যপণ্যেরও দাম কতকটা আমাদের দেশের মতোই। চলতি অর্থবছরে প্রথমার্ধে বাংলাদেশের নিত্যপণ্যে গড় দাম বেড়েছে ৮.৩%। সরকার ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.৫% এবং মূল্যস্ফীতি ৫.৬% হবে বলে ধারণা করছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কি ব্যাংক রেট বাড়াবে? বাণিজ্যিক ব্যাংককে দেয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদ হার বাড়ালে ব্যাংকগুলোও সুদহার বাড়াবে বা বাড়াতে বাধ্য হবে। কারণ ব্যাংকগুলোকেও তো চলতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশ মোতাবেক, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো নগদ জমার অনুপাত বাড়ালে তাদের ঋণদান ক্ষমতা কমবে। উদ্যোক্তাদের মূলধন বিনিয়োগে ভাটা পড়বে। নতুন উদ্যোক্তারা শুরুতেই নিরাশ হবে। এমনিতেই করোনা এবং ইউক্রেন যুদ্ধ বৈশ্বিক সরবরাহ বিন্যাস (গ্লোবাল সাপাই চেইন)-এ ধাক্কা দিয়েছে। ফলে আমদানিজনিত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে বাজারে যে উত্তাপ বিরাজ করছে, তাকে প্রশমিত করাই এখন মুদ্রানীতির প্রধান চ্যালেঞ্জ। সরকার এমন অনেকগুলো পণ্য আমদানির 'এলসি মার্জিন' বাড়িয়ে এবং বিলাসসামগ্রী আমদানি কমাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ ধরনের প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে সঞ্চয়ের সুদ বৃদ্ধি বা কাঠামোগত সঞ্চয়কে উৎসাহিতকরণের মতো পদক্ষেপ। তবে দ্রব্যমূল্যের সরকার নির্ধারিত 'রেট চার্ট' ব্যবস্থা বাস্তবায়িত না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সরকারের বেঁধে দেয়া মূল্যহার মানতে ব্যবসায়ীদের সাড়া অতীতেও পাওয়া যায়নি। তা ছাড়া সব পণ্যের মূল্যহার বেঁধে দেয়া সম্ভবও নয়। পুরো মূল্যব্যবস্থাই নির্ভর করে চাহিদা ও জোগানের ওপর। জোগানের তুলনায় চাহিদা বেশি হলে দাম বাড়বেই। খোলাবাজার অর্থনীতিতে দর দাম ধার্য হয় বাজারশক্তি ও ক্ষমতার কারণেই। পাট চাষের চেয়ে ধান চাষ বেশি লাভজনক হলে কৃষক ধানই লাগাবেন। ধান বা পাট চাষের চেয়ে জমি সামান্য গভীর করে পানি আটকিয়ে মাছের ঘের করা আরো লাভজনক বিবেচনা করলে কৃষি ছেড়ে মানুষ মাছ চাষেই বেশি ঝুঁকবে। এটাই বাজারের নিজস্ব এখতিয়ার শক্তি। 'অপরচুনিটি কস্ট' যেখানে বড় বিবেচক সেখানে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ বা শাসন মান্য হবে কি না, এ নিয়ে বিতর্ক তাই অর্থহীন।

অপ্রয়োজনীয় বা বিলাসদ্রব্য আমদানির 'এলসি মার্জিন' অনেকটা (ক্ষেত্র বিশেষে ৭৫ থেকে ১০০% পর্যন্ত) বাড়ানোতে এগুলোর চাহিদাও কমবে; বৈদেশিক মুদ্রার চাপও কমবে। কিন্তু অপ্রয়োজনীয় বা বিলাসদ্রব্য গোটা আমদানির কতটুকুই বা? এতে কি বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের ওপর খুব একটা প্রভাব পড়বে? কিংবা মুদ্রা বিনিময় হারের ওপর? সম্ভবত না।





হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, **Autism, Autistic,** শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



- বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
- অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

উত্তরা দুর্ঘটনার দায় শুধু ঠিকাদারের?

মো. সামছুল হক

রাজধানীতে বাস্তবায়নাধীন বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট-বিআরটি প্রকল্পের গার্ডার ধসে প্রাইভেটকারের ওপর পড়ে উত্তরায় পাঁচজন নিহত হওয়ার দুঃখজনক ঘটনা আমাদের অবহেলা, অনিয়ম ও দায়িত্বহীনতার নজির। যে বিআরটি প্রকল্পের নির্মাণকাজের সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে, তার ঠিকাদার আন্তর্জাতিক টেন্ডারের মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয়। অথচ কাজের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান দূরে থাক; নিরাপত্তা ব্যবস্থার কিছুই মানা হয়নি। আমরা জানি, জনবহুল এলাকায় যে কোনো উন্নয়নমূলক কাজে ঝুঁকির মাত্রা বেশি থাকে বলে সতর্কতাও বেশি গ্রহণ করা হয়। দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে সে জন্য যেমন প্রয়োজনীয় সতর্কতা গ্রহণ করা হয়, তেমনি দুর্ঘটনা ঘটে গেলে কী করতে হবে; কীভাবে ক্ষতি কমানো যায়, তারও প্রস্তুতি থাকে। অথচ গার্ডারধসের ঘটনায় এর কোনোটিই ছিল না। আরও বিস্ময়কর ব্যাপার, এ দুর্ঘটনার পরপরই ক্রেন অপারেটরসহ সেখানকার দায়িত্বরতরা পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় অবহেলা শুধু ঠিকাদারেরই নয়, বরং প্রকল্পটির পরামর্শক থেকে শুরু করে দায়িত্বশীল পর্যায়ের সবারই দায় রয়েছে। সোমবারের অঘটনের আগে একই প্রকল্পে প্রায় একই ধরনের অন্তত তিনটি দুর্ঘটনা ঘটলেও কর্তৃপক্ষের এতটুকু টনক নড়ল না!

প্রাথমিক তদন্তে ঠিকাদারের দায় পাওয়া গেছে বলে কর্তৃপক্ষ বলছে। বলা হচ্ছে, চুক্তি বাতিল করে চীনা ঠিকাদারকে কালো তালিকাভুক্ত করা হতে পারে। কিন্তু এ দায় শুধু ঠিকাদারের ওপর চাপানো হচ্ছে কেন? দুর্ঘটনার পর গঠিত তদন্ত কমিটি নিয়েই তো প্রশ্ন রয়েছে। তৃতীয় পক্ষের সংশ্লিষ্টতা ছাড়া এবং উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের না নিয়ে কীভাবে নিরপেক্ষ তদন্ত হতে পারে! যদিও যে কোনো অঘটনেই আমরা যেসব তদন্ত কমিটি গঠন করতে দেখি, সবটির অবস্থা তথৈবচ। অনেক ঘটনায় তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনই প্রকাশ হয় না। অনেক সময় তদন্ত কমিটি সময় ক্ষেপণ করে ঘটনা লোকচক্ষুর আড়াল করতে চায়। গোড়ায় গলদ নিয়ে গঠিত উত্তরা দুর্ঘটনার তদন্ত কমিটির ক্ষেত্রে কি এর ব্যতিক্রম হবে? তারপরও চাই, সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা বেরিয়ে আসুক।

একা শুধু ঠিকাদারের দোষ; অন্যদের কোনো দায় নেই- এমনটি যদি হয়; তবে তদন্তের ফল হবে দুর্ভাগ্যজনক। ঠিকাদার প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। কিন্তু প্রকল্পের কাজ যথাযথ হচ্ছে কিনা, তা তদারকির দায়িত্বে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের কী হবে? প্রকল্পের পরামর্শকদের দায়িত্ব তাহলে কী? ঠিকাদার যদি একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটিয়েও তার বিল তুলতে পারে তাহলে বুঝতে হবে, ভেতরে কোনো গলদ রয়েছে অথবা প্রকল্পসংশ্লিষ্টরা কোনো দায়িত্বই পালন করছেন না। প্রকল্পের দায়িত্বশীলদের তত্ত্বাবধানে অবহেলার কারণেই ঠিকাদার পার পেয়ে যায়।

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, দেশের ব্যস্ততম সড়কে যানজটের দুর্ভোগ নিরসনে নেওয়া বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট-বিআরটি প্রকল্পটি ২০১২ সালে নেওয়া হলেও এর ব্যয় আড়াই গুণ এবং সময় তিন দফা বাড়িয়েও



কাজ শেষ হয়নি। বলা হচ্ছে, অর্থ সংকটে ঠিকাদার কাজ করতে পারছে না। ঠিকাদার যে কাজ করতে পারছে না- তাতে ব্যর্থতা কার? প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সরকারি সংস্থা এখানে কী করছে? দেশের অনেক উন্নয়ন প্রকল্পের একই দশা। এখানেও কি ঠিকাদারের ব্যর্থতা?

বিআরটি প্রকল্পে কাজ করছে চীনের জিয়াংশু প্রভিন্সিয়াল ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ কোম্পানি লিমিটেড এবং এ প্রকল্পের উড়াল অংশে কাজ করছে চায়না গেঝুবা গ্রুপ কোম্পানি লিমিটেড। চীনারা তাদের দেশে উন্নয়ন ঘটিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাজ করছে। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা জাপানের মতো উন্নত দেশেও তারা কাজ করছে। আমেরিকা-জাপানে যখন তারা কাজ করে, তার মানে- তাদের যোগ্যতা, দক্ষতা কিংবা সামর্থ্যের ঘাটতি নেই। ওইসব দেশের কাজ সময়মতোই হয়ে যায়। কেন হয়? কারণ তারা কাজ আদায় করতে জানে। ঠিকাদারদের কাজ তারা সব সময় তত্ত্বাবধান করে। কোনো অনিয়ম ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেয়। আমাদের ব্যর্থতা এখানেই।

আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রকল্প তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে যারা থাকে তারা ঠিকাদারদের কাছ থেকে কাজ আদায় করতে পারে না। তাদের ছাই দিয়ে ধরতে পারে না। এ ক্ষেত্রে যেমন যোগ্যতা-দক্ষতার অভাব রয়েছে, তেমনি সদিচ্ছার অভাবও কম নয়। আমাদের যে মেট্রোরেলের কাজ এখনও চলছে; ইন্দোনেশিয়ায় একই সময়ে মেট্রোরেলের কাজ শুরু করে ইতোমধ্যে তা অপারেশনে চলে গেছে। আমরা কেন পারছি না? বড় অবকাঠামোগত কাজে দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে। দুর্ঘটনা দৈব ঘটা অস্বাভাবিক নয়। অস্বাভাবিক হলো তার প্রস্তুতি না থাকা। দুর্ঘটনা রোধ এবং দুর্ঘটনা ঘটার পরের প্রস্তুতি উভয়ই জরুরি। প্রি-ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস এবং পোস্ট-ডিজাস্টার প্যানিং অর্থাৎ দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনার দুই ধাপেই যথাযথ আয়োজন না থাকলে হতাহতের সংখ্যা বাড়াই স্বাভাবিক। দুর্ঘটনা ঘটলে উদ্ধারে ক্রেন কিংবা আহতদের নেওয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্সও থাকার কথা। অথচ তা ছিল না। গার্ডার যে প্রাইভেটকারের ওপর পড়েছে, সেখানে নিহত পাঁচজনের সবাই সুস্থ ছিলেন। দুর্ঘটনায় যাঁরা পড়েন, তাঁরা তো অসুস্থ নন। তাৎক্ষণিক উদ্ধারের আয়োজন থাকলে হতাহতের সংখ্যা অনেক কমে যায়।

দুর্ঘটনা যাতে কম হয় সে জন্য উন্মুক্ত স্থানে ভারী অবকাঠামোগত কাজ সাধারণত রাতের বেলায় করা হয়। কেউ একজন বলছিলেন, সেখানে নাকি রাতে বেশি চাপ থাকে। হ্যাঁ, রাতের বেলায় ভারী যান চলাচল ওই সড়কে বেশি হতে পারে। কিন্তু দিনের বেলায় তো একদিকে ছোট ছোট যান থাকে; অন্যদিকে পথচারী। এদের সবাইকে সামলাতে হয়। আর দুর্ঘটনা ঘটে ছোট যানে এবং পথচারীদের ওপর। উত্তরা দুর্ঘটনায় তেমনটিই আমরা দেখেছি। দিনে সবারই তাড়া থাকে দ্রুত যাওয়ার। রাতের বিষয়টা এমন নয়। সেখানে ভারী যান, তা ছাড়া তাড়াহুড়োও নেই। প্রয়োজনে তাদের নিয়ন্ত্রণ করে কাজ করা যায়। দিনে সেটা অনেক কঠিন।

উত্তরার কাজটি দিনে চলছিল এবং দুর্ঘটনা এড়াতে নিরাপত্তার জন্য ন্যূনতম ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়নি। ক্রেনের মাধ্যমে ৪০-৪৫ টন ওজনের গার্ডার ওঠানো হচ্ছে, অথচ নিচ দিয়ে দিব্যি মানুষ যাচ্ছে, গাড়ি চলছে! পুরো এলাকা নিরাপত্তা বেষ্টনী দিয়ে রাখা জরুরি ছিল। সে কাজটিও করা হলো না। এমনকি গার্ডারটি পড়ার পর পাঁচজনের মরদেহ উদ্ধার করতে তিন ঘণ্টার বেশি সময় লাগল! গার্ডার পড়ার পর প্রাইভেটকারে থাকা একটি শিশুর কান্না দীর্ঘক্ষণ শোনা গেলেও তাকে জীবিত উদ্ধার করা যায়নি। এমন মর্মন্তুদ অঘটনের পরও কি আমাদের দায়িত্বশীলদের হুঁশ হবে না?

লেখক: অধ্যাপক, পুরকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)

আগামীকাল প্রাথমিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে
কংগ্রেশনাল এবং স্টেট সিনেট পদের জন্য প্রাথমিক নির্বাচন

ভোটকেন্দ্র সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

মঙ্গলবার, ২৩ অগাস্ট, ২০২২

আপনি ভোট দেয়ার যোগ্য কি না জানতে, ভোটকেন্দ্রের ঠিকানা খুঁজতে
কিংবা একটি নমুনা ব্যালট দেখার জন্য, অনুগ্রহ করে দেখুন:
findmypollsite.vote.nyc
অথবা, কল করুন টোল ফ্রি: **(866) 868-3692** ● টিটিওয়াই নম্বর: **(212) 487-5496**

নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রে কাজ করতে ইচ্ছুক হলে, **nyc.electiondayworker.com** মাধ্যমে আবেদন করুন

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস
ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক
Executive Office
32 Broadway, 7th Floor,
New York, NY 10004

কমিশনারস অব ইলেকশনস

Rodney L. Pepe-Souvenir – প্রেসিডেন্ট
Simon Shamoun - সেক্রেটারি
Jose Miguel Araujo
Michael J. Coppotelli
Jenny Low
Gino A. Marmorato
Jodi Morales
Keith Sullivan
Patricia Anne Taylor
Frederic M. Umane

প্রাথমিক নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি
কংগ্রেশনাল এবং স্টেট সিনেট পদের জন্য প্রাথমিক নির্বাচন
২৩ অগাস্ট, ২০২২

(পরিবর্তন হতে পারে)

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক নির্বাচনী আইনের ৪-১১৮ ধারার বিধান অনুযায়ী, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছে যে নিউ ইয়র্ক কাউন্টির প্রাথমিক নির্বাচন মঙ্গলবার, ২৩ অগাস্ট, ২০২২ তারিখে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। নির্দিষ্ট ডিসট্রিক্টগুলোর ব্যালটে নিম্নে উলেখ করা সরকারি অফিস এবং দলীয় পদের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে:

ডেমোক্রেটিক পার্টি

কংগ্রেস প্রতিনিধি ১০ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

কংগ্রেস প্রতিনিধি ১২ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

কংগ্রেস প্রতিনিধি ১৩ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর ২৬ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর ২৭ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর ৩০ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর ৩১ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর ৪৭ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর ৫৯ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক নির্বাচনী আইনের ৪-১১৮ ধারার বিধান অনুযায়ী, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছে যে ব্রঙ্কস কাউন্টির প্রাথমিক নির্বাচন মঙ্গলবার, ২৩ অগাস্ট, ২০২২ তারিখে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। নির্দিষ্ট ডিসট্রিক্টগুলোর ব্যালটে নিম্নে উলেখ করা সরকারি অফিস এবং দলীয় পদের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে:

ডেমোক্রেটিক পার্টি

কংগ্রেস প্রতিনিধি ১৩ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

কংগ্রেস প্রতিনিধি ১৬ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর ৩১ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর ৩৩ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর ৩৪ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

রিপাবলিকান পার্টি

কংগ্রেস প্রতিনিধি ১৪ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক নির্বাচনী আইনের ৪-১১৮ ধারার বিধান অনুযায়ী, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছে যে কিংস কাউন্টির প্রাথমিক নির্বাচন মঙ্গলবার, ২৩ অগাস্ট, ২০২২ তারিখে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। নির্দিষ্ট ডিসট্রিক্টগুলোর ব্যালটে নিম্নে উলেখ করা সরকারি অফিস এবং দলীয় পদের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে:

ডেমোক্রেটিক পার্টি

কংগ্রেস প্রতিনিধি ৭ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

কংগ্রেস প্রতিনিধি ৮ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

কংগ্রেস প্রতিনিধি ১০ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

কংগ্রেস প্রতিনিধি ১১ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর ১৫ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর ২১ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর ২৩ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর ২৫ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর ২৬ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর ৫৯ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

রিপাবলিকান পার্টি

কংগ্রেস প্রতিনিধি ১১ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর ২৩ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক নির্বাচনী আইনের ৪-১১৮ ধারার বিধান অনুযায়ী, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছে যে কুইন্স কাউন্টির প্রাথমিক নির্বাচন মঙ্গলবার, ২৩ অগাস্ট, ২০২২ তারিখে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। নির্দিষ্ট ডিসট্রিক্টগুলোর ব্যালটে নিম্নে উলেখ করা সরকারি অফিস এবং দলীয় পদের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে:

ডেমোক্রেটিক পার্টি

কংগ্রেস প্রতিনিধি ৩ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

কংগ্রেস প্রতিনিধি ৭ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর ১৫ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর ৫৯ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

রিপাবলিকান পার্টি

কংগ্রেস প্রতিনিধি ১৪ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক নির্বাচনী আইনের ৪-১১৮ ধারার বিধান অনুযায়ী, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছে যে রিচমন্ড কাউন্টির প্রাথমিক নির্বাচন মঙ্গলবার, ২৩ অগাস্ট, ২০২২ তারিখে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। নির্দিষ্ট ডিসট্রিক্টগুলোর ব্যালটে নিম্নে উলেখ করা সরকারি অফিস এবং দলীয় পদের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে:

ডেমোক্রেটিক পার্টি

কংগ্রেস প্রতিনিধি ১১ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর ২৩ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

রিপাবলিকান পার্টি

কংগ্রেস প্রতিনিধি ১১ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর ২৩ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

আপনার এই নির্বাচনে ভোট দেয়ার যোগ্যতা আছে কি না জানতে, কিংবা ভোটকেন্দ্রের ঠিকানা খুঁজতে কিংবা

একটি নমুনা ব্যালট দেখার জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েব সাইট:

nyc.pollsitelocator.com দেখুন।

অথবা, কল করুন:

টোল ফ্রি: (৮৬৬) ৮৬৮-৩৬৯২

টিটিওয়াই: (২১২) ৪৮৭-৫৪৯৬

একটি নমুনা ব্যালট দেখার জন্য, আমাদের ওয়েবসাইট **www.nyc.pollsitelocator.com দেখুন**।

অথবা আপনার ফোন কিংবা ট্যাবলেটে এই **QR code** টি স্ক্যান করুন

নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রে কাজ করতে ইচ্ছুক হলে, **nyc.electiondayworker.com** মাধ্যমে আবেদন করুন।

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস
ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক
Executive Office
32 Broadway, 7th Floor,
New York, NY 10004

কমিশনারস অব ইলেকশনস

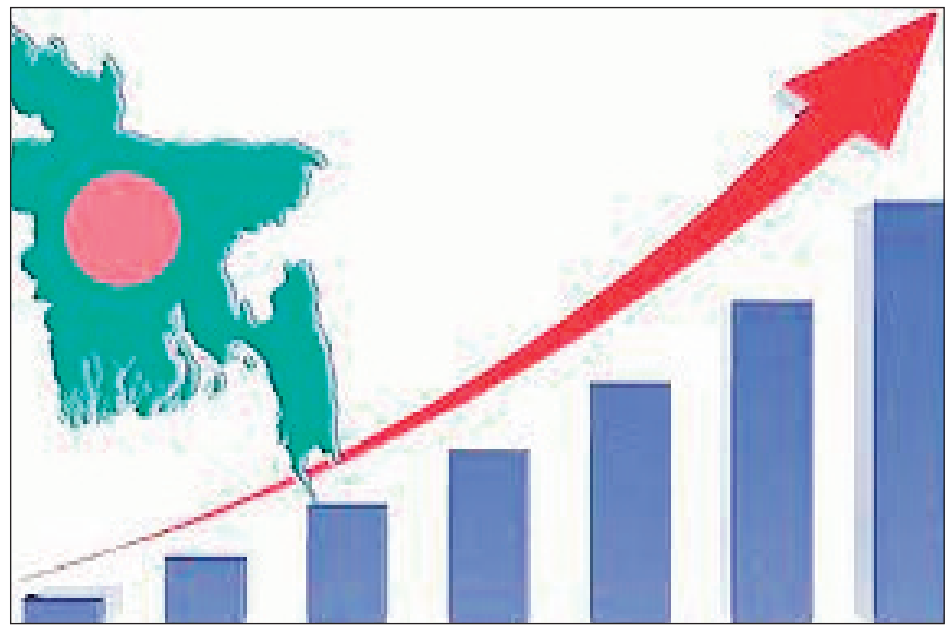
Rodney L. Pepe-Souvenir- প্রেসিডেন্ট
Simon Shamoun - সেক্রেটারি
Jose Miguel Araujo
Michael J. Coppotelli
Jenny Low
Gino A. Marmorato
Jodi Morales
Keith Sullivan
Patricia Anne Taylor
Frederic M. Umane

চাপে অর্থনীতি উত্তরণের পথ কী

মো: মাঈন উদ্দীন

অর্থনীতিতে বর্তমানে বড় ধরনের চাপ সৃষ্টি হয়েছে। করোনা পরবর্তী অর্থনৈতিক অভিঘাতের পর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও পড়েছে। দেশের প্রয়োজনীয় পণ্য ও দ্রব্যাদি বিশেষ করে জ্বালানি তেল গ্যাস, গম, ভুট্টা, ভোজ্যতেল, সার ইত্যাদির সরবরাহ বাধাগ্রস্ত ও রফতানিতেও বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। ডলারের মূল্য বৃদ্ধি, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, রফতানিতে অধঃগতি, আমদানি বেশি হওয়ায় অর্থনীতি অনেকটা চাপে রয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদারও উপলব্ধি করেছেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি চাপে আছে। তিনি বলেছেন, আগামী দুই-তিন মাসের মধ্যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ইতিবাচক ধারায় ফিরে আসবে। বছর দিন যতই যাচ্ছে, মানুষের চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা, জীবনযাত্রার ধরন পরিবর্তন হচ্ছে। করোনায় অর্থনীতি যতটা নিম্নমুখী ছিল তখন সরকারের প্রণোদনাসহ নানামুখী কর্মসূচি ও জনগণের ব্যয় কমানোর অভ্যাস সৃষ্টি হওয়ার প্রাক্কালে করোনা-পরবর্তী আমদানি বৃদ্ধি, খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি এবং পাশাপাশি, মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাওয়ায় মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। অর্থনীতিতে সৃষ্টি হচ্ছে নানান সঙ্কট; চাপে পড়েছে অর্থনীতি। অর্থনীতির আকার দিন দিন বাড়লেও রাজস্ব আদায় সে হারে বাড়ছে না। আবার ডলার সঙ্কট ও বিশ্ববাজারে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় আমদানি খরচও বাড়ছে। বাড়ছে ঋণ পরিশোধের খরচ। তেলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় জ্বালানি খাতেও ভর্তুকি বেড়ে যাচ্ছে। গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ভর্তুকি ও প্রণোদনা বাবদ ৬৬ হাজার ৮২৫ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে তা বাড়িয়ে ৮২ হাজার ৭৪৫ কোটি টাকা খরচের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। অন্য দিকে দেশী-বিদেশী ঋণের সুদের খরচও বাড়ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৬৭ হাজার ২৪৪ কোটি টাকা খরচ হয়েছে এই খাতে। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে তা ৮০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলে অর্থমন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে। বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বৈরী পরিবেশ, আমাদের অভ্যন্তরীণ কিছু বড় প্রকল্পে অর্থ জোগান, বারবার প্রকল্পের সময় ও বাজেট বাড়ানো, দুর্নীতি, জবাবদিহিতার অভাবসহ নানামুখী চাপে অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকও নেতিবাচক ধারায় পতিত হয়েছে। এ ছাড়া মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বগতি, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সঙ্কট, অত্যধিক ব্যাংক নির্ভরতা, টাকার অবমূল্যায়ন, রেমিট্যান্স ও প্রবাসী আয়ে ভাটা, বাণিজ্য ঘাটতি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস, রাজস্ব সংগ্রহে গতিহীনতা ও বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের বিষয় নিয়েও বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেকটা চাপে। এই চাপকে সামলিয়ে উত্তরণের পথ কী হতে পারে তা এখন দেখা উচিত। জ্বালানি সঙ্কটে দাম বাড়ছে নিত্যপণ্যের। ইতোমধ্যে দাম বেড়েছে সব ধরনের জ্বালানি তেলের। এটা নিম্নবিত্তের মানুষের জীবনকে আরো দুর্বিষহ করবে। ডিজেল ও কেরোসিনের দাম ৪২.৫ শতাংশ বেড়ে হয়েছে প্রতি লিটারের দাম ১১৪ টাকা, পেট্রলের দাম ৫১.১৬ শতাংশ বেড়ে প্রতি লিটারের দাম হয়েছে ১৩০ টাকা। অকটেনের দাম ৫১.৬৮ শতাংশ বেড়ে প্রতি লিটারের দাম হয়েছে ১৩৫ টাকা। সরকারের জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তা জানিয়েছে। জ্বালানি তেলের এই দাম বৃদ্ধি শুধু অর্থনীতিকে নয় সরকারের ওপরেও বড় ধরনের চাপ সৃষ্টি করবে। নিত্যপণ্যের দাম আরো বেড়ে যাবে।

মানুষের আয় বাড়ছে না অথচ ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। এটা সাধারণ মানুষ স্বাভাবিকভাবে মেনে নিবে না। অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার ধাক্কা শেয়ারবাজারেও লেগেছে। অর্থনীতিতে চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। তাতে শঙ্কিত শেয়ারবাজারে বিনিয়োগকারীরাও। বিশ্লেষকদের মতে, আমাদের বাজার যতটা না অর্থনৈতিক কারণে আক্রান্ত, তার চেয়ে বেশি মনস্তাত্ত্বিক ও ভয়ের প্রভাব দেখা যায়। বাজারদর বাড়ার চেয়ে দর পতনের হারই বেশি লক্ষণীয়। দেশের শিল্প বা অবকাঠামো নির্মাণে বড় পরিমাণ পুঁজি জোগানোর জন্য শেয়ারবাজার বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর অর্থনীতিতে পুঁজির জোগান আসে শেয়ারবাজার থেকে। দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের জন্য থাকে বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান আর দৈনন্দিন সেবা দেয়ার পাশাপাশি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে চলতি মূলধনের জোগান দেয় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো। কিন্তু আমাদের দেশে সব কর্মকাণ্ডই ব্যাংক খাত ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। বর্তমানে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মূল সমস্যা হচ্ছে খেলাপি ঋণ। চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ ছিল ১ লাখ ১৩ হাজার ৪৪০ কোটি টাকা। পরে খেলাপি ঋণ আরো বেড়ে যাওয়ায় সম্প্রতি ঋণ পুনঃতফসিল নীতিমালার উদারীকরণ করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। খেলাপি ঋণ পুনঃতফসিলীকরণের ক্ষমতা ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের হাতে ছেড়ে দেয়া হয় এবং পুনঃতফসিলের মেয়াদও বাড়ানো হলো। পাশাপাশি ডাউনপেমেন্টের পরিমাণও অস্বাভাবিক হারে কমিয়ে আনা হয়। কোভিড-১৯ এর অভিঘাত থেকে জনগণকে সুরক্ষা দিতে এখন পর্যন্ত দুই লাখ কোটি টাকার বেশি প্রণোদনার ঘোষণা দিয়েছে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক। এই প্রণোদনা দুই-তৃতীয়াংশ ঘোষণা হয়েছে ব্যাংকঋণ হিসেবে। স্বল্প সুদে ঋণ পেয়ে ব্যবসায়ীগণ বিপর্যয় কাটিয়ে উঠলেও বিতরণ করা ঋণের বড় একটি অংশ আর ব্যাংকে ফিরে আসছে না। নিয়মিত ঋণের পাশাপাশি প্রণোদনা ঋণের আদায় নিয়েও ব্যাংকগুলো দুশ্চিন্তায় আছে। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ তিনটি খাত কৃষি, শিল্প ও সেবা। এই তিন খাতে জোগান আসছে ব্যাংক খাত থেকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জুন পর্যন্ত দেশের বেসরকারি খাতে ব্যাংকগুলো বিতরণকৃত ঋণ ছিল ১৩ লাখ ৫১ হাজার ২৩৫ কোটি টাকা। একই সময়ে সরকার ব্যাংক খাত থেকে ঋণ নিয়েছে ৩ লাখ ২০ হাজার ৫১৩ কোটি টাকা। স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে ব্যাংকগুলো এই ঋণ বিতরণ করেছে।



বাংলাদেশ এই পর্যন্ত বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করেনি ঠিকই; তবে চলমান ও অনুমোদিত বড় অর্থ ব্যয়ের মেগা বা বড় বড় প্রকল্পের ঋণ পরিশোধের বড় ধাক্কা আসছে সামনে। দৈনিক পত্রিকার রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, এই ২০ মেগা প্রকল্পে বিদেশী ঋণ ৪ হাজার ৩০০ কোটি ডলার। এর মধ্যে ৯২.৬৯ শতাংশ রাশিয়া, জাইকা ও চীনের। এই পর্যন্ত ২০ মেগা প্রকল্পে বিনিয়োগ হয়েছে ৭০ বিলিয়ন বা ৭ হাজার কোটি ডলার । এর দুই-তৃতীয়াংশ বা ৪ হাজার ৩০০ কোটি ডলার বিদেশী ঋণ। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৭টি ঋণ প্যাকেজ ২৮.৫৩ বিলিয়ন ডলার পরিশোধ করতে হবে। ২০ মেগা প্রকল্পের মধ্যে ৯২.৬৯ শতাংশ ঋণ রাশিয়া, জাইকা ও এক্সিম ব্যাংক অব চায়নার। দুই বা তিনটি প্রকল্প ছাড়া বাকি প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের অবস্থা ভালো নয়। সময় মতো প্রকল্পগুলো শেষ না হলে রিটার্ন আসতে দেরি হবে।

দেশের সার্বিক মূল্যস্ফীতি ১০ শতাংশ। মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির কারণে দেশের মানুষের ভোগান্তির শেষ নেই। বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী অনেক কষ্টে দিনাতিপাত করছে। খাদ্যমূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কৃষির প্রতি বেশি নজর দিতে হবে। সার, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচের বিদ্যুৎ ইত্যাদিতে ভর্তুকি অব্যাহত রাখতে হবে। কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য যাতে কৃষকরা পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। পণ্যের কালো বাজারি, অতি মুনাফা, মজুদদারি বন্ধে মনিটরিং জোরদার করতে হবে। বিশ্লেষকদের মতে, মূল্যস্ফীতি মোকাবেলায় ব্যাংক সুদের হার বাজারব্যবস্থার ওপর ছেড়ে দিতে হবে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সুদের হার বাড়ানো হলে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তারল্য সঙ্কট কমবে এবং লভ্যাংশ বাড়তে পারে। এতে ব্যাংক খাতের বিশৃঙ্খলা কিছুটা দূরীভূত হতে পারে। বিবিএস তথ্য মতে, দেশে মজুরি বৃদ্ধির চেয়ে মূল্যস্ফীতির হার বেশি। এ ছাড়া শহরের চেয়ে গ্রামে মূল্যস্ফীতির হার বেশি। মূল্যস্ফীতি দীর্ঘমেয়াদি কোনো কোনো ঋণ ২০-২৫ বছর পর্যন্তও রয়েছে। অথচ বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান বলছে, দেশের ব্যাংকগুলোর মোট আমানতের অন্তত ৮০ শতাংশের মেয়াদ অত্যন্ত স্বল্প। সব মিলিয়ে বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনীতি বড় হলেও কাঠামোগত অনেক দুর্বলতা রয়েছে। দেশের পুরো ব্যাংকব্যবস্থা দুর্বল কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে অর্থনীতির চাপ নেয়া তো দূরের কথা, দেশের অনেক ব্যাংক নিজেই ধসে পড়ার অবস্থায় রয়েছে। ব্যাংক ব্যবস্থাই শৃঙ্খলার অর্থনীতিকে বিপর্যয়ে ফেলে দেবে। কারণ দেশের অর্থনীতির কর্মকান্ডের অন্তত ৮০ শতাংশ ব্যাংক খাতকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে।

মূল্যস্ফীতি: মূল্যস্ফীতির কথা বলতে গেলে বলতে হয়, জুন পর্যন্ত মূল্যস্ফীতি বেড়ে হয় ৭.৫৬ শতাংশ। বিগত ৯ বছরের মধ্যে এটি সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি। তবে খাদ্যমূল্যস্ফীতি আরো বেশি। বেসরকারি হিসাব মতে, সাত শতাংশ অতিক্রম করা মানেই হলো, জনগণের জন্য বড় দুঃসংবাদ। এতে সীমিত আয়ের মানুষের জীবনযাত্রার মান অসহনীয় হয়ে উঠেছে। এই মূল্যস্ফীতি মূলত বিগত পাঁচ মাস ধরে ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। গত অর্থবছরে (২০২১-২০২২) মূল্যস্ফীতি ৫.৪ শতাংশে ধরে রাখার লক্ষ্যও ঠিক করা হয়েছিল। কিন্তু ২০২১-২২ অর্থবছরে (জুলাই-জুন) গড়ে ৬.১৫ শতাংশ মূল্যস্ফীতি হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি ৫.৬ শতাংশে রাখার কথা বলা হয়েছে। বিশ্ব বাজারে আমদানি পণ্যের দাম বেড়েই চলেছে যার প্রভাব অভ্যন্তরীণ বাজারেও পড়তে শুরু করেছে। অর্থনীতির স্বাভাবিক সূত্র অনুযায়ী, আমানতের সুদের হার গড় মূল্যস্ফীতির ওপরে থাকা বাঞ্ছনীয়; সেই হিসাবে আমানতের সুদের হার ৬ শতাংশে রাখা ঠিক হবে না। তেমনি ঋণের সুদের হারও ৯ শতাংশে বেঁধে রাখা উচিত নয়। সুতরাং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সুদের হার বেঁধে রাখার বিষয়ের যৌক্তিকতা ভেবে দেখা উচিত।

বিদেশী ঋণ: বাংলাদেশ এই পর্যন্ত বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করেনি ঠিকই; তবে চলমান ও অনুমোদিত বড় অর্থ ব্যয়ের মেগা বা বড় বড় প্রকল্পের ঋণ পরিশোধের বড় ধাক্কা আসছে সামনে। দৈনিক পত্রিকার রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, এই ২০ মেগা প্রকল্পে বিদেশী ঋণ ৪ হাজার ৩০০ কোটি ডলার। এর মধ্যে ৯২.৬৯ শতাংশ রাশিয়া, জাইকা ও চীনের। এই পর্যন্ত ২০ মেগা প্রকল্পে বিনিয়োগ হয়েছে ৭০ বিলিয়ন বা ৭ হাজার কোটি ডলার । এর দুই-তৃতীয়াংশ বা ৪ হাজার ৩০০ কোটি ডলার বিদেশী ঋণ। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৭টি ঋণ প্যাকেজ ২৮.৫৩ বিলিয়ন ডলার পরিশোধ করতে হবে। ২০ মেগা প্রকল্পের মধ্যে ৯২.৬৯ শতাংশ ঋণ রাশিয়া, জাইকা ও এক্সিম ব্যাংক অব চায়নার। দুই বা তিনটি প্রকল্প ছাড়া বাকি প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের অবস্থা ভালো নয়। সময় মতো প্রকল্পগুলো শেষ না হলে রিটার্ন আসতে দেরি হবে। এ ছাড়া এই সব প্রকল্প বেশির ভাগই ভৌত অবকাঠামো সম্পর্কিত। এই সব প্রকল্প নির্মাণের বিদেশী ঋণের অর্থ সময় মতো পরিশোধ করতে না পারলে অর্থনীতি সুসংহত থাকবে না। সম্প্রতি সিপিডির বিশেষ ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, বর্তমানে প্রতি বছর জিডিপির ১.১ শতাংশ হারে বিদেশী দায়দেনা শোধ করা হয়। ২০২৬ সাল নাগাদ তা প্রায় দ্বিগুণ পরিশোধ করতে হবে। তাই এখন থেকে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রকল্পগুলোর লাভ লোকসানের হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করতে হবে। সময় মতো যাতে প্রকল্প শেষ করা যায় এবং অপচয় ও অহেতুক খরচ যাতে না হয় সেই দিকে সংশ্লিষ্টদের নজর দেয়া উচিত।

জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাত: জ্বালানি ও বিদ্যুৎ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাত। বিশ্বের বেশির ভাগ দেশে জ্বালানি সঙ্কট কঠিন বাস্তবতা। জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ সরবরাহে ঘাটতি, সরবরাহের চেইনে বিশৃঙ্খলায় বাংলাদেশ কঠিন অবস্থা অতিক্রম করছে। ডিজেল চালিত বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট বন্ধ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন কমে যাওয়ায় সরকার দেশব্যাপী দিনে দুই-তিন ঘণ্টা বাধ্যতামূলক লোডশেডিং করছে। এতে শুধু গৃহস্থালি বিদ্যুৎ ব্যবহার নয়, শিল্প উৎপাদনও বাধাগ্রস্ত হয়েছে যার প্রভাবে দেশের অভ্যন্তরে পণ্য উৎপাদন ও রফতানিতেও ঋণাত্মক প্রভাব পড়তে শুরু করছে। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়ছে। তাই জ্বালানি তেলের দাম জনগণের সাধ্যের মধ্যে রাখা না গেলে তার প্রভাব পুরো অর্থনীতিকে আরো দুর্বল করে দিবে।

রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রেও দুর্বলতা দেখা দিচ্ছে। আমাদের অর্থনীতির আকারের তুলনায় রাজস্ব আহরণের গতি কাঙ্ক্ষিত মানের দেখা যাচ্ছে না। রাজস্ব-জিডিপি অনুপাতে বিশ্বের তলানির দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ একটি। বাংলাদেশের রাজস্ব জিডিপির অনুপাত মাত্র ১০ শতাংশ। ২০২৬ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ হবে। বাংলাদেশের সাথে নেপাল ও লাওসও রয়েছে। রাজস্ব জিডিপি অনুপাত বাংলাদেশ থেকে নেপালের দ্বিগুণ এবং লাওসের দেড়গুণ বেশি। অন্যান্য স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের তুলনায়ও রাজস্ব জিডিপির অনুপাত আমাদের দেশের কম। মোট রাজস্ব আদায়ের প্রায় ৮৪ শতাংশ আদায় করে এনবিআর। এনবিআরের আদায় করা কর জিডিপি অনুপাতের ১০ শতাংশের নিচে। তার বড় কারণ হলো, গত তিন দশকে বড় ধরনের কোনো সংস্কার নেই। ১৬ কোটি জনসংখ্যার দেশে মাত্র ২৭ লাখ মানুষ রিটার্ন দেন তার কারণ সনাতন পদ্ধতিতে ভ্যাট ও কর রিটার্ন জমা দিতে হয় এবং মানুষকে শুল্ক, ভ্যাট ও আয়কর রিটার্নে অটোমেশনের মাধ্যমে অভ্যস্ত করা যায়নি। যদি নাগরিকদের থেকে পর্যাপ্ত রাজস্ব আদায় করা হতো, এখন অর্থনীতির এই অস্থির সময় কিছুটা স্বস্তি থাকত। বেশি রাজস্ব আদায় হলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বেশি অর্থ ব্যয় করা যেত। তাই কাঙ্ক্ষিত হারে রাজস্ব আদায় না হওয়া অর্থনীতির ওপর একটি চাপ। ২০২১-২২ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ৩ লাখ ২০০ কোটি টাকা রাজস্ব সংগৃহীত হলেও লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২৯ হাজার ৮০০ কোটি টাকা কমতি। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কর ফাঁকি রোধ করতে হবে। তাই করদাতার সংখ্যা বাড়াতে হবে। এনবিআর-এর অটোমেশন সম্পন্ন করতে হবে।

অর্থনীতির ওপর চলমান চাপ ঠেকাতে সামষ্টিক অর্থনীতির ওপর নানামুখী সমস্যা ও সঙ্কট মোকাবেলার পদক্ষেপ নিতে হবে। ব্যাংক খাতে সংস্কার, খেলাপি ঋণ আদায় ও পুঁজিবাজারকে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে তৈরি করতে হবে। রাজস্ব আদায়ে জোর দিতে হবে। দেশের কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনে সহায়তা জোরদার করতে হবে। রেমিট্যান্স বৃদ্ধির জন্য প্রবাসে প্রশিক্ষিত জনশক্তি পাঠাতে হবে। বৈধ পথে প্রবাসী আয়ের পথ সুগম করতে হবে।

লেখক: অর্থনীতি বিশ্লেষক

নারী নির্যাতন : সমস্যাটি শুধু লালসা সম্পর্কিত নয়

আলা উদ্দিন

গত ৫ আগস্ট রাতে গাজীপুরের শ্রীপুরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে তাকওয়া পরিবহনের একটি চলন্ত বাস থেকে স্বামীকে নামিয়ে দিয়ে এক নারীকে চোখ-মুখ বেঁধে দলবদ্ধ ধর্ষণ করা হয় (সমকাল, ৬ আগস্ট)। এর মাত্র তিন দিন আগে, ২ আগস্ট রাতে কুষ্টিয়া থেকে নারায়ণগঞ্জগামী ঈগল এক্সপ্রেসের চলন্ত বাসের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বর্বরোচিত কায়দায় ডাকাতির পাশাপাশি পাশবিক নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনা ঘটে (সমকাল, ৪ আগস্ট)। এর আগে, জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এক ছাত্রী দলবদ্ধ যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। এসব অপকর্ম সভ্যতার মাপকাঠিতে মধ্যযুগীয়; কিন্তু সাম্প্রতিক বাংলাদেশে প্রায় সর্বত্র ঘটে চলেছে। রাস্তাঘাট, বাস-ট্রেন, কর্মক্ষেত্র এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায় নারীরা যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছেন।

মাত্রা, ধারা, স্থান, ধর্ষকের পরিচয় ইত্যাদি বিবেচনায় যৌন নির্যাতন যেন সবচেয়ে বড় অপরাধে পরিণত হয়েছে সাম্প্রতিক বাংলাদেশে। যৌন সহিংসতার বিস্তার ও প্রতাপ এতটাই প্রকট; করোনা পরিস্থিতিতেও এর হার কমেনি। বরং সবাইকে অবাক করে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তোয়াক্কা না করে, সমাজের প্রচলিত বিধিনিষেধকে অবজ্ঞা করে ক্রমেই তা বেড়ে চলেছে। যৌন নিপীড়নের প্রকৃতি ও প্রাদুর্ভাব যেভাবে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে, তা যেন সমাজকে পুরোপুরি পঙ্গু না করা অবধি চলতেই থাকবে, যদি অনতিবিলম্বে এর লাগাম টেনে ধরা না হয়।

যৌন নির্যাতন মোকাবিলা শুধু বিচার বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। এর সঙ্গে মনোজাগতিক চিন্তাভাবনা, পুরুষতান্ত্রিক মনোবৃত্তি, পুঁজিবাদী দৃষ্টিকোণ, শোষণমূলক সমাজ এবং সমাজে প্রচলিত ভোগবাদী ধ্যান-ধারণার সম্পর্ক বিদ্যমান। অপরিচিত শুধু নয়; কেন নারীরা তার নিকটাত্মীয়েরও যৌন লালসার শিকার হবে? সমস্যাটি শুধু লালসা সম্পর্কিত নয়। কেন একজন পুরুষ নারীর প্রতি হিংস্র হয়ে ওঠে; কেন মনে মানবতাবোধ বা পাপবোধ কাজ করে না; কেন তারা পরিণতি ভাবে না; কিংবা কীভাবে তারা নিশ্চিত থাকে তাদের কিছু হবে না- এ বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা ও গবেষণা প্রয়োজন।

এটা ঠিক, মাঝেমধ্যে যৌন নির্যাতনের আসামি গ্রেপ্তার হয়। কিছুদিন পর তারা বেরিয়ে এসে আবার যৌন নির্যাতন করে। গ্রেপ্তার হলেও শক্তি বা ক্ষমতার বলে কখনও কখনও অপরাধীরা নির্যাতনের শিকার বা তাদের স্বজনদের বা সংবাদকর্মীর ওপর চড়াও হয়। সাম্প্রতিক সময়ে যেমন দেখা গেছে বরিশালে। ধর্ষণের অভিযোগে আটক ব্যক্তি সাংবাদিকদের বলেছে-ওশোন, সারাজীবন জেলে থাকমু না। কী হইছে? তাতে এত নিউজ করার কী আছে? আমি জেল থেইকা বাইর হইয়্যা লই। ব্যাপারটা দেখমু আনে (প্রথম আলো, জানুয়ারী ১৫, ২০২২)।

উদ্বেগের বিষয়, নিজ ঘর, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, থানা, সড়ক, কর্মক্ষেত্র- সমাজের সর্বস্থানে নারীরা বিকৃত মানসিকতার পুরুষের যৌন লালসার শিকার। নির্যাতনকারীদের পরিচয় বিশ্লেষণ করে দেখতে পাই, সমাজের সর্বস্তর ও শ্রেণির পুরুষ এই ঘৃণ্য অপরাধে জড়িত। ফলে কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণির পুরুষ নিজেকে আর অপরাধী মনে করে না। এমতাবস্থায় কেউ কাউকে ভয় পায় না, তোয়াক্কা করে না। সুযোগ পেলেই তারা নারী নির্যাতনের চেষ্টা এবং ধর্ষণের সুযোগ খোঁজে। ফাঁদ পাতে বা সুযোগ তৈরি করে।

অথচ কাগজে-কলমে এ দেশে নারীর সার্বিক বিকাশের মাত্রা এশিয়ার মধ্যে অন্যতম। ৯০ দশক থেকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ তথা ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে নারীদের অবস্থান অত্যন্ত সুদৃঢ়। সেখানে নারী নির্যাতন; নির্দিষ্ট করে যৌন নির্যাতনের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়া ক্ষমতা ও প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দুতে নারীর অবস্থানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এমন অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য নারী-পুরুষ সবাইকে মতাদর্শ বদলের মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সরকারি-বেসরকারি, আধা-সরকারি, স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সম্প্রদায়, জনপ্রতিনিধি ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে সম্মিলিত প্রয়াসে যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। সংবাদমাধ্যম এ ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

নারী নিপীড়ন শুধু নারীর জন্যই ক্ষতিকর নয়; নারীদের নিগৃহীত অবস্থায় ও যৌন নির্যাতনের আতঙ্কের মধ্যে রেখে পুরুষরা তাদের মেধা ও প্রজ্ঞা যথাযথ ব্যবহার করতে পারবে না। অর্থাৎ সমাজে তাদের যথাযথ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। একজন নারীকে যদি সর্বক্ষণ তার শরীর নিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত থাকতে হয়- তার আশপাশের পুরুষদের কুরুচিকর ভাবনা নিয়ে ক্লাসরুম, স্কুল-কলেজে যাতায়াত, কর্মক্ষেত্র, রাস্তা, বাস, ট্রেন, নিকটাত্মীয়ের বাসা এমনকি আন্দোলনে; তবে সমাজে তাদের সক্ষমতার স্বাক্ষর রাখার সুযোগ কোথায়!

দিনের পর দিন, বছরের পর বছর নারী নিপীড়ন অব্যাহত থাকলে উন্নয়নমূলক ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে নারীর অবদান ও অংশগ্রহণ থেকে দেশ বঞ্চিত হবে। বিপরীতে সবার জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত হলে দেশের উন্নয়ন কয়েক গুণ বেগবান হবে। এই সত্যটি উপলব্ধি করে সংশ্লিষ্ট সবার সজাগ ও সোচ্চার পদক্ষেপ গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। নারী-পুরুষ সবার অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে অবশ্যই এই যৌন নির্যাতনের ক্রমবর্ধমান হার থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করতে সবাইকে সচেষ্ট থাকতে হবে। দৃশ্যমান কয়েকটি উন্নয়নসূচক (শিক্ষার হার, চাকরি কিংবা বাসে বসার আসন) দিয়ে নারীর এই নাজুক অবস্থার অবসান সম্ভব নয়।

দিনের পর দিন, বছরের পর বছর নারী নিপীড়ন অব্যাহত থাকলে উন্নয়নমূলক ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে নারীর অবদান ও অংশগ্রহণ থেকে দেশ বঞ্চিত হবে। বিপরীতে সবার জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত হলে দেশের উন্নয়ন কয়েক গুণ বেগবান হবে। এই সত্যটি উপলব্ধি করে সংশ্লিষ্ট সবার সজাগ ও সোচ্চার পদক্ষেপ গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। নারী-পুরুষ সবার অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে অবশ্যই এই যৌন নির্যাতনের ক্রমবর্ধমান হার থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করতে সবাইকে সচেষ্ট থাকতে হবে। দৃশ্যমান কয়েকটি উন্নয়নসূচক (শিক্ষার হার, চাকরি কিংবা বাসে বসার আসন) দিয়ে নারীর এই নাজুক অবস্থার অবসান সম্ভব নয়।

লেখক: অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

রাজনীতি : জামায়াতের লুকোচুরি লুকোচুরি গল্প

এহসান মাহমুদ

বেশ কয়েক বছর নিভৃতে থাকার পর সাম্প্রতিক সময়ে জামায়াতে ইসলামী খোদ রাজধানীতে 'ঝটিকা' বিক্ষোভ, মিছিল ও সমাবেশ করেছে। চলতি বছরের জানুয়ারিতে এক কেন্দ্রীয় নেতার মুক্তির দাবিতে ঢাকায় মিছিল করেছে দলটি। ২২ ফেব্রুয়ারী মদের লাইসেন্স প্রদানে সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে দলটির ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ শাখা। আবার সর্বশেষ জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে 'সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা ও অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে বিদ্যুৎ সেক্টরে মহাবিপর্যয়'-এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে দলটি।

বস্তুত প্রতিষ্ঠার পর থেকে জামায়াতে ইসলামীকে নানা কৌশল করেই টিকে থাকতে হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করলেও স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতিতে নিজেদের ভালোভাবেই প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে নানা কৌশলের আশ্রয় নিয়ে। বিশেষত দেশের বড় দুই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি অতীতে আন্দোলনের জোট ও নির্বাচনী জোটে দলটিকে যেভাবে কাছে টেনে নিয়েছে, তাতে এ প্রতিষ্ঠা সহজ হয়েছে।

পঁচাত্তরের মর্মান্তিক পট পরিবর্তনের পর ধর্মভিত্তিক দলগুলো রাজনীতিতে আসার সুযোগ পায়। সেই সুযোগ জামায়াতও গ্রহণ করেছে। পরবর্তী প্রায় সব সময়েই বড় দুই দলের সঙ্গে থেকেছে। একবার আওয়ামী লীগের সঙ্গে তো পরের বার বিএনপির সঙ্গে; এভাবে কখনও ক্ষমতার সঙ্গে, আবার কখনও ক্ষমতার বাইরে থেকেছে দলটি।

অবশ্য দলটি সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থায় পড়ে ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু হলে। একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধে শীর্ষ নেতাদের শাস্তি হলে দলটি বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। এরই মাঝে দলটির নিবন্ধনও বাতিল করা হয়েছে। তারপর থেকেই দলটি আড়ালে চলে গিয়েছিল। সম্প্রতি আড়াল ভেঙে রাজপথে নিজেদের উপস্থিতি জানান দেওয়া কি নতুন কোনো ইঙ্গিত?

প্রসঙ্গত, জামায়াতে ইসলামী রাজনৈতিক দল হিসেবে নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন বাতিল হলেও নিষিদ্ধ হয়ে যায়নি। জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ করার বিষয়ে এখনও কোনো কার্যকর উদ্যোগ দেখা যায়নি। বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কৌঁসুলিরা বলছেন, যুদ্ধাপরাধের জন্য দলটির বিচার করতে হলে আইন সংশোধন করতে হবে। এর আগে ২০০৯ সালের এক রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট ২০১৩ সালের ১ আগস্ট রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীকে নির্বাচন কমিশনের দেওয়া নিবন্ধন অবৈধ ঘোষণা করেন। রায়ের বিরুদ্ধে ২০১৩ সালে আপিল বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখায় লিভ টু আপিল ও আপিল করেছিল দলটি। এত দিনেও তার নিষ্পত্তি হয়নি। আবার বিদ্যমান আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনালস) আইনে সংগঠনের বিচার ও শাস্তির বিধান নেই। তাই দলের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে হলে আইন সংশোধন করতে হবে।

এদিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মুখে জামায়াতের রাজনীতি নিষিদ্ধের কথা বললেও আদতে তারা তা চায় কিনা, তা আইন সংশোধনে অনীহা কিংবা মামলার দীর্ঘসূত্রতা থেকেই অনুমান করা যায়। রাজনীতিতে শেষ বলে কোনো কথা নেই- কথাটি প্রচলিত হলেও এর মোদ্দা কথা হচ্ছে; রাজনীতিতে শত্রু-মিত্র চিরস্থায়ী নয়। এ কথা স্মরণ করা কঠিন নয় যে, ৯০ দশকের মাঝামাঝি আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে বিএনপির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন করেছিল, তাতে জামায়াতকে সঙ্গী করা হয়েছিল।

২০০১ সালে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট যে নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করেছিল, সেখানে জামায়াতের অংশীদারিত্ব ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সর্বশেষ ২০১৮ সালের নির্বাচনে নিবন্ধনহীন জামায়াতে ইসলামী স্বনামে নির্বাচন করতে পারেনি। জামায়াতের ২২ জন প্রার্থী বিএনপির নির্বাচনী প্রতীক ধানের শীষ নিয়ে নির্বাচন করলেও কোনো আসন পাননি। এ দলটি ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে ১০টি, ১৯৯১ সালে ১৮টি, ১৯৯৬ সালে ৩টি, ২০০১ সালে ১৭টি এবং ২০০৮ সালে ২টি আসন পেয়েছিল। তাই নির্বাচনী জোট কিংবা আন্দোলনের জোটভুক্ত দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর চাহিদা এখনও ফুরিয়ে যায়নি বলে মনে হয়।

এই ধারণা আরও শক্ত ভিত্তি পায় বিএনপির সাম্প্রতিক অবস্থান বিচারে। নিজেদের মাঠের বিরোধী দল দাবি করা এই দল তাদেরও আন্দোলনের অংশ হিসেবে দেশের অপরাপর রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে তারা রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন নেই এমন দলের সঙ্গেও আলোচনার টেবিলে বসেছে। তবে এই সময়ে ঘুরেফিরে এসেছে জামায়াত প্রসঙ্গ। কিন্তু বিএনপির শীর্ষ নেতারা কেউই এ বিষয়ে খোলাসা করেননি। জামায়াতের সঙ্গে সংলাপের বিষয়টি সরাসরি নাকচ করেননি, আবার সম্ভাবনা নেই- এমনটাও বলেননি।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ প্রায়ই বলে থাকেন, বিএনপি দেশের স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারবে না। কিন্তু মজার বিষয়, আওয়ামী লীগ জামায়াতকে নিষিদ্ধ করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগও নিচ্ছে না; আবার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বিএনপিকে ঘায়েল করতেও ছাড়ছে না। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে- বিএনপি জামায়াতকে ত্যাগ করলে আওয়ামী লীগ যে তাকে গ্রহণ করবে না- এই নিশ্চয়তা তো পাওয়া যাবে না। অন্তত বিএনপি জামায়াত প্রশ্নে যেভাবে ঝুলে আছে, তাতে তা মনে করা অযৌক্তিক নয়।



এমন পরিস্থিতিতে গত এক দশকে শীর্ষ নেতৃত্ব হারিয়ে বিপর্যস্ত জামায়াতে ইসলামী রাজপথে নিজেদের উপস্থিতি জানান দেওয়ার মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে আরও এক দফা নিজেদের দর বাড়ানোর সুযোগ নিচ্ছে কিনা, তা ভেবে দেখতে হবে। জনপ্রিয় বাংলা গানের মতো জামায়াতে ইসলামীর এই 'লুকোচুরি লুকোচুরি গল্প' পরিবেশনের পেছনে ক্ষমতার হাতছানি অল্প আছে কিনা- সেই জবাব বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সম্ভবত সবচেয়ে ভালো দিতে পারবে।

লেখক: কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক

বালি যাচ্ছেন পুতিন-শি

(প্রথম পাতার পর)

ক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

উইদোদো বলেছেন, শি জিনপিং আসবেন। তাছাড়া প্রেসিডেন্ট পুতিনও আসবেন বলে নিশ্চিত করেছেন।এর আগে রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন তিনি। ক্রেমলিন জানিয়েছে, পুতিন ও উইদোদো দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা ইস্যুতে আলোচনা করেছেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, উইদোদোর দাবি যদি সত্যি হয় তাহলে ইউক্রেনে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এটাই হতে যাচ্ছে পুতিন ও শি জিনপিংয়ের সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বাইডেনেরও সেখানে যাওয়ার কথা রয়েছে। জানা গেছে, সম্মেলনটিতে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকেও দাওয়াত দিয়েছে ইন্দোনেশিয়া। যদিও দেশটি জি২০-এর সদস্য নয়।

পুলিশকে গালিগালাজ করতে ১২ হাজার বার ফোন!

(প্রথম পাতার পর)

শুরু করতেন। জরুরি নম্বরের অপপ্রয়োগের অভিযোগে ওই নারীকে এরই মধ্যে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার। পুলিশ জানিয়েছে, পিনেলাস কাউন্টির বাসিন্দা কার্লা জেফারসন প্রায় দিনই ৯১১-তে ফোন করতেন। কর্মকর্তারা ফোন তুলতেই তাদের অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতেন। গত আট মাসে কার্লা ১২ হাজার ৫১২ বার ফোন করেছেন। আর গালাগালিও করেছেন।

সেন্ট পিটার্সবার্গ পুলিশের মুখপাত্র ইয়োলান্ডা ফার্নান্ডেজ ফক্স ১৩-কে বলেছেন, এটা এমন বিষয় নয় যে, ফোন করে পুলিশকে দু'দিন গালাগাল দিলাম। এই নারী সব সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছেন। ফার্নান্ডেজ জানান, গত মাসে একবার ২৪ ঘণ্টায় ৫১২ বার ফোন করেছেন তিনি। প্রথমে তার সঙ্গে খুব ভদ্র ভাবেই কথা বলতেন কর্মকর্তার। কিন্তু ক্রমশ তার হেনস্থা করার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল, আর সে কারণেই তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের ব্যাখ্যা চাইলেন ফখরুল

(প্রথম পাতার পর)

রুমে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এই ব্যাখ্যা দাবি করেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, দুদিন আগে ঢাকায় আওয়ামী লীগের সমাবেশ হয়েছে। সেখানে মন্ত্রীরা হুমকি দিয়েছেন, হুঙ্কার দিয়েছেন, সন্ত্রাসী ভাষায় কথা বলেছেন। এণই যদি আপনারা হুমকি-ধমকি দেন তাহলে আপনাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরকারকে টিকিয়ে রাখার জন্য, প্রধানমন্ত্রীকে টিকিয়ে রাখার জন্য ভারতের সাহায্য চেয়েছেন কেন? আমরা এই কথার ব্যাখ্যা চাই সরকারের কাছে, পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে এবং ভারত সরকারের কাছে। আজকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী যে কথা বলেছেন, সে কথার অর্থ কী? তাতে কি এটা দাঁড়ায় যে এই সরকার টিকে আছে ভারতের আনুকূল্যে? এ কথার অর্থ মানুষ তো জানতে চাইবে, এটা অত্যন্ত জরুরি কথা।

তিনি বলেন, আজকে প্রশ্ন উঠেছে- বাংলাদেশ সত্যিকার অর্থে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে থাকবে কি থাকবে না। বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক দেশ থাকবে কি থাকবে না। মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ তৈরি করবে কি করবে না। আজকে এই প্রশ্নগুলো কেন আসছে। কারণ আমরা দেখলাম আওয়ামী লীগ ক্ষমায় আসার পর থেকেই অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশের মানুষের সব অধিকার তারা কেড়ে নিয়েছে। সংবিধান পরিবর্তন করেছে। মানুষের পাঁচ বছর পরপর একদিন ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবার সুযোগ ছিল, সেই ভোট দেওয়ার ক্ষমাকে তারা হরণ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধানকে বাতিল করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী ভ্যাকসিনবিরোধী গ্রুপ

(প্রথম পাতার পর)

সোশ্যাল মিডিয়াটির মূল কোম্পানি মেটা বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, কোভিড-১৯ নিয়ে ভুল তথ্য প্রচারের অভিযোগে এমন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে গ্রুপটির বিরুদ্ধে। এ খবর দিয়েছে এএফপি।

খবরে জানানো হয়, 'দ্য চিল্ড্রেনস হেলথ ডিফেন্স' বা সিএইচডি নামের ওই গ্রুপটি কোভিড ভ্যাকসিনের তীব্র বিরোধী ছিল। গ্রুপটি এখন পাল্টা মেটা'র বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বলছে, কোম্পানিটি তাদের বাক স্বাধীনতা হরণ করেছে। এক বিবৃতিতে তারা বলেন, সরকারের কঠোর সব নীতির বিরুদ্ধে চলমান সমালোচনাকে স্তব্ধ করে দিতে মার্কিন সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছে ফেসবুক। সিএইচডি'র প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন রবার্ট কেনেডি জুনিয়র। তিনি সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির ভাইয়ের ছেলে।

এদিকে মেটা'র মুখপাত্র অ্যারন সিম্পসন জানান, গত বুধবারই সিএইচডি'র ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রাম নিষিদ্ধ করা হয়। ভুল তথ্য প্রচার নিয়ে মেটা'র একাধিক নীতি ভঙ্গ করায় গ্রুপটিকে নিষিদ্ধ করা হয়। লাখ লাখ মানুষ তাদের সামাজিক মাধ্যম একাউন্টগুলো অনুসরণ করতো। তারা মেটা'র এমন আচরণে বিস্মিত বলেও জানিয়েছেন গ্রুপটির সদস্যরা।

'শেখ হাসিনাকে টিকিয়ে রাখতে ভারতকে অনুরোধ'

(প্রথম পাতার পর)

দেওয়া বক্তব্য কোনো সরকারি বক্তব্য নয় বলে জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ভারতকে অনুরোধ করবো এ ধরনের কোনো অনুরোধ আওয়ামী লীগ করে না, করেনি। শেখ হাসিনার সরকারের পক্ষ থেকেও কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। যিনি এ কথা বলেছেন তার ব্যক্তিগত অভিমত হতে পারে। এটা আমাদের সরকারেরও বক্তব্য নয়, দলেরও বক্তব্য নয়। অহেতুক কথা বলে সম্পর্ক নষ্ট করবেন না।

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এ বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিএনপির পক্ষ থেকেও নানা সমালোচনা করা হয়েছে। বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী ড. মোমেনের এ বক্তব্যের সমালোচনা করে বলেছেন, বেহেশতে থেকে তো আর মিথ্যা কথা বলা যায় না, তাই সত্যটাই বলে দিচ্ছেন অবৈধ পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

এদিকে ড. মোমেনের এ বক্তব্য ঘিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও ব্যাপক সমালোচনা চলছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী এমন বক্তব্য দিতে পারেন কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। কেউ কেউ ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন।

সম্প্রতি ড. মোমেন বেশ কয়েকটি বক্তব্য দিয়ে সমালোচিত হয়েছে। কয়েকদিন আগে তিনি বলেছিলেন, 'আমরা বেহেশতে আছি'। এমন বক্তব্য দেওয়ার পর তিনি সমালোচনার মুখে পড়েন। পরে সেই বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেছিলেন, বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে তিনি সেটা কথার কথা বলেছিলেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ব্যাখ্যা

চট্টগ্রামে জন্মাষ্টমীর উৎসব উদ্বোধন অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন ড. মোমেন। শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, শেখ হাসিনা আছেন বলেই আমাদের দেশে উন্নয়ন হচ্ছে। তিনি আছেন বলেই বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আছে। আর বঙ্গবন্ধু দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন, অসাম্প্রদায়িক সমাজ গড়লে সবার মঙ্গল হয়। আর এদেশে যে নাগরিক আছেন, সে যে ধর্মেই লোক হোক, তার সমান অধিকার। সে বাঙালি, সে বাংলাদেশের নাগরিক। আমি বলেছি যে শেখ হাসিনা যদি সরকারে থাকেন, তাহলে স্থিতিশীলতা থাকে। আর স্থিতিশীলতা থাকলেই উন্নয়নের মশাল আমরা পাই। আমি ভারতে গেলে আসামের মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, শেখ হাসিনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

তিনি বলেছিলেন, শেখ হাসিনার সন্ত্রাসবাদ বিরোধিত জিরো টলারেন্সের কারণে আসাম, মেঘালয়সহ এ অঞ্চলে সন্ত্রাসী তৎপরতা নেই। সন্ত্রাসী তৎপরতা না থাকায় তাদের দেশের উন্নয়ন হচ্ছে। তিনি বললেন, আমার এলাকায় অনেক বিনিয়োগ আসছে, যেহেতু এখন আসামে কোনো সন্ত্রাসী তৎপরতা নেই। আর এটা শেখ হাসিনার আহ্বানেই হয়েছে। তখন আমি ভারত সরকারকে বললাম, আপনার মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, শেখ হাসিনা থাকায় স্থিতিশীলতা এসেছে। এ স্থিতিশীলতার জন্য আপনার দেশে যেমন মঙ্গল হচ্ছে, আমার দেশেও হচ্ছে। আপনার দেশেও আমরা ব্যবসা-বাণিজ্য করছি। এটা ভালো হচ্ছে। সুতরাং স্থিতিশীলতা এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এতে আপনার দেশেও যেমন মঙ্গল হবে, আমার দেশেও মঙ্গল হবে। আমরা চাই অত্র এলাকায় স্থিতিশীলতা, কোনো ধরনের উশৃঙ্খলতা চাই না। এটা করতে পারলে আমাদের সোনালী অধ্যায় যথার্থ হবে।

আমি বলেছি, কিছু কিছু দুষ্টু লোক আমার দেশেও আছে, আপনার দেশেও আছে। তারা উস্কানিমূলক কথা বলে তিলকে তাল করে। আমার সরকারের দায়িত্ব আছে, আপনার সরকারেরও দায়িত্ব আছে, তিলকে তাল করার সুযোগ সৃষ্টি না করা। আমরা এটা করলে, আমাদের মধ্যে সম্প্রীতি থাকবে, কোনো ধরনের অস্থিতিশীলতা থাকবে না। শেখ হাসিনা এ অঞ্চল স্থিতিশীলতা রাখতে বদ্ধ পরিকর। আপনারা এ ব্যাপারে সাহায্য করলে আমরা খুব খুশি হবো।

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য তার ব্যক্তিগত অভিমু: ওবায়দুল কাদের

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনের বক্তব্য তার ব্যক্তিগত অভিমু হতে পারে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। শুক্রবার (১৯ আগস্ট) রাজধানীর পলাশী মোড়ে ঐতিহাসিক কেন্দ্রীয় জন্মাষ্টমী মিছিল উদ্বোধন শেষে তিনি এসব কথা বলেন।

সাম্প্রতিক সময়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য নিয়ে কাদের বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমায় টিকিয়ে থাকা ও আসার জন্য ভারতকে কখনো অনুরোধ করেনি, শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে কাউকে দায়িত্ব দেয়া হয়নি। এটি কারও ব্যক্তিগত অভিমু হতে পারে। এটা দল বা সরকারের বক্তব্য নয়। বাংলাদেশের জনগণই আওয়ামী লীগ সরকারের ক্ষমার উৎস।তিনি বলেন, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশ কোন বৈরী সম্পর্ক চায় না। ভারতের সঙ্গে বৈরীতা করে দেশের ক্ষতি হয়েছে। তিনি আরও বলেন, হাসিনার সরকার ক্ষমায় আসার পর কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া কোন সাম্প্রদায়িক হামলা হয়নি। যারা হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা করেছে তারা দবৃত্ত।

চট্টগ্রামে কি বলেছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারকে টিকিয়ে রাখতে ভারত সরকারকে অনুরোধ করেছেন জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, আমি ভারতে গিয়ে বলেছি, শেখ হাসিনাকে টিকিয়ে রাখতে হবে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বন্দর নগরী চট্টগ্রামের জেএম সেন হলে জন্মাষ্টমী উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী একথা বলেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমি ভারতে গিয়ে বলেছি, শেখ হাসিনাকে টিকিয়ে রাখতে হবে। শেখ হাসিনা আমাদের আদর্শ। তাকে টিকিয়ে রাখতে পারলে আমাদের দেশ উন্নয়নের দিকে যাবে এবং সত্যিকারের সাম্প্রদায়িকতামুক্ত, অসাম্প্রদায়িক একটা দেশ হবে। শেখ হাসিনার সরকার টিকিয়ে রাখার জন্য যা যা করা দরকার, আমি ভারতবর্ষের সরকারকে সেটা করতে অনুরোধ করেছি।'

সম্প্রতি নিজের ভারত সফরের প্রসঙ্গ টেনে মোমেন বলেন, 'আমি বলেছি, আমার দেশে কিছু দুষ্ট লোক আছে, কিছু উগ্রবাদী আছে। আমাদের দেশ সারা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন না। আপনার দেশেও যেমন দুষ্টু লোক আছে, আমাদের দেশেও আছে। কিছুদিন আগে তাদের দেশেও এক ভদ্রমহিলা কিছু কথা বলেছিলেন, আমরা সরকারের পক্ষ থেকে একটি কথাও বলিনি। বিভিন্ন দেশ কথা বলেছে, আমরা বলিনি। এই ধরনের প্রটেকশন আমরা আপনাদের দিয়ে যাচ্ছি।

সেটা আপনাদের মঙ্গলের জন্য, আমাদের মঙ্গলের জন্য। আমরা যদি একটু বলি, তখন উগ্রবাদীরা আরও সোচ্চার হয়ে আরও বেশি বেশি কথা বলবে। তাতে ক্ষতিটা হবে কী? আমাদের দেশের আইনশৃঙ্খলা বিঘ্ন হবে। স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হবে।' তিনি বলেন, 'ভারতকে বলেছি, আমরা উসকানিমূলক কর্মকা- কখনও প্রশ্রয় দেব না। এটা যদি আমরা করতে পারি, ভারত এবং বাংলাদেশ উভয়ের মঙ্গল। শেখ হাসিনা আছেন বলে ভারতের যথেষ্ঠ মঙ্গল হচ্ছে। বর্ডারে অতিরিক্ত খরচ করতে হয় না। ২৮ লাখ লোক আমাদের দেশ থেকে প্রতিবছর ভারতে বেড়াতে যায়। ভারতের কয়েক লাখ লোক আমাদের দেশে কাজ করে। এটি সম্ভব হয়েছে আমাদের সুন্দর অবস্থানের কারণে। সুতরাং আমরা উভয়ে এমনভাবে কাজ করব যাতে কোনো ধরনের উসকানিমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়। ভারত সরকারকে বলেছি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা থাকবে যদি আমরা উভয়ে শেখ হাসিনাকে সমর্থন দিই।'

ওদিকে, ২০২১ সালে দুর্গাপূজায় বিভিন্ন ম-পে হামলা ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের ঘটনা নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনের একটি বিবৃতি নিয়ে ক্ষুব্ধ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সংগঠন। বিভিন্ন সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ্যাগও দাবি করেছেন তারা। বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন্মাষ্টমী উৎসবের অনুষ্ঠানে অংশ নিলে তাকে প্রধান অতিথি করায় ক্ষোভ প্রকাশ করে নগরের চেরাগীপাহাড় মোড়ে কালো পতাকা মিছিল করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দুটি সংগঠন। দুজন নেতা ওই বক্তব্যের ব্যাখা দাবি করলে জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'ঘটনাটি একবছর আগের। পূজার সময় কুমিলায় একটি দেবতার কাছে কোরআন শরীফ রেখে একটা ছবি তোলে। সেটা ভাইরাল হয়। ভাইরাল হওয়ার পর কিছু গোষ্ঠী ওখানে আক্রমণ করে। আক্রমণ থামাতে গিয়ে পুলিশ গুলি করে। আর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে এই ঘটনা আমরা জানি, তখনও আমরা কিন্তু কুড়িগ্রামের কাহিনী জানতাম না। তখন আমাদের মন্ত্রণালয় যেসব কথা বলেছে, সত্যি কথা বলেছে। আমি শিক্ষক লোক, সত্য কথা বলি। আমরা বলেছি, তখন পর্যন্ত মোট ছয়জন লোক মারা যায়। তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছিল, চারজন মুসলমান, দুজন হিন্দু। তবে আমরা একজন লোকও মারা যাক সেটা চাই না। এখানে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে অনেকে গল্প বলেছে, এটা খুবই দুঃখজনক। আমি যেটা করেছি, তা বিবেকের তাড়নায় করেছি। কিন্তু এটাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে, টুইস্ট করে আপনাদের কাছে বলা হয়েছে। আমি বলছি- কোথাও সত্যের অপলাপ হয়নি। জেনেশুনেও আপনারা যদি প্রতিক্রিয়া দেখান, তাহলে এটা তো বড় মুশকিল।'

আলেমদের মুক্তি চেয়ে

(প্রথম পাতার পর)

সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে তারা।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের একজন দায়িত্বশীল নেতা বলেন, তারা প্রথমে বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটে সমাবেশ করতে জড়ো হন। পুলিশ বাধা দিলে সেখান থেকে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আসেন। সেখানেও পুলিশ বাধা দিলে তারা সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষ করেন।

সমাবেশে খেলাফত ছাত্র মজলিসের কেন্দ্রীয় সভাপতি মোল্লা মুহাম্মাদ খালিদ সাইফুল্লাহ কারাবন্দী মাওলানা মামুনুল হকসহ সব আলেমের মুক্তি দাবি করেন। তিনি বলেন, দেড় বছর ধরে মামুনুল হকসহ দেশের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় আলেম, রাজনীতিক ও শিক্ষাবিদ কারাগারে বন্দী। তাঁদের সঙ্গে ন্যূনতম মানবিকতা দেখানো হচ্ছে না। এমনকি তাঁদের পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে দেওয়া হচ্ছে না। কয়েকজন আলেম অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও যথাযথ চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে না সুস্পষ্ট মানবাধিকারের লঙ্ঘন।

ছাত্র মজলিস সভাপতি বলেন, শীর্ষস্থানীয় আলেমরা কারাগারে বন্দী থাকায় তাঁদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটছে। এই ক্ষতি কোনোভাবেই পূরণীয় নয়। তাই ছাত্রসমাজ নিজেদের শিক্ষকদের মুক্তির দাবিতে রাজপথে নেমে এসেছে।

সমাবেশে খেলাফত ছাত্র মজলিসের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মাওলানা রাকিবুল ইসলাম, মাওলানা জাহিদুজ্জামান ও মাওলানা জাকির হুসাইন, ঢাকা মহানগরী যুব মজলিসের মাওলানা মুর্শেদ সিদ্দিকী, মাওলানা আবদুলাহ্ আশরাফ, মাহমুদুল হাসান, মুহাম্মাদ কামালুদ্দীনসহ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশ সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ খেলাফত ছাত্র মজলিস ঢাকা মহানগর পশ্চিম শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ আবদুল আজিজ।

'ইউক্রেন যুদ্ধে সরাসরি জড়াতে পারে যুক্তরাষ্ট্র'

(প্রথম পাতার পর)

এখন সম্ভাব্য যেকোনো উপায়ে 'যুদ্ধ জয়ের জন্য গভীরভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ'।

মেয়ারশেইমারের মতে, যদি সত্যিই যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে জড়ায়, তাহলে তারা জেতার জন্য কিংবা ইউক্রেনের পরাজয় ঠেকানোর জন্য মরিয়া হয়ে যাবে। অন্যদিকে, পরাজয়ের মুখোমুখি হলে রাশিয়াও পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে বলে সতর্ক করেছেন তিনি। মেয়ারশেইমার বলেন, আমেরিকান বাহিনী সরাসরি যুদ্ধে জড়ালে এমন একটি পরিস্থিতি সমানে আসতে পারে।

এর আগে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র যেকোনো সময় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে বলে মন্তব্য করেছিলেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার। এমনকি বেইজিংয়ের সঙ্গেও ওয়াশিংটনের যুদ্ধ বাঁধতে পারে বলে মন্তব্য করেছিলেন তিনি।

অবৈধ আটক, গুম ও বন্দিশালা অবিলম্বে

(প্রথম পাতার পর)

আটকসহ চরম মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছিল।

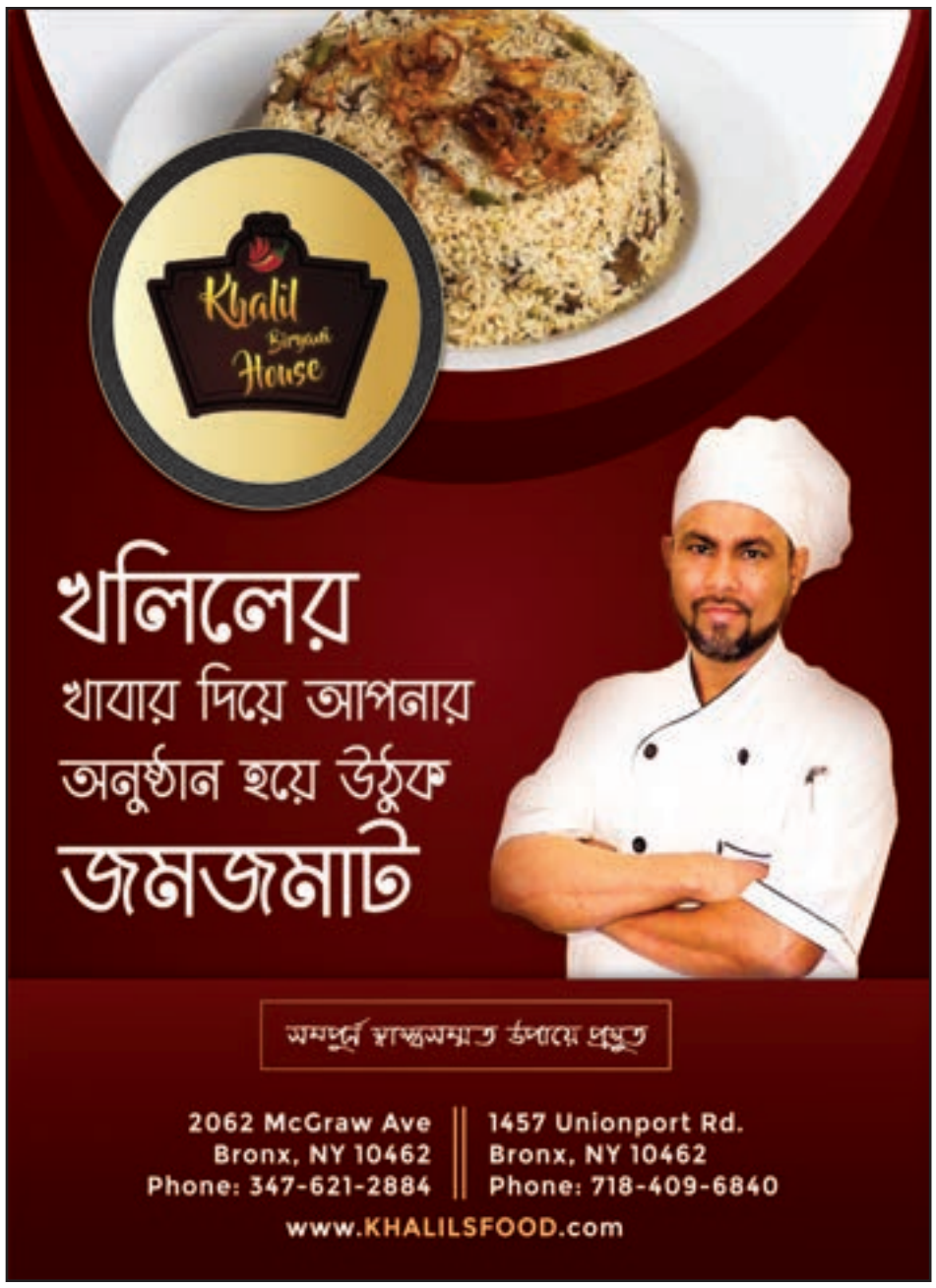
অতিসম্প্রতি সুইডেনভিত্তিক একটি অনলাইন পোর্টাল ও আরো কিছু গণমাধ্যমে গুম ও অবৈধ আটকের শিকার ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার যে বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে তা আমাদেরকে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করেছে। ভুক্তভোগীদের বিবরণে অবৈধ আটক, নির্যাতন ও গুমের ঘটনার সঙ্গে জড়িত কিছু রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা বাহিনী, তাদের কয়েকজন কর্মকর্তা এবং অবৈধ আটক ও গুম করে রাখার কয়েকটি স্থানের সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, যা দেশের নাগরিক বিশেষ করে ভিন্নমতের মানুষের জন্য আতঙ্কজনক বার্তা প্রেরণ করেছে।

আমরা সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী নির্যাতন, গুম এবং অবৈধ আটক সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কোনো ব্যক্তিকে বৈধভাবে আটক করার ক্ষেত্রেও তাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিচারিক আদালতে প্রেরণ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে সংবিধানে। বাংলাদেশের বিভিন্ন আইন এবং যেসব আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তিতে বাংলাদেশ সদস্য হয়েছে সেখানেও ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, মর্যাদা বিরোধী যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়- আমরা অবিলম্বে গুম, নির্যাতন, অবৈধ আটক সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার এবং এসব হীন অপরাধের সাথে জড়িত হিসেবে যেসব কর্মকর্তা এবং এজেন্সির নাম গণমাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে তাদের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট তদন্তের দাবি জানাচ্ছি। আমরা মনে করি, বিশ্বাসযোগ্যতার স্বার্থে এই তদন্তে গুমের ভুক্তভোগী পরিবার, মানবাধিকার সংগঠন এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আমরা একইসঙ্গে গুরুতর মানবাধিকার লংঘনের বিষয়ে তদন্তের জন্য জাতিসংঘের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সফরের জন্য যেসব অনুরোধ জানানো হয়েছে সরকার কর্তৃক সেগুলোর অনুমোদন প্রদান ও বাংলাদেশে তাদের তদন্ত পরিচালনায় পূর্নাঙ্গ সহায়তা দেয়ার দাবি জানাচ্ছি। আমরা মনে করি, অব্যাহত ও পরিকল্পিত গুম, নির্যাতন, অবৈধ আটক শুধুমাত্র গুরুতর মানবাধিকার ও আইনের শাসনের কেবল লংঘন নয়, এগুলো মানবতাবিরোধী অপরাধেরও সমমুল্য।

আমরা বাংলাদেশ সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, বাংলাদেশ মানবতাবিরোধী অপরাধ সংক্রান্ত রোম স্ট্যাটিউটের সদস্য রাষ্ট্র। এ ধরনের অপরাধ বাংলাদেশ রাষ্ট্রে ঘটতে থাকলে তা আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের বিচারযাগ্য বিষয় হতে পারে এবং তা রাষ্ট্রীয় ভাবমূর্তিকে চরমভাবে ক্ষুণ্ন করতে পারে।

বিবৃতিদাতাদের মধ্যে রয়েছেন: মানবাধিকার কর্মী হামিদা হোসেন, সুজনের প্রধান ড. বদিউল আলম মজুমদার, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ড. শাহ্দীন মালিক, সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, অধ্যাপক আলী রীয়াজ, অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, অধ্যাপক আসিফ নজরুল, অধ্যাপক স্বপন আদনান, অধ্যাপক পারভীন হাসান, অধ্যাপক ফিরদৌস আজিম, সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব আলী ইমাম মজুমদার, আলোকচিত্রী শহিদুল আলম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গীতি আরা নাসরিন, ড. সামিনা লুৎফা, ড. শাহনাজ হুদা, আইনজীবী তবারক হোসেইন, মানবাধিকার কর্মী শিরীন হক, হানা শামস আহমেদ, সঞ্জীব দ্রং, অরূপ রাহী, নূর খান লিটন, রেহনুমা আহমেদ, নাসের বখতিয়ার, সুব্রত চৌধুরী, গবেষক ড. নোভা আহমেদ,ও এডভোকেট সালমা আলী।


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com


PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us


অগাস্ট মাসের
প্রাথমিক নির্বাচন
ব্যালটে থাকবে:
• ইউনাইটেড স্টেটস হাউস অব রিপ্রেসেন্টেটিভ
• স্টেট সিনেট
অগ্রিম ভোট: ১৩ অগাস্ট থেকে ২১ অগাস্ট
নির্বাচনের দিন: ২৩ অগাস্ট
নির্বাচনের দিন পর্যন্ত
অপেক্ষা করবেন না।
অগ্রিম ভোট দিন!
• ভোট দেয়ার জন্য আরও নয়টি দিন
• বর্ধিত সময়-সূচী এবং
সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে ভোট দেয়ার সুযোগ
• কম সময়ে এবং সহজে চেক ইন করার জন্য
ফাস্ট পাস ট্যাগটি সাথে করে নিয়ে আসুন
আপনার ভোটকেন্দ্র খুঁজে নিন এবং সময়-সূচী জানুন:
VOTE.NYC অথবা 866-VOTE-NYC নম্বরে কল করুন
VOTE NYC
Board of Elections
City of New York



বিগ বসের সঞ্চালনার জন্য ১ হাজার কোটি রুপি চাইলেন সালমান

বিনোদন ডেস্ক: ছবির বাজার যেমনই হোক, তবু নিজের দাম বাড়াচ্ছেন বলিউড অভিনেতা সালমান খান। 'কাভি ঈদ কাভি দিওয়ালি' মুক্তি পেতে পেতে বছর শেষ। তার আগে বিগ বস ১৬-এর সঞ্চালনা দিয়ে ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে চাইছেন ভাইজান? পারিশ্রমিক হেঁকেছেন ১০০০ কোটি রুপি, যা শুনে চোখ কপালে ব্যবস্থাপকদের। অংকটা যে আগের চেয়ে তিনগুণ বেশি! অতএব নতুন শোয়ের দিনক্ষণের বদলে খবরের শিরোনামে এখন সঞ্চালক স্বয়ং।

বিগ বস ১৫-তে সঞ্চালক হিসেবে সালমানের পারিশ্রমিক ছিল ৩৫০ কোটি রুপি। চলতি বছর অক্টোবরে শুরু হতে চলা বিগ বস ১৬-এর ক্ষেত্রে কেন এমন আকাশছোঁয়া চাহিদা সালমানের, তবে এ বিষয়ে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি পাওয়া যায়নি।

তবে হঠাৎ করেই কি বেশি টাকার প্রয়োজন হয়ে পড়ল ভাইজানের? সে সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সম্প্রতি নিরাপত্তা জোরদার করতে আগ্নেয়াস্ত্র কাছে রাখার আইনি অনুমতি নিয়েছেন সালমান। বুলেটপ্রুফ গাড়িও নাকি কিনেছেন।

সিধু মুসেওয়ালা খুনের পর গ্যাংস্টারদের থেকে প্রতিনিয়ত হুমকি পেতে পেতে ঝুঁকি নিতে চাইছেন না সালমান, ভারতীয় সংবাদ সংস্থা সূত্রে এমনটিই খবর। তবে নিরাপত্তা জোরদার করতে গিয়েই সর্বস্বান্ত হয়ে পড়লেন কিনা অভিনেতা, সে নিয়েও সংশয় দেখা দিচ্ছে।

জানা গেছে, এবারের বিগ বসের আবহে পানি আর পানি। থিমই নাকি মহাসাগর। পাঁচটি ধাপ উত্তীর্ণ হলে তবেই মূল শোতে আসতে পারবেন প্রতিযোগীরা। সেই ধাপগুলো পেরিয়ে বিগ বস ১৬-তে যাদের উপস্থিতি এখনো পর্যন্ত নিশ্চিত বলে ধরা যাচ্ছে, সে তালিকায় আছেন মুনাওয়ার ফারুকী, ফয়সাল শেখ, শিভিন নারং এবং ভিভিয়ান সেনা। এ ছাড়া প্রতিযোগীদের মধ্যে পুনম পান্ডে, অঞ্জলি অরোরা, অঙ্কিতা লোখান্ডে, শাইনি অহুজার মতো আরও বহু তারকা তাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ধরা দেবেন ক্যামেরার সামনে।

সিঙ্গাপুর থেকে ফারুকের বার্তা



বিনোদন ডেস্ক: আকবর হোসেন পাঠান ফারুক। চিত্রনায়ক, পরিচালক, প্রযোজক একাধিক পরিচয়ে পরিচিত তিনি। সব ছাপিয়ে ভক্তদের কাছে 'মিয়া ভাই' হিসেবেই তার পরিচিতি। পাশাপাশি ঢাকা-১৭ আসনের সংসদ সদস্য তিনি। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি অসুস্থ। সিঙ্গাপুরে মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। গত ১৮ আগস্ট ছিল এ কিংবদন্তি নায়কের জন্মদিন। তবে দিনটি সিঙ্গাপুরে মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে কাটাতে হয়েছে তাকে। এদিকে ৭৫-এর ১৫ আগস্টের পর থেকে জন্মদিন পালন করেন না ফারুক। তবে অনেকদিন পর তিনি হাসপাতাল থেকে একটি ভিডিও বার্তা শেয়ার করেছেন।

সেখানে এই চিত্রনায়ক বলেন, আমার জন্মদিনকে সামনে রেখে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানাই। সবার কাছে আমার অনুরোধ, গুজবে কান দেবেন না। আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। ইনশাআল্লাহ, আমি খুব শিগগিরই দেশে ফিরবো। সিঙ্গাপুর থেকে পাঠানো ভিডিওতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন ফারুক। সেইসঙ্গে দেশবাসীর কাছে দোয়া প্রার্থনা করে তিনি আরও বলেন, দেশের মানুষের ভালোবাসা ফারুক কোনোদিন ভুলবে না। দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে আমি দোয়া চাই যেন খুব তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে আসতে পারি।

গত বছরের ৪ মার্চ নিয়মিত চেকআপের জন্য সিঙ্গাপুর যান এই সংসদ সদস্য। সেখানে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে সেখানে অবস্থান করেই চিকিৎসা নিতে থাকেন। এইচ আকবর পরিচালিত 'জলছবি' সিনেমার মাধ্যমে ফারুকের চলচ্চিত্র ক্যারিয়ার শুরু। অভিনয়ের জন্য ১৯ বার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন তিনি। ২০১৬ সালে তাকে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে আজীবন সম্মাননায় ভূষিত করা হয়।

শাকিব এলেন, অপু গেলেন

বিনোদন ডেস্ক: ঢালিউড কিং শাকিব খান দীর্ঘ ৯ মাস পর গত ১৭ আগষ্ট বুধবার দুপুর ১টায় ঢাকায় ফিরেছেন। অন্যদিকে ঢালিউড কুইন অপু বিশ্বাস ঠিক একই সময়ে ঢাকা থেকে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেন। দুজনই এক দিনে ঢাকায় ফেরা ও ঢাকা ত্যাগ করাটা কাকতালীয় বলে জানিয়েছেন অপু বিশ্বাস। তিনি বুধবার বিকেলে কলকাতা থেকে মুঠোফোনে বলেন, 'আমি আগে থেকেই পরিকল্পনা করে রেখেছিলাম"।

গত তিন দিন টানা 'ছায়াবৃক্ষ'র ডাবিং শেষ করেছি। কারণ কলকাতায় এক সপ্তাহ ধরে 'আজকের শর্টকাট' ছবির প্রচারণায় অংশ নিতে হবে। যদিও আগে ছবিটির নাম ছিল 'শর্টকাট', সেটি এখন পরিবর্তন করা হয়েছে। আমি গত সপ্তাহেই বিমানের টিকিট কেটে রেখেছিলাম। এখানে শাকিব খানের দেশে ফেরার সঙ্গে আমার দেশত্যাগের কোনো সম্পর্ক নেই। আমি কলকাতা থাকব ২৫ আগস্ট পর্যন্ত।"

এদিকে শাকিব খানকে অভ্যর্থনা জানাতে হাজার হাজার ভক্ত সকাল থেকে জড়ো হন হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরে। পোস্টার, ব্যানার ও ফুল নিয়ে হাজির হন তাঁরা। কম যাননি চলচ্চিত্রসংশ্লিষ্টরাও। পরিচালক, প্রযোজক থেকে শুরু করে প্রডাকশন ম্যানেজার, মেকআপম্যান–সবাই ছিলেন শাকিবের অপেক্ষায়। কয়েকজন নারী ভক্তও হাজির হয়েছিলেন প্রিয় অভিনেতাকে এক পলক সামনে থেকে দেখার জন্য। কেউ কেউ 'হিরো দ্য সুপারস্টার'কে দেখে আনন্দে কেঁদেও ফেলেন। শাকিব দেশে ফিরেই জানিয়েছেন, অনেক পরিকল্পনা হাতে আছে তাঁর। ধীরে ধীরে সবাইকে জানাবেন সেগুলো। আপাতত অপেক্ষা করতে হবে।

শাকিব গণমাধ্যমকে বলেন, 'আপনারা সবাই আমাকে এত মিস করেছেন, এত ভালোবেসেছেন, সত্যিই আমি মুগ্ধ। এত দিন আমিও আপনাদের মিস করেছি। আপনাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষায় ছিলাম। বিমানে বারবার জিজ্ঞেস করছিলাম ঢাকায় পৌঁছতে আর কতক্ষণ!'



ছেলের পছন্দের নানা পদের খাবার রান্না করলেন শাকিবের মা

বিনোদন ডেস্ক: চিত্রনায়ক শাকিব খান সব সময় বলে থাকেন, 'ভক্তরাই আমার সব। আমি যা-ই হয়েছি, সব ভক্তদের কারণেই। আমার সুসময় ও দুঃসময়ে তারাই পাশে ছিল।' শাকিবের সেই ভক্তরাই ৯ মাস পর দেশে ফেরা শাকিবকে বিমানবন্দরে বরণ করে নিলেন।

দীর্ঘ ৯ মাস পর গগ ১৭ আগষ্ট বুধবার দুপুরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে ফিরেছেন শাকিব খান। প্রিয় নায়কের আগমনের খবরে বুধবার সকাল থেকে বিমানবন্দরের ভিআইপি গেট, ২ নম্বর টার্মিনাল ও বিমানবন্দরের উল্টোপাশের সড়কে ভক্ত-শুভাকাঙ্খীরা ভিড় করেন। কাছ থেকে একনজর দেখা কিংবা ছুঁয়ে দেখার আশায় রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে তাঁরা অপেক্ষা করেছিলেন। ভক্তদের নিরাশও করেননি শাকিব খান। কথা বলেছেন, তাঁদের ভালোবাসায় বরাবরের মতো নিজেও আপ্লুত হয়েছেন। শাকিব এতটাই আপ্লুত ছিলেন, ছুটে আসা ভক্তদের সঙ্গে সেলফিও তোলেন, যেমনটা সচরাচর তাঁকে দেখা যায় না।

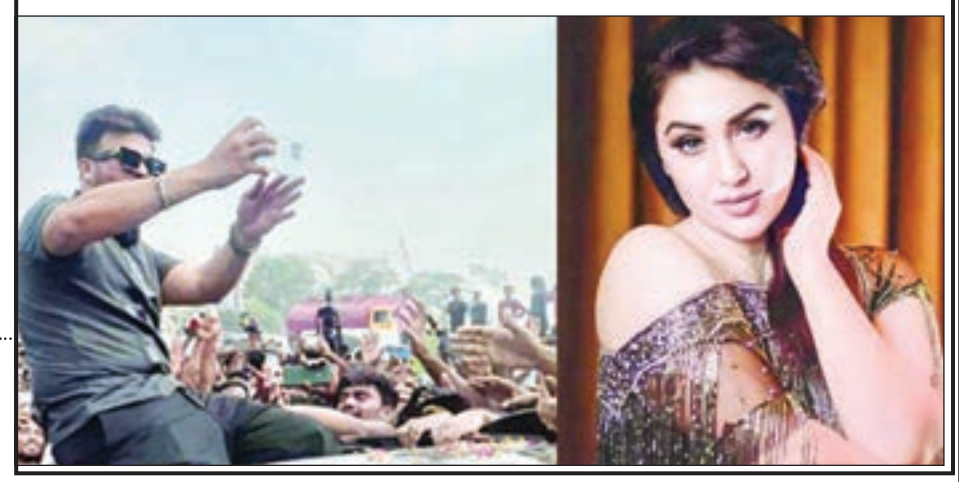


বেলা ঠিক ১টা ৪ মিনিটে শাকিব খান ভিআইপি লাউঞ্জে এসে পৌঁছান। বিমানবন্দরে নেমে শাকিব বলেন, 'মনটা খুব ছটফট করছিল। কখন দেশের মাটিতে নিশ্বাস নেব। পরিচিত ও চেনা মুখগুলো দেখার অপেক্ষায় ছিলাম। শাকিবকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান তাঁর ছোট বোনের স্বামী আসিফ ওয়াহিদ ও চাচাতো ভাই মনির জামান।

বিমানবন্দরে যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে শাকিব খান যখন বাইরে বের হন, তখন বেলা দেড়টা বাজে। তার আগে থেকে নানা ধরনের লেখা সংবলিত ব্যানার ও ফেস্টুন নিয়ে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সকাল নয়টা থেকে অপেক্ষা করছিলেন শাকিব খানের ভক্তরা।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে ভক্তদের সংখ্যাও। ভক্ত ও গণমাধ্যমকর্মীদের উদ্দেশে শাকিব খান বলেন, 'আপনারা সবাই যে আমাকে এতটা মিস করেছেন, ভালোবেসেছেন–সত্যিই মুগ্ধ। আপনাদের এত দিন আমি ভীষণ মিস করেছি। আমার সব ভক্ত আমাকে যে ভালোবাসেন, এটা জানতাম। আমার খারাপ ও ভালো সময়ে তাঁরা পাশে ছিলেন। কিন্তু তাঁরা যে আমাকে এতটা ভালোবাসেন, দেশের বাইরে থাকার পর এই উপলব্ধি নতুন করে হয়েছে। সবার এই ভালোবাসার মূল্য কীভাবে দেব বা এর কী মূল্যায়ন হওয়া উচিত, তা আমার জানা নেই। এই ভালোবাসার কাছে আমার মাথা সব সময় নত হয়ে আসে।'

বিমানবন্দর থেকে বাসায় ফেরার পথে শাকিবকে ফোন করে তাঁর ছেলে আব্রাম খান। ছেলের সঙ্গে ভিডিওকলে কথাও বলেন তিনি। বাবার সঙ্গে যখন কথা বলছিল, তখন স্কুল থেকে বসুন্ধরার বাসায় ফিরছিল সে। বিকেল চারটার পর বাবার সঙ্গে দেখা করতে গুলশানের বাসায় আসে সে। বাবা-ছেলে কিছু সময় একসঙ্গে কাটায়ও।এদিকে ৯ মাস পর ছেলের দেশে ফেরার খবরে শাকিবের মা রেজিয়া বেগম তাঁর ছেলের পছন্দের নানা পদের খাবার রান্না করেন। দুপুরের খাবারের এ তালিকায় ছিল টমেটো দিয়ে টেংরা মাছ, লাউশাক, চিংড়ি দিয়ে বরবটি এবং আলু দিয়ে গরুর মাংস। শাকিব তাঁর গুলশানের বাসায় ফিরেই বাবা-মায়ের পা ছুঁয়ে সালাম করেন। ছেলেকে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেন তাঁরা। ছোট বোন মনিও তাঁর সন্তানদের নিয়ে এসেছিলেন ভাইয়ের ঢাকায় ফেরার খবরে। বোনকেও জড়িয়ে ধরে আদর করেন শাকিব। বাসায় তৈরি হয় আবেগঘন এক পরিবেশ। একটা পর্যায়ে ফ্রেশ হয়ে সবাই মিলে একসঙ্গে দুপুরের খাবার খেতে বসেন। শাকিব জানান, 'লম্বা ভ্রমণের ক্লান্তি পেয়ে বসেছে। আজ (বুধবার) একটু বিশ্রাম নেব। কাল থেকে নতুন কাজের পরিকল্পনায় নেমে পড়তে হবে।'



অশ্লীল নায়িকার তকমা, মুনমুনের আক্ষেপ

বিনোদন ডেস্ক: ৯০'র দশকে লেডি অ্যাকশন সিনেমায় নিজেকে মেলে ধরেছিলেন চিত্রনায়িকা মুনমুন। এ ঘরানার সিনেমায় সফলতা পেলেও তার নামের সঙ্গে জুড়ে যায় 'অশ্লীল নায়িকা'র তকমা। বিষয়টি নিয়ে মুনমুন আক্ষেপের সুরে বলেন, আমি এমন একটা সময় চলচ্চিত্রে নাম লিখিয়েছিলাম যখন সিনেমার রমরমা অবস্থা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বলতে হয় অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অশ্লীলতা গ্রাস করতে শুরু করলো চলচ্চিত্রকে। আমিও এ সংকটের মধ্যে পড়ে গেলাম। আমার সরলতার সুযোগ নিয়ে কিছু অসাধু নির্মাতা লেডি অ্যাকশন ফর্মুলায় সিনেমা বানিয়ে পোশাকে, ক্যামেরার অ্যাঙ্গেলে কিংবা গানের দৃশ্যে অশ্লীলতা ঢুকিয়ে দিতেন। আমার অভিনীত সিনেমায় এমন দৃশ্য সংযোজন করে দিতো যে দৃশ্যে আমি অভিনয় করিনি। নারী শিল্পীকে যারা ওই সময় পণ্য হিসেবে ব্যবহার করেছেন পর্দায় তারা বেশিরভাগই আজ আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সেসব পরিচালক এর নাম আজও সবাই ঘৃণার সঙ্গেই স্মরণ করেন। মুনমুন আক্ষেপের সুরে বলেন, শিল্পী হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ছিল সে সময় প্রতিবাদ করা।

কিন্তু করতে পারিনি। কারণ ওইসব প্রযোজক-পরিচালক কিছু অসাধু প্রশাসনিক লোক ও মাফিয়াদের সাঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতেন। আমি তখন অসহায় ছিলাম। এখনতো সার্কাস করছেন? তার অবস্থা কি? মুনমুন বলেন, সার্কাসে যখন আমার জনপ্রিয় সিনেমার গানের সঙ্গে অভিনয় করি সাধারণ দর্শক উল্লাসে ফেটে পড়ে। মুনমুনকে এক নজর কাছাকাছি দেখার জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নারী-পুরুষ সার্কাস দেখতে আসেন। আমি নিজেও এ কাজকে ভালোবেসে ফেলেছি। মানুষের ভালোবাসা সরাসরি পাচ্ছি। এর চেয়ে বেশি আর কি চাওয়ার আছে। এদিকে মুনমুন জানালেন, চলতি মাসের ১৩ তারিখ কাশেম মন্ডলের 'এক বিন্দু ভালোবাসা' সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন তিনি। মুনমুন বলেন, এ ছবির কাজ শুরু করবো চলতি মাসের ১৯ তারিখ থেকে।



২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান

South East Group

আমরা শত শত প্রবাসীর ক্রেডিট লাইন
রিপেয়ার করে ঘরে শান্তি ফিরিয়ে এনেছি।

Southeast USA Group Inc.

জ্যাকসন হাইটসঃ
74-09 37th Avenue, Suite# 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

ব্রংক্সঃ
1445 Unionport Road, Bronx, NY.
পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

e-mail: usa.bd54@gmail.com

বাংলাদেশে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ২২০০ পরিবারে খাবার দিয়েছি, আপনারাও দিন।

আপনজনদের দুর্ভোগ মোকাবিলায় আত্মত্যাগের যোগ্যতা একটি বিরল বৈশিষ্ট্য, আল্লাহর বিশেষ পুরস্কার। আমরা এই মহাপুরস্কারের অধিকারী হতে চাই।


বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থদের খাদ্য বিতরণ

সিলেট ও সুনামগঞ্জ আবারও প্লাবিত



ABU ZAFAR MAHMOOD
CEO & President
646-769-0966
netlake111@gmail.com
ceo@alegracare.com

বাঁচতে হলে লড়তে হয়
যে লড়াই বাচাঁর লড়াই
সে লড়াইয়ে জিততে হবে


বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থদের ঘরে ঘরে খাদ্য বিতরণ

মানুষ মানুষের জন্যে দেশপ্রেম স্বদেশের জন্যে

" দুর্যোগে-দুর্দশা-বিপদে থাকতে হবে এক সাথে। দরদ ও সেবা পরিবার এবং সমাজের নিবিড় বন্ধনের প্রধান প্রমাণ। দরদ ও ভালোবাসাহীন কর্মকান্ডে মনুষ্যত্ব নেই "


বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থদের ঘরে ঘরে খাদ্য বিতরণ

সিলেট ও সুনামগঞ্জে যোগাযোগঃ কবির মিয়া
০১৭১৯৩২৭৬৪০ (বিকাশ)
লেইক সিটি, আখালি, সিলেট শহর

BANGLA CDPAP SERVICES

বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ইন্ক
অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইন্ক

ALEGRA HOME CARE INC.

banglacdpap.com alegracare.com 888-212-3237 (Toll Free)



সাহিত্য সাময়িকী

পেন্ডুরার বাক্স
রুহুল কাদের

কেবল খসে যায়নি, আমি তো ঋণী
উড়তে উড়তে গজিয়েছে
মনডানায় কিছু সোনার পালক;
লোভের মোয়া ঝুলিয়ে পারো টানতে
অবোধ,সুবোধ মানুষ
প্রশংসা করি, তুমি এমন দক্ষ চালক।

তোমার প্রেম তুমি রাখো। আমার
দিব্যি কেটে যায়
আটপৌরে কাজে ব্যস্ত দিন;
অন্তত জীবনটা তো নিজের আছে
তালকানা কুহক ছেড়ে।

ভালুকের থাবায় হয়নি পূর্ণ লীন-

দুর্নামের দুর্গন্ধ ধুয়েটুয়ে নিতে
বাজার থেকে কিনব
ফেনার ঢেউ তোলা নতুন লাক্স,
তোমার কিছুই আমি চাইনা আর
দোহাই বন্ধ রাখো-
গোঁজামিলে ভরা পেন্ডুরার বাক্স।

সোনালী ডানার কিশোরী
শেখর ভট্টাচার্য

লতানো দেহ নিয়ে উজ্জ্বল কিশোরী এক,
দড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে যায়।
হাওয়ার ঢেউয়ের ক্রোড়ে বসে, নির্ভয়ে
উড়ে চলে সোনালী ডানায়।

ঘুমোয় দড়ির ওপর, নৃত্য করে উথাল, পাথাল,
বাতাসে শয্যা তার,আকাশটা চাঁদোয়ার পাল।
প্রকৃতি স্বজন যার, দিগন্তে হারাতে নেই ভয়
জীবন সূর্য হলেও মুঠোতে তাকে নিতে হয়।

জীবন জীবন হলে মুখ হতো, এক থালা চাঁদ,
জীবন দড়ির মতো প্রতিক্ষণ পেতে রাখে ফাঁদ।

মহাকর্ষ বল তাকে নিয়ে যায় হাড়ির ভেতর,
ভারসাম্য খেলার স্রোতে বয়ে যায় উচ্ছল কৈশোর।

‘যদিও গোলপাতা গোল নয়’
হিলারী হিটলার আভী

কানাডা থেকে ডক্টরেট নিয়ে এসে শুধু-ই ম্যাপল পাতার
সৌন্দর্যের কথা বলছেন!
সুন্দরবনের গোলপাতার সৌন্দর্যের কথা তো
একবারও বললেন না!

যদিও গোলপাতা গোল নয়!

জীবন বৃক্ষের ঐশ্বর্য
উৎসর্গ: হলুদ পাখিকে
রকি মাহমুদ

অণুক্ষণ তোমার নিভৃতে আমি হব নিবিড় নিরুদ্দেশ
জীবন বৃক্ষের ঐশ্বর্যের উদ্যানে তুমি সৌভাগ্যের বসতি।
নিয়তির নির্যাতনে ক্রমশ ম্রিয়মান বিবেকী বিশ্বাস
স্বৈরিণী সময় দ্রোহের চিতায় পোড়ায় হলুদিয়া বসন
নিদ্রাভিভূত মধ্যরাত বেদনার উৎসবে ছড়ায় নীল দীর্ঘশ্বাস।
মনোভূমি পোড়াতে পারদর্শী চাঁদ অবজ্ঞার খিলখিল হাসি
অনিবার্য আততায়ী হয়ে বিপুলোৎসায়ে কেড়ে নেয় স্বপ্ন
তবু, আড়ষ্ট আবেগে পাপড়ি মেলে ভীষণ অন্য রকম পাপ।

আত্মীয়তা
কালের লিখন

ছোটো হতে হতে-
তেলাপোকার বন্ধু হয়ে গেছি;
মাটি কামড় পড়ে আছি শামুকের মতো।
আঙুলের ফাঁক গলে মিহিদানার বালু হয়ে
ঝরঝর ঝরে গেছে ভালোবাসা যতো।

যেভাবে অনাবৃত ক্ষ্যাপা-ঢেউ-
আছড়ে পড়ে সামান্য মানুষের পায়ে;
সেভাবেই কতদিন মাথা-ঠুকেছি।

ভুল-মানুষের পায়ের কাছে বসে
অবনত হয়েছি শৈল্পিক আবর্জনার স্তূপে।
ফুল ভেবে অনন্তকাল শুশ্রুষা দিয়ে গেছি
বিষকাঁঠালির ঝোপে।

ঠোঁটের কাছে ধরেছি যে মধুপাত্র
চুম্বনে খুঁজেছি যার নিঃশ্বাসের ঘ্রাণ।
সে আমার ছিল না কোনোদিন-
ভুলসুরে গেয়ে গেছি জগদ্বিখ্যাত গান।
ভুল-নামে ডেকে গেছি কোটিকোটি বার
জোছনা ভেবে যাকে জড়িয়েছি বুকে-
তার হৃদয়ে বিকাশ হয়েছে অনন্ত আঁধার।

বড়ো হতে হতে-
আরও বেশি ছোটো হয়ে গেছি
মানুষের চেয়ে এখন মশা-মাছিই প্রিয়;
বেড়াল আমার প্রতিবেশী-
বৃক্ষেরা এখন আমার পরম আত্মীয়।

কফিন ঘর
সুমন বনিক

দিন-রাতের কোনো ফারাক নেই
নেই কোনো ক্ষণমাপকযন্ত্র;
কতিপয় লাশের আকাঙ্খা নিয়ে
ভোরের সূর্য ওঠে
কতিপয় লাশের অপেক্ষায়-থেকে
সন্ধ্যামালতি ফোটে,

তাই কফিন ঘরের কপাট থেকেও নেই!

কফিনের আছে কতো রকমফের
আছে জমকালো আভিজাত্যের ছাপ,
কফিনের ভেতরের লাশ জানে-না
দুনিয়াদারির খবর। সে তখন
জড়-নশ্বর, শুধু মানুষের-দায়

কফিনবন্দি লোকটি কালের শকটে
চড়ে, স্বজনের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে
মাটির ঘরে শয্যা-পাতে, সে-কি তা জানত!

জীবনভর জৌলুসের দরিয়ায় ভেসে-ভেসে
কফিন শব্দটি-ই বেমালুম ভুলে গেছে সে।

রাত্রির প্রতীক
শারমিন সুলতানা রীনা

সুনশান নিরবতা তোমার ঘরে
আমার হৃদয়ে তার প্রকট প্রভাব
পূরাণ ও ইতিহাসের যুগল সেই নাম
মুছে গেলো প্রাগৈতিহাসিক কালের লিখনে

কতটা ক্ষয়ে গেলে বদলে যায় পাথরের রূপ

রাত্রির যাত্রী হয়ে পাঠ করি নিস্তব্ধতা
তোমার নিরবতার কাছে হার মেনে
এক বুক হাহাকার নিয়ে ফিরে আসি
বদ্ধ কপাটের এপাশে

নিজের কাছেই হই অবিচল হিমালয়
বোধের নোনা জলে সেরে নেই স্নান
ধ্যানগ্রস্থ ঋষি আটকে রাখতে চাও
সময়ের কাটা
সময় অস্থির প্রবঞ্চক
মানে না নিয়মের ধার

ভুলে গেছো তুমি ভালোবাসার ব্যাকরণ
আর আমি তার চর্চা করে যাই
এক মহাকাল রাত্রির প্রতীক হয়ে।

FIGHTING FOR OUR COMMUNITY EVERY DAY

কংগ্রেসম্যান হাকিম জাফরি কমিউনিটির সার্থে লড়াই করছেন প্রতিদিন



Congressman Hakeem Jeffries is fighting for:

কংগ্রেসম্যান হাকিম জাফরি যে বিষয়গুলোর জন্য লড়ছেন

Affordable Housing

Hakeem is a true affordable housing champion. He is fighting hard to build and protect apartment units and homes that everyday New Yorkers can afford.

সাধ্যের মধ্যে বাসা

সাশ্রয়ী মূল্যের বাড়ি সংক্রান্ত বিষয়ে হাকিম একজন সত্যিকারের চ্যাম্পিয়ন। হাকিম ভীষণভাবে এপার্টমেন্ট আর বাড়ি তৈরি এবং সুরক্ষার জন্য সারাক্ষণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন

Safe Communities

Hakeem is tirelessly working to combat gun violence, strengthen the relationship between the police and our community, and reform the criminal justice system.

নিরাপদ পরিবেশ

বন্দুকবাজদের হিংস্রতা মোকাবেলা, পুলিশ এবং কমিউনিটির মধ্যে সম্পর্ক জোরদার, এবং ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য নিরন্তর কাজ করছেন হাকিম

Lower Costs

Hakeem is working hard to lower child care costs, healthcare costs, education costs, and the high price of lifesaving prescription drugs.

কম খরচ

চাইল্ড কেয়ার, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং জীবন রক্ষাকারী প্রেসক্রিপশন ওষুধের মূল্য কমাতে কঠোর পিরশ্রম করেছন হাকিম।

Congressional Primary Day is August 23rd

কংগ্রেসনাল প্রাইমারি নির্বাচনের দিন হল ২৩শে আগস্ট

EARLY VOTING PERIOD

August 13th – August 21st

১৩ই অগাস্ট-২১শে আগস্ট

VOTE IN PERSON OR BY MAIL

To find your polling site, call 1-866-VOTE-NYC or visit vote.nyc

নিজে গিয়ে অথবা মেইল ভেলটে ভোট দিন
আপনার পেলিং এর জায়গা জানতে ফোন করুন 1-866-VOTE-NYC অথবা যান vote.nyc তে



VOTE HAKEEM FOR THE PEOPLE JEFFRIES

Paid for by Jeffries for Congress

GOLDEN AGE
HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

হোম কেয়ার

HHA/PCA & CDPAP SERVICE



যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন

প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি





সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা

CALL: (718) 775-7852



SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396

Email: info@goldenagehomecare.com

Jackson Hts Office	Bronx Office	Yonkers Office	Jamaica Ave. Office
71-24 35th Avenue	831 Burke Avenue	558 E Kimball Ave	180-15 Jamaica Ave
Jackson Hts, NY 11372	Bronx, NY 10467	Yonkers, NY 10704	Jamaica, NY 11432
Ph: 718-775-7852	Ph: 347-449-5983	Ph: 718-844-4092	Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115	Fax: 347-275-9834	Fax: 917-396-4115	Fax: 917-396-4115

www.goldenagehomecare.com



সংবাদ সম্মেলনে মাহবুবুর রহমান টুকু

জেবিবিএ'র মামলা খারিজের তথ্য সঠিক নয়

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কে বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের অন্যতম সংগঠন জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন-জেবিবিএ'র নির্বাচন ঘিরে দায়ের করা মামলা আদালতে 'খারিজ হয়ে গেছে' বলে নির্বাচিত সভাপতি গিয়াস আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক তারেক হাসান খান কমিটির দাবি সঠিক নয় বলে দাবী করেছেন মামলার বাদী মাহবুবুর রহমান টুকু। বিভক্ত জেবিবিএ'র ঐ নির্বাচনে সভাপতি পদপ্রার্থী মাহবুবুর রহমান টুকু এক সংবাদ সম্মেলনে তাদের দাবীর স্বপক্ষে আইনগত অবস্থানের কথা জানান। গত ১৬ আগস্ট মঙ্গলবার জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মাহবুবুর রহমান টুকু। প্রশ্ন উত্তর পর্বে তাকে সহযোগিতা করেন তার ল' ফার্ম-এর প্রতিনিধি জ্যাকব মিল্টন।

সংবাদ সম্মেলনে মাহবুবুর রহমান টুকু বলেন, জেবিবিএর গত নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে কুইন্স কাউন্টি সুপ্রিম কোর্টে আমি একটি মামলা দায়ের করেছিলাম। মামলা দায়ের করার পর আমার ল' ফার্ম বিবাদীদেরকে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বরাবরে ডকুমেন্ট সার্ভ করে। যেহেতু নির্বাচনকালীন সময়ে সকল করেসপন্ডেন্স প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বরাবরের হয়। পাশাপাশি, আমার ল' ফার্ম জ্যাকসন হাইটসে অবস্থিত সকল বিবাদীকেও তাদের নিজ নিজ ঠিকানায় সার্ভ করে। পরবর্তীতে বিবাদীরা যথাসময়ে মামলার জবাব দিতে ব্যর্থ হলে আমার ল' ফার্ম বিবাদীদের বিরুদ্ধে ডিফল্ট জাজমেন্টের আবেদন করলে বিবাদীগণ উপায়ন্তর না পেয়ে একযোগে আদালতে গিয়ে দাবি করে যে আমার ল' ফার্ম তাদেরকে যথাসময়ে নোটিশ সার্ভ করেনি। বিষয়টি নিরসনের লক্ষ্যে কোর্ট একটি শুনানির ব্যবস্থা করে। শুনানির পর বিজ্ঞ আদালত মামলাটি পুনরায় ফাইল করে বিবাদীদেরকে সার্ভ করার উপদেশ দেন। কোর্টের এই মতামতকে কার্যকর করার লক্ষ্যে আমার অ্যাটর্নি গত ১৫ আগস্ট মামলাটি পুনরায় ফাইল করে এবং বিবাদীদেরকে পুনরায় সার্ভ করা হয়। তিনি বলেন, আদালতের বিচারিক নিয়ম অনুযায়ী আমার অ্যাটর্নিকে পুরানো মামলাটি উঠিয়ে নতুন মামল করতে বলা হলে সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়া হয়।

মাহবুবুর রহমান টুকু বলেন, মামলার ব্যপারে আদালত আমাদের বা ল' ফার্মকে কোনো প্রকার ভর্ৎসনা বা জরিমানা করেনি। গত সপ্তাহে বিবাদীদের সংবাদ সম্মলনে দাবি করা হয়েছিল যে, মামলাটি ডিসমিস হয়ে গেছে। যা ছিল মিথ্যা। বলা হয়েছিল যে, উক্ত মামলার ব্যপারে আমাকে এবং আমার অ্যাটর্নিকে কোর্ট ভর্ৎসনা করেছে। সেটাও ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা। তিনি বলেন, জেবিবিএ'র অনিয়ম এবং অব্যবস্থাপনা নিয়ে বিবাদীরা আদালতের সম্মুখীন হওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

ক্রেনচালকসহ ৯ জন গ্রেফতার

(৩৪ পাতার পর)

হৃদয়বিদারক অবস্থার সৃষ্টি হয়। নিহতদের লাশ একনজর দেখতে ছুটে আসেন শত শত নারী-পুরুষ। এ সময় স্বজনদের কান্না ও আহাজারিতে এলাকার বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। মর্মান্তিক এ মৃত্যু কোনোভাবেই মানতে পারছেন না এলাকাবাসী।

নিহত ঝর্ণার ছোট ভাই আফরান মন্ডল বাবু বলেন, 'আমার দুই বোন ও ভাগ্নিদেরকে হত্যা করা হয়েছে। সরকারের কাছে আমি এর বিচার চাই।'

নিহত ঝর্ণা ও ফাহিমার বাবা আব্দুর রশীদ বলেন, 'আমার দুই মেয়ে ও নাতি-নাতনির হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেফতার করতে হবে। তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।'

দুই সন্তান ও স্ত্রীকে হারিয়ে পাগলপ্রায় জাহিদুল ইসলাম। কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, 'গত বৃহস্পতিবার স্ত্রীর বড় বোন ফাহিমার মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে স্ত্রী ঝর্ণা দুই শিশু সন্তান জান্নাত ও জাকারিয়াকে নিয়ে ঢাকার আশুলিয়ায় যাই। শনিবার বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর জরুরি কাজ থাকায় জামালপুরে ফিরে আসি। ঢাকাতেই রয়ে যায় দুই সন্তান ও স্ত্রী ঝর্ণা। আসার সময় ওদের বলে এসেছিলাম তোমরা ঢাকাতেই থাকো। আমি শুক্রবার তোমাদের এসে বাড়িতে নিয়ে যাব। কিন্তু সময়ের অপেক্ষা কেউ করল না। মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় সবাই আমাকে ফেলে চলে গেল।'

এদিকে বিআরটি প্রকল্পের ক্রেন থেকে গার্ডার ছিটকে পড়ে প্রাইভেটকারে থাকা পাঁচ যাত্রী নিহতের ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলার ছায়াতদন্ত করছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। বুধবার দুপুরে রাজধানীর মিন্টো রোডে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (গোয়েন্দা) মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School
• Free Pick Up & Drop off
• 5, 10, 15 Lesson Packages
• 5 Hours Class & Certificate
• Car for Road Test
• Early Road Test Appointments (Any day)
• Special for Nervous Students!
SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!
BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সি

জরুরি ভিত্তিতে ইমাম নিয়োগ

IMAM WANTED

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সিতে জরুরিভিত্তিতে একজন পূর্ণকালীন ইমাম আবশ্যক।

প্রয়োজনীয় যোগ্যতা:

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা:

- কওমি মাদ্রাসা থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি- সার্টিফিকেশন প্রয়োজন
- পবিত্র কুরআনের হাফিজ (অগ্রাধিকার)
- কুরআন, হাদিস এবং ইসলামী ফিকহের উপর ব্যাপক জ্ঞান
- চমৎকার যোগাযোগ এবং সর্ব স্তরের মানুষের সাথে যোগাযোগে পারদর্শী
- যুবক সহ সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে সাবলীল ও দক্ষভাবে যোগাযোগ করার ক্ষমতা
- ইমাম হিসাবে নুন্যতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা-সার্টিফিকেশন এবং রেফারেন্স প্রয়োজন
- ইংরেজি, বাংলা এবং আরবি ভাষায় সাবলীল/পারদর্শী।

রেসিডেন্সি:

- যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অথবা যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বৈধ বাসিন্দা

কাজের ধরন এবং বেতন ও সযোগ সুবিধা:

- ফুল-টাইম (স্থায়ী)
- যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বেতন এবং বাসস্থানের সুব্যবস্থা আছে।

অপরিহার্য দায়িত্ব:

- প্রতিদিনের প্রতি ওয়াক্তের নামাজ, জুমা, জানাযা এবং ঈদের নামাজের ইমামতি করতে হবে।
- বাচ্চাদের জন্য উইকেন্ড ক্লাস পরিচালনা করা
- বাচ্চাদের জন্য সামার/গ্রীষ্মকালীন প্রোগ্রামের পরিচালনা করা
- প্রাপ্তবয়স্কদের জন সাপ্তাহিক তাফসীর প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে হবে
- ফিউন্যারেল সার্ভিস এবং কাউন্সেলিং পরিষেবা প্রদান

কমিউটিনেক ধর্মীয় উপদেশ প্রদান করতে হবে।

আগ্রহী প্রার্থীরা জীবনবৃত্তান্ত পাঠিয়ে আবেদন করতে পারেন:

ifnj2022@gmail.com

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য: সেলিম খালিক @ (973) 332-7721
বা সালেহ গনি @ (201) 704-8142

বৈশ্বিক জ্বালানি রাজনীতির নতুন বিন্যাস

শুভ কিবরিয়া

ইউক্রেনে যুদ্ধ বাধিয়ে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভদ্মাদিমির পুতিন ঠিক কী অর্জন করতে চাচ্ছেন, সেটা এখনও পরিষ্কার নয়। কিন্তু পুতিন যে আমেরিকার জন্য একটা বড় সুযোগ তৈরি করে দিয়েছেন- সেটা স্পষ্ট। যুদ্ধ যত প্রলম্বিত হচ্ছে, ততই পরিষ্কার হচ্ছে- বৈশ্বিক জ্বালানি রাজনীতির ফাঁকা মাঠে রক্তপাতের ঝুঁকি ছাড়াই বড় সুযোগ বাগিয়ে নিয়ে নিচ্ছে আমেরিকা। পুতিন চাইলেও কি এ যুদ্ধ থামাতে পারবেন? মনে হয় না।

আমেরিকা কীভাবে এই যুদ্ধ থেকে লাভবান হচ্ছে? ওবিশ্ব মোড়ল্ল আমেরিকার বহুদিনের ভাবমূর্তি থেকে বেরিয়ে ওআমেরিকা ফার্স্ট নীতির মৌলবাদী-শ্বেতাঙ্গবাদী আমেরিকার ভাবমূর্তি খুব সফলভাবেই তৈরি করতে পেরেছিলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বাইডেন প্রশাসনের প্রথম কাজ ছিল ট্রাম্প জমানার সেই শ্বেতাঙ্গবাদী আমেরিকার ভাবমূর্তির পরিবর্তন। তাদের লক্ষ্য ছিল আবার বিশ্বব্যাপী আমেরিকার রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক শ্রেষ্ঠত্ব ফিরিয়ে আনা। বিশ্ব মোড়ল কিংবা বিশ্বের কথিত অভিভাবক সাজা আমেরিকার পুরোনো ভাবমূর্তিটি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। সে ক্ষেত্রে প্রধানতম বাধা ছিল ইউরোপ।

ইতোমধ্যে ইউরোপ এক জোট হয়ে আমেরিকার বলয় থেকে বেরিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে শক্তিশালী করেছে। স্বাধীন সত্তা হিসেবে অর্থনৈতিক শক্তিরূপে ইউরোপীয় ইউনিয়ন জোট বাঁধতে শুরু করেছে। আমেরিকার বাইরে রাশিয়া, চীনের সঙ্গে নানা রকম অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক সম্পর্কও তৈরি করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। ইউরোপের এই ঘনীভবন ইউরোপজুড়ে এক ধরনের অভিবাসনবিরোধী বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গ কট্টরপন্থী রাজনীতির সূচনাও করেছে। ধীরে ধীরে সামরিক জোট ন্যাটোর বন্ধনও কিছুটা শিথিল হতে শুরু করেছে।

পুরো ইউরোপ সামরিক ব্যয়ের চাইতে সামাজিক ব্যয়ের দিকে অধিকতর মনোযোগী হয়েছে। রাশিয়ার গ্যাস ও জ্বালানির বিপুল সরবরাহ ইউরোপের জ্বালানি নিরাপত্তার একটা বড় জোগানদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে জ্বালানি খাতে ক্লিন ফুয়েল কিংবা গ্রিন ফুয়েল অথবা নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিকাশে ইউরোপের শক্তিমান সদস্যরা সীমিত আকারে নানা রকম নিরীক্ষা করারও সুযোগ পেয়েছে। ইউরোপের এই সমরাস্ত্রবিমুখ মনোভাব ন্যাটোকে বিকশিত করার চাইতে তার শক্তি সীমিত করার দিকেই ঝুঁকেছে। একটা শান্তিকামী, যুদ্ধবিরোধী, রক্তপাতহীন উন্নয়নের দিকেই এগোতে শুরু করেছে ইউরোপ।

মনে রাখতে হবে, এক ইউরোপ অর্থনীতির বিবেচনায় ঠিক এক নয়; তার মধ্যেও আছে শক্তিমান ও দুর্বলের বিভাজন। কাজেই সামগ্রিক ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গির আওতায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের ছাতার নিচে সামষ্টিক অর্থনীতির উন্নয়নের দিকেই হাঁটতে চেয়েছে ইউরোপ। এসব উদ্যোগ ও দৃষ্টিভঙ্গি ইউরোপের আমেরিকানির্ভরতা অনেকটা কমিয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ব্যানারে আমেরিকার প্রভাবমুক্ত হয়ে ইউরোপ গোটা পৃথিবীতে কথা বলার স্বাধীনতা, মানবাধিকার, গণতন্ত্র, সুশাসনসহ বিভিন্ন বিষয়ে তার স্বাধীন মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতে শুরু করেছে। এই স্বাধীন সত্তার ইউরোপ ঠিক আমেরিকান স্টাবলিশমেন্টের পছন্দ নয়।

জ্বালানির কারণে ইউরোপের রাশিয়ানির্ভরতাও আমেরিকার স্বার্থের ঠিক অনুকূল নয়। সেটা সামরিক জোট ন্যাটোর বিকাশকেও বাধাগ্রস্ত করে। তাই আমেরিকান স্টাবলিশমেন্টের চাওয়া ছিল, বিশেষত বাইডেন প্রশাসনের নেতৃত্বে, ইউরোপকে রাশিয়ার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মিত্রতা থেকে দূরে সরিয়ে আনা। দ্রুততর সময়ে রাশিয়ার বাহুডোর থেকে আমেরিকার পুরোনো মিত্রতার জালে ইউরোপকে বেঁধে ফেলা। ইউক্রেনে যুদ্ধ বাধিয়ে রাশিয়া আমেরিকার সেই পাতা ফাঁদেই পা দিয়েছে।

কেননা, এই যুদ্ধকে আমেরিকা অর্থ, অস্ত্র, গোয়েন্দা, নীতি-সমর্থনসহ সব রকম সহায়তা দিয়ে প্রলম্বিত করছে। এই যুদ্ধ যত প্রলম্বিত হবে, রাশিয়া তত চাপের মুখে পড়বে। রাশিয়ার অর্থনীতির ওপর আরও নতুন নতুন নিষেধাজ্ঞা আসবে। রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও ফাটল ধরানোর চেষ্টা করবে আমেরিকা।

রাশিয়ার জনজীবনেও অর্থনীতি নিদারুণ চাপ বাড়াবে। রাশিয়ার ওপর চাপ যত বাড়বে, ততই সে ইউরোপকে শায়েস্তা করার জন্য তার জ্বালানি সরবরাহ নিয়ে রাজনীতি (বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করসপন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজুমি
দক্ষতার সাথে রেজুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ **এম এ কাইয়ূম**
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্লাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates | السعودية SAUDIA | الإتحاد ETIHAD | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SE CI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F and MD OCFR



বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের স্পন্দনে
হে জাতির পিতা, তুমি আছো, তুমি রবে চিরকাল

শোকাবহ আগস্ট

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদগণ সহ ১৫ই আগস্টের সকল শহীদদের প্রতি

বিনম্র শ্রদ্ধা

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

নিউইয়র্ক ষ্টেট ও মহানগর উত্তর-দক্ষিণ বিএনপি'র আহবায়ক কমিটি ঘোষণা

ষ্টেট কমিটির আহবায়ক মো. অলিউল্লাহ আতিকুর রহমান, সদস্য সচিব সাইদুর রহমান সাইদ : নিউইয়র্ক মহানগর উত্তরের আহবায়ক আহবাব চৌধুরী খোকন, সদস্য সচিব ফয়েজ চৌধুরী : নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণের আহবায়ক হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, সদস্য সচিব বদিউল আলম

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): অবশেষে বিএনপি'র নিউইয়র্ক স্টেটের আহবায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। সেই সাথে এই প্রথমবারের মতো ও মহানগর স্টেট কমিটির পাশাপাশি নিউইয়র্ক উত্তর-দক্ষিণ বিএনপির কমিটিও ঘোষণা করা হলো। দলীয় নেতা-কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অভ্যন্তরীন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-কোন্দল ছাড়াও বিভক্তি দূর করতেই ঢাকা মহানগর কমিটির মতো নিউইয়র্কে তিনটি কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

ঢাকা থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, বুধবার (১৭ আগস্ট) বিএনপির যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক স্টেট, নিউইয়র্ক উত্তর ও দক্ষিণ শাখার আহবায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্বাক্ষরিত এই তিন শাখা কমিটির প্রতিটি ৪১ সদস্য বিশিষ্ট করা হয়েছে।

নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির আহবায়ক করা হয়েছে- মো. অলিউল্লাহ আতিকুর রহমানকে (কুমিল্লা)। কমিটির সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক আনোয়ার হোসেন (চট্টগ্রাম), যুগ্ম আহ্বায়ক এবাদ চৌধুরী (সিলেট), মতিউর রহমান লিটু (বরিশাল), আমিনুল ইসলাম চৌধুরী (কুমিল্লা), নাসিম আহমেদ (নোয়াখালী), শহিদুল ইসলাম শিকদার (ঝালকাঠি), বদরুলহ হক আজাদ (চট্টগ্রাম), কাওসার আহমেদ (সিলেট), নীরা রাব্বানী (বরিশাল), দেওয়ান কাওসার (ঢাকা), হুমায়ুন কবির (চাঁদপুর), মো. আশরাফ হোসেন (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মো. আরিফুর রহমান (গাজীপুর), আনিসুর রহমান (মানিকগঞ্জ)। এই কমিটির সদস্য সচিব সাইদুর রহমান সাইদ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)। যুগ্ম সদস্য সচিব রিয়াজ মাহমুদ (নোয়াখালী)। সদস্যরা হলেন, জসিম উদ্দীন ভিপি (কুমিল্লা), বীর মুক্তিযাদ্ধা ওয়াহেদ আলী মন্ডল (বগুড়া), বীর মুক্তিযাদ্ধা মশিউর রহমান, মো. বশির (নেত্রকোনা), মো. মোতাহার হোসেন (নোয়াখালী), গোলাম হোসেন (নোয়াখালী), মাহবুবুর রহমান মুকুল (নরসিংদী), মিয়া আলীম পাখী (মুন্সীগঞ্জ), ইঞ্জিনিয়ার তাজুল ইসলাম চেয়ারম্যান (কুমিল্লা), সাইফুল ইসলাম (বগুড়া), হাবিবুর রহমান (নারায়ণগঞ্জ), মো. রইচ উদ্দীন (কুষ্টিয়া), আব্দুল কাইয়ুম (নরসিংদী), মাইনুল করিম টিপু (নোয়াখালী), আমিনুর রহমান খোকন (দিনাজপুর), মাইনুল হাসান মুহিদ (খুলনা), ফয়সল মাহমুদ (ঢাকা), জিয়াউর রহমান মিলন (ঢাকা), কাজী আসাদ উল্লা (কুমিল্লা), কামাল উদ্দীন (ঢাকা), জসিম উদ্দীন (হবিগঞ্জ), হাজী জহিরুল ইসলাম (কুমিল্লা), আলমগীর হোসেন (নোয়াখালী) ও এম জাহাংগীর হোসাইন (ঢাকা), এমরান শাহ রন (বরিশাল), আব্দুর রহিম (সিলেট), শরিফুল ইসলাম খালিশদার (সিলেট), সৈয়দ গাওসুল হোসেন (মৌলবী



মো: অলিউল্লাহ আতিকুর রহমান, সাইদুর রহমান সাইদ, হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, বদিউল আলম, আহবাব চৌধুরী খোকন ও ফয়েজ চৌধুরী (ক্লক ওয়াইজ)

রুবেল হাসান (পাবনা)।

নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর শাখা: আহবায়ক আহবাব চৌধুরী খোকন (সিলেট), সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন (ঢাকা), যুগ্ম আহবায়ক এ জি বাজার), এ আর মাহবুবুর হক (কুমিল্লা), বায়তুল্লাহ শাহীন (নোয়াখালী), আনোয়ার হোসেন জাহিদ (যশোর), মিসেস এড. রেজোয়ান রাজ্জাক (সিরাজগঞ্জ), মো. আমির হোসেন (মাদারীপুর), মানিক আহমেদ (সিলেট), শাহীন চৌধুরী (চট্টগ্রাম) ও আনোয়ার হোসেন লেবু (সিরাজগঞ্জ)। সদস্য সচিব ফয়েজ চৌধুরী (সিলেট), যুগ্ম সদস্য সচিব কামরুল হাসান (কুমিল্লা)। এই কমিটির সদস্য যথাক্রমে ড. নুরুল আমিন পলাশ (মাদারীপুর), জাফর তালুকদার (বরিশাল), সেবুল খান মাহবুব (সিলেট), মো. আশরাফুজ্জামান (পঞ্চগড়), মো. আলী রাজা (সিলেট), আব্দুল রহিম সেলিম (ফেনী), সুয়েবর আহমেদ (সিলেট), শাহ কামাল উদ্দীন (সিলেট), মো. ইসমাঈল (নোয়াখালী), লিয়াকত আলী (সিলেট), আবু জাফর ফরাজী (পিরোজপুর), ইমতিয়াজ আহমেদ বেলাল (সিলেট), সৈয়দ আজিজুল হক (চট্টগ্রাম), দিলরুবা বেগম (ঢাকা), রানা মাসুম (নোয়াখালী), সেলিম উদ্দীন (কুমিল্লা), মিসেস দিলরুবা আক্তার মায়া (চট্টগ্রাম), মিসেস কাওসার আক্তার ভুঁইয়া (নোয়াখালী), জিয়াউল আহমেদ জামিল (সিলেট), হামিদউল্লা হামিদ রকি (ঢাকা), ফাহিম শাকিল অপু (সিলেট), আমিনুল ইসলাম (টাঙ্গাইল), বাচ্চু মিয়া (নারায়ণগঞ্জ) ও মোহাম্মদ আলী (বগুড়া)।

নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ শাখা: আহবায়ক হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা (বরিশাল), সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক মো. সোহরাব হোসাইন (ঢাকা), যুগ্ম আহবায়ক এমলাক হোসাইন ফয়সল (চট্টগ্রাম), রুরুহুল আমিন নাসির (বরিশাল), খলকুর রহমান (সিলেট), আলমগীর মৃধা (নরসিংদী), জিয়াউল হক মিশন (বরিশাল), নাসির উদ্দীন (ময়মনসিংহ), দেলোয়ার হোসেন শিপন (ঢাকা), শাহাদাত হোসেন রাজু (কুমিল্লা), মো. রিপন মিয়া (সিলেট), কামাল উদ্দীন দিপু (শরিয়তপুর), মিসেস জোহরা বেগম (চট্টগ্রাম), রেজবুল কবীর (বরগুনা) ও শেখ জহির (শরিয়তপুর)। সদস্য সচিব বদিউল আলম (চট্টগ্রাম), যুগ্ম সদস্য সচিব সাইদুর খান ডিউক (কিশোরগঞ্জ), সদস্য আবু তাহের (চট্টগ্রাম), এড. আরিফ চৌধুরী (চট্টগ্রাম), গোলাম এন হায়দার মুকুট (দোহার), একেএম আজিজুল বারী তিতাশ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), সুমন সরদার (যশোর), কৃষিবিদ মো. সোলাইমান (চাঁদপুর), কামাল হোসেন হাওলাদার (বরিশাল), আবিদুল মান্নান হোসাইন (টঙ্গী), সাখাওয়াত আজাদ (সিলেট), তরিকুল ইসলাম প্রিন্স (পিরোজপুর), সুলতান আহমেদ ভুঁইয়া (লক্ষ্মীপুর), জামাল হোসেন (কুমিল্লা), মো. মহসিন (বরিশাল), নুর এ আলম (কুমিল্লা), শরীফ চৌধুরী পাপ্পু (ঢাকা), আব্বাস উদ্দীন (মাগুরা), ফারদিন রনি (বরিশাল), মিজানুর রহমান মিজান (চাঁদপুর), মারুফ আহমেদ (গাজীপুর), হাসান আহমেদ (সিলেট), মো. হাসান (বরিশাল), মো. নুরুল হুদা (চট্টগ্রাম), নাজমুল করিম কিরন (ঢাকা) ও জামাল রহমান চৌধুরী (ঢাকা)।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহ:

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)

প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল

লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইক কার্টকিস, স্নাপার, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্কেট, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফাইলস	$ 17.99
আমিল স্যালমন ফাইলস	$ 17.99
আমিল স্যালমনেলস ফাইলস	$ 9.99
ফ্রোজেন স্যালমন ফাইলস	$ 18.99
স্যাভার স্যালমন ফাইলস	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফাইলস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com





‘ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ’ কার্যক্রমে সহায়তা করায় এনওয়াইপিডি-কে

সেন্টার ফর এনআরবির সম্মাননা প্রদান

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কের পুলিশ প্লাজা কার্যালয়ে এনওqাই-পিডি কর্মকর্তাদের সাথে সেন্টার ফর এনআরবি প্রতিনিধি দলের এক বৈঠক গত ১৫ আগষ্ট সোমবার অনুষ্ঠিত হয়। এনআরবি চেয়ারপারসন এম এস সেকিল চৌধুরীর নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম এবং কমিউনিটি সেবায় বাংলাদেশীদেরকে সহায়তা করার জন্য এনওয়াইপিডিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। বিশেষ করে করোনাকালে এনআরবি সেন্টারের “ব্রান্ডিং বাংলাদেশ” কার্যক্রমে ও প্রবাসী বাংলাদেশীদেরকে করোনাকালীন সহায়তা প্রদান করার জন্য সংশ্লিষ্ট পুলিশ সদস্যদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান।

২০২১ সালে বিভিন্ন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করার জন্য এনওয়াইপিডি-কে সেন্টারের পক্ষ থেকে সম্মানসূচক অনার প্ল্যাক ও একটি সাইটেশন প্রদান করেন প্রতিনিধি দলের নেতা এম এস সেকিল চৌধুরী। এসময় তিনি ভবিষ্যত কার্যক্রমে পুলিশ বিভাগের অব্যহত সহায়তা কামনা করেন। তিনি বাংলাদেশের প্রবাসী আমেরিকানদের বিভিন্ন বিষয় এবং স্থানীয় কার্যক্রমে তাদের ইতিবাচক অংশগ্রহণের বিষয়গুলো তুলে ধরেন এবং ভবিষ্যতে স্থানীয় প্রশাসনের সকল কার্যক্রমে বাংলাদেশী আমেরিকানরা সার্বিকভাবে এগিয়ে থাকবে বলে কর্মকর্তাদেরকে আশ্বস্ত করেন। এ সময় তিনি কর্মকর্তাদেরকে বাংলাদেশ সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানান।

আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে পুলিশ কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশীদের কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং সামাজিক কার্যক্রমে তাদের অংশগ্রহণের জন্য তাদের ধন্যবাদ প্রদান করেন। পুলিশ কর্মকর্তাদের মধ্যে ডেপুটি কমিশনার মার্ক স্টুয়ার্ট এবং ইন্সপেক্টর ভিক্টোiiqা পেরি উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও এনআরবি প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের মোহাম্মদ আলী, তরুণ ব্যবসায়ী প্রতিনিধি শেখ ফরহাদ এবং তরুণ পেশাজীবী প্রতিনিধি ওয়াসেফ চৌধুরী। বৈঠক শেষে পুলিশ বিভাগের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি দলের সদস্যদেরকে পুলিশের ব্যাজ ও স্মারক উপহার দেওয়া হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বৈশ্বিক জ্বালানি রাজনীতির নতুন বিন্যাস

(৩০ পাতার পর)

করবে। আর জ্বালানি নিয়ে রাশিয়া ইউরোপের ওপর যত চাপ বাড়াবে, ইউরোপ ততই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে। আর তখনই সে আমেরিকার সশস্ত্র যুদ্ধবাজ নীতির সহযোগী হয়ে উঠবে।

ইউরোপে ইতোমধ্যে রাশিয়া গ্যাস সরবরাহ কমিয়ে দিয়েছে। শীত মৌসুমে আরও কমিয়ে গোটা ইউরোপকে বিপন্ন করে তুলতে চাইবে। এই বিপদাপন্ন সময় মোকাবিলার জন্য গোটা ইউরোপ নতুন নতুন জ্বালানির উৎস আবিস্কারে মরিয়া হয়ে উঠবে। কেননা, শুধু রাশিয়ার গ্যাসের ওপর নির্ভরতা আজ তাদের অর্থনীতি, সার্বভৌমত্ব যেভাবে বিপদাপন্ন করেছে; এই একমুখী জ্বালানিনির্ভরতার পথ থেকে তাদের বেরোতেই হবে।

বহুমুখী জ্বালানি উৎস খুঁজে বের করতে না পারলে ইউরোপের আত্মাহুতি দেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। ফলে গোটা পৃথিবীর জ্বালানি সোর্স ও সরবরাহের একটা নতুন বিন্যাসেরও উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে। জ্বালানি রূপান্তরের এক ক্রান্তিকালে ইউক্রেন যুদ্ধ তাই জ্বালানি রাজনীতিতে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করতে পারে।

এই যুদ্ধের প্রধানতম প্রভাব দুটি। প্রথমত, ন্যাটো আগের চেয়ে শক্তিশালী হবে। সমরাস্ত্র শিল্পের বিকাশ ঘটবে। ইউরোপজুড়ে সমরাস্ত্র ব্যয় বাড়বে। দ্বিতীয়ত, রাশিয়ার জ্বালানিনির্ভরতা থেকে বেরোতে মরিয়া ইউরোপ জ্বালানির নতুন উৎস খুঁজবে। এতে জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থার বহুমাত্রিকায়ন ঘটবে। কার্বনযুক্ত জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে কার্বনমুক্ত নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে জ্বালানি রূপান্তরের যে যাত্রা শুরু হয়েছে, তা সাময়িক কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

কিন্তু অচিরেই নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিকাশ ঘটবে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি যাতে বাণিজ্যিকভাবে সফল হয়, সেই চেষ্টা চলবে ভীষণভাবে। পরিকল্পনা, গবেষণা, উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে ইউরোপ দ্রুতই নয়া জ্বালানি রাজনীতির সৃষ্টি করবে। তেল-গ্যাস-কয়লার মালিকানা নিয়ে বড়াই করার দিন ফুরোবে। নতুন নতুন নবায়নযোগ্য জ্বালানির আগমন ও সফল বাণিজ্যিক ব্যবহার জ্বালানি রাজনীতির পুরোনো পেয়ারদের অকেজো করে দিতে পারে।

বৈশ্বিক পর্যায়ে জ্বালানি রাজনীতির এই নতুন দিনে বাংলাদেশ কোথায়? এক দিনের আমলাতান্ত্রিক ঘোষণায় জ্বালানি তেলের আকাশছোঁয়া দাম বাড়ানোয় প্রমাণ হয়েছে- জ্বালানি ব্যবহার পরিকল্পনায় বাংলাদেশ এখনও দুর্বল। জ্বালানি বিষয়ে জনদুর্ভোগ লাঘবে অপারগ। আরও প্রমাণ হয়েছে- জ্বালানি খাতে বাগাড়ম্বর বেশি; জনজীবনে স্বস্তি আনার সক্ষমতা কম।

বাংলাদেশে প্রায় এক দশক ধরে জ্বালানি খাত পরিচালিত হচ্ছে বিশেষ দায়মুক্তি আইনের আওতায়। ফলে প্রতিযোগিতামূলক সাশ্রয়ী মূল্যে জ্বালানি সরবরাহের নীতি ও অবকাঠামো গড়ে উঠতে পারেনি। তাই বিশ্ব জ্বালানি রাজনীতির নতুন বিন্যাস ও বিকাশ ঘটলেও তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার সক্ষমতা আমরা তৈরি করতে পারব কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ থাকছেই। আর সেটা যদি না পারি, তাহলে আজ জ্বালানি নিয়ে জনগণ যে জ্বালায় জ্বলছে, তার উপশম হওয়ার আশু সম্ভাবনা চোখে পড়ছে না। দেশীয় সক্ষমতা তৈরি না হলে নিকট ভবিষ্যতে আর দশটা পণ্যের মতো প্রাথমিক জ্বালানির বদলে বিদ্যুৎ আমদানিই হবে আর্থিকভাবে লাভজনক। সম্ভবত সেটাই আমাদের নিয়তি। আমাদের জ্বালানি নিরাপত্তা তখন অন্যের ওপরেই নির্ভর করবে।

লেখক: সাংবাদিক ও বিশ্লেষক

ঢাকার উত্তরা ট্র্যাজেডি

ক্রেনচালকসহ ৯ জন গ্রেফতার
৪ জনকে জামালপুরে দাফন

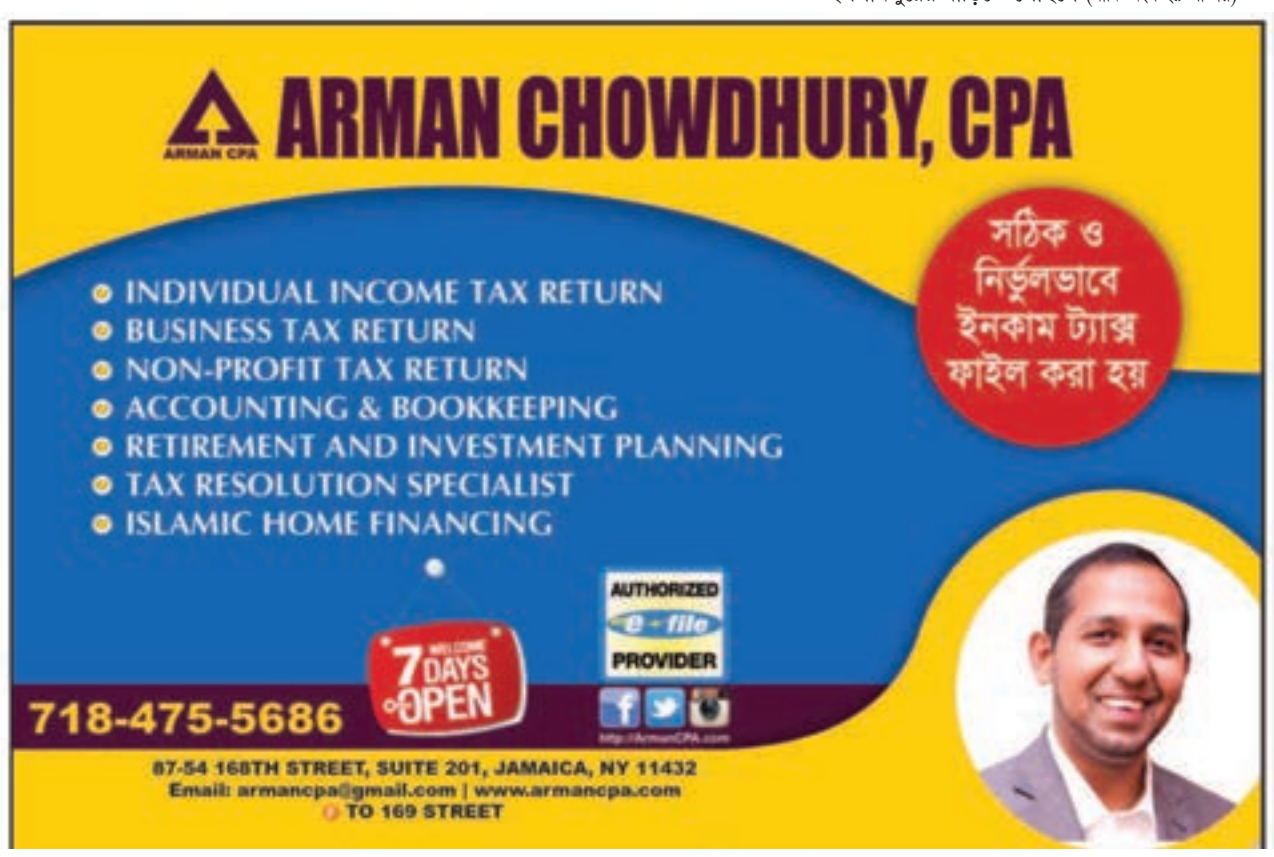
ঢাকা ডেস্ক: রাজধানীর উত্তরায় বিআরটি প্রকল্পের নির্মাণাধীন ফ্লাইওভারের গার্ডারচাপায় প্রাইভেটকারের ৫ যাত্রী নিহতের ঘটনায় ক্রেনচালকসহ ৯ জনকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব। সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। বুধবার (১৭ আগষ্ট) রাতে র‍্যাব সদর দপ্তর থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে। গ্রেফতার হওয়াদের মধ্যে আরও আছেন চালকের সহকারী এবং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন নিরাপত্তাকর্মী।

গত ১৫ আগষ্ট সোমবার বিকাল ৪টায় রাজধানীর উত্তরায় বিআরটি প্রকল্পের ফ্লাইওভারের গার্ডারচাপায় প্রাইভেটকারে থাকা শিশুসহ ৫ জন নিহত হন। আহত হন দুজন। নিহতরা হলেন- রুবেল মিয়া (৫০), ঝর্ণা (২৮), ফাহিমা (৩৭), জান্নাত (৬) ও জাকারিয়া (২)। গাড়িতে থাকা হৃদয় (২৬) ও রিয়া মনি (২১) নামে নবদম্পতি বেঁচে যান। ঘটনার দিন রাতেই নিহত ফাহিমা আক্তার ও ঝরণার ভাই আফরান মন্ডল বাবু বাদী হয়ে উত্তরা পশ্চিম থানায় মামলা করেন। মামলায় অবহেলাজনিতভাবে ক্রেন পরিচালনাকারী চালক, প্রকল্পের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে দায়িত্বপ্রাপ্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে।

চারজনকে জামালপুরে দাফন: গার্ডারচাপায় নিহত পাঁচজনের মধ্যে চারজনকে জামালপুরে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। গত ১৬ আগষ্ট মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে জেলার মেলান্দহ উপজেলার আগ পয়লা গ্রামে ঝর্ণা বেগম ও তার দুই শিশুসন্তান জাকারিয়া ও জান্নাতের জানাজা হয়। এরপর তাদের পারিবারিক কবরস্থানে দাফন হয়। আর রাত সাড়ে ১২টায় ইসলামপুর উপজেলার মধ্য ঢেংগারগড়ে গ্রামে নিজ বাড়ির আঙিনায় কনে রিয়া মনির মা ফাহিমা বেগমকে জানাজা শেষে দাফন করা হয়।

দুই জানাজায় এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরাসহ সর্বস্তরের মানুষ অংশ নেন। তারা এই মৃত্যুকে হত্যা উল্লেখ করে দায়ীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন। লাশবাহী গাড়ি দুটি মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে মেলান্দহ ও ইসলামপুরের বাড়িতে পৌঁছলে (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)





এত অনাচার, তবুও থামেনি জীবনের রথ



ড. মাহবুব উল্লাহ্

দুর্দশা, দুর্দৈব ছাড়ছে না আমাদের। আমাদের বাংলাদেশের পরিচয় অনেক রকমের। একটা সময় ছিল যখন বাংলাদেশের ছোট ছোট সুখবর দৈনিক পত্রিকার পাতায় ঠাঁই পেত না; কিন্তু নৌকাডুবি হলে, আগুন লাগলে, বন্যা হলে, রোগ-ব্যাধি দেখা দিলে সেগুলো খবরের বিষয়বস্তু হয়ে উঠত। বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী যে কল্পমূর্তি তৈরি হয়েছিল, সেটা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের মানুষের জন্য আনন্দদায়ক বা সুখকর কিছু ছিল না।

গত ৩ দশকে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে সাফল্য অর্জন করেছে তা দেশের কল্পমূর্তিতে ইতিবাচক ধারণা সৃষ্টিতে প্রচুর অবদান রেখেছে। অর্থনীতিবিদদের কাছে বাংলাদেশ বিশাল একটি ধাঁধা। বাংলাদেশে সুশাসন নেই বললেই চলে। যেসব আর্থ-সামাজিক সূচক সুশাসন নির্দেশ করে সেগুলো দিনে দিনে আরও খারাপ হচ্ছে। দুর্নীতি ও দুঃশাসন লাগামহীন হয়ে পড়ছে। প্রতিবছর বিশাল অঙ্কের অর্থ বিদেশে পাচার হচ্ছে।

বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোর পিরামিডের শীর্ষদেশে যারা অবস্থান করে তারা দেশটাকে আদৌ ভালোবাসে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। নিজ মাতৃভূমিকে ভালোবাসলে কেউ ভিনদেশে স্থায়ীভাবে জীবনযাপনের চিন্তা করে না। যারা দেশ ও দেশবাসীকে আস্থায় নেয় না, তারাই কানাডার বেগমপাড়ায় ও অস্ট্রেলিয়াতে বাড়িঘর করে জীবনযাপন করার মধ্যে স্বস্তি খুঁজে পান। কবি লিখেছিলেন, মায়ের ভাইয়ের এত স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ।

কবির চোখে বাংলাদেশের এই মিষ্টিমধুর চেহারা পৃথিবীর অন্যত্র কি কোথাও আছে? মনে হয় বাংলাদেশের এলিটরা দেশের ওপর আস্থা রাখতে পারছে না। এই মানসিকতা কতটুকু যৌক্তিক? এদেরই আপনজনরা সবাই বিদেশে নতুন ঠিকানা খুঁজতে সাহস পায় না।

কারণ তাদের অর্থবিত্ত নেই অথবা লুণ্ঠন প্রক্রিয়ায় তারা অর্থবিত্ত করার সুযোগ পায় না। এরাই বাংলাদেশে মাটি কামড়ে পড়ে আছে। দেশের বাইরে ভিন্ন কোনো দেশে চাকরি করা, আয়-রোজগার করা ইত্যাদিতে দোষের কিছু নেই। আমাদের দেশের সমাজ বিদেশে কাজ করাকে আড় চোখে দেখে না। কারণ আমরা জানি, এসব মানুষ কোনো এক সময়ে দেশে ফিরে আসবে। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি শ্রমিকের সংখ্যা এক থেকে দেড় কোটি। সিলেট জেলার মানুষের মধ্যে অনেকে আছেন যারা লন্ডনে বাস করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য করেন এবং লেখাপড়া করেন। লন্ডনে চলে যাওয়া সিলেটিদের একটা অংশ বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে ফিরে আসার চিন্তা করে না। তারা হয়তো সিলেটে জন্মগ্রহণের স্মৃতিরক্ষার জন্য গ্রামের মধ্যেই পাকা বাড়িঘর নির্মাণ করে। সিলেটে এ রকম বাড়ি-ঘরগুলো প্রায়ই তালাবদ্ধ থাকে। এর মালিকরা ফিরে এলে এই বাড়িগুলোর দরজা খোলা হয়। এভাবে মাঝেমাঝে যারা সিলেটে ফিরে আসেন, তারা খুব বেশিদিন মাতৃভূমিতে অবস্থান করেন না। সিলেটের সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। এদের এক ভাগ লন্ডনি বলে পরিচিত। অপর ভাগটি দেশি। সিলেট পরিণত হয়েছে দ্বিখনিমবত সমাজে।

সমাজের এ বিভাজন প্রতিফলিত হয় জীবনযাত্রায়, সংস্কৃতি এবং লোকাচারে। এমনকি বৈবাহিক সম্পর্ক গড়তে গিয়ে লন্ডনী/দেশী বিভাজন বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের সমাজ ও মানসিকতায় বিদেশে কর্মরত মানুষগুলো নতুন ধরনের উপাদান যোগ করেছে। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের একটি অংশ অমিতব্যয়ী আচরণ করে নিজস্ব ধন-সম্পদের নোংরা প্রদর্শনীতে লিপ্ত হয়। অন্য অংশটি তুলনামূলকভাবে জীবনের ভবিষ্যতের দিনগুলো নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনা করে। এরা সচেষ্ট থাকে তাদের আয়ের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতে।

উন্নয়ন অর্থনীতি অর্থনীতিবিদদের চিন্তা-চেতনায় কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। যে দেশে এত অনাচার ও অনাসৃষ্টি, সেদেশ কী করে গত ৩ দশকে ধারাবাহিকভাবে গড়পড়তা ৫ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। প্রশ্নটি এটাই। যে দেশে এত দুর্নীতি, এত অনাচার, মামলা মোকদ্দমার বিশাল জট, উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে এত সময়ক্ষেপণ, ব্যাংকের খেলাপি ঋণ ১ লক্ষ কোটি টাকার ওপরে ঠেকেছে, যে দেশ থেকে প্রতিবছর গড়ে কমবেশি ৭০ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়, সে দেশ কী করে সম্মানজনক প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখতে পেরেছে?

বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে একটি বড় অংশ সৃজনশীল উদ্ভাবনা শক্তির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। জীবনের বাস্তবতা তাদের নিরাপদ রাখেনি, তবুও তারা সব ধরনের ক্ষতিকর প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে এবং শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে। এমন লড়াই বিশ্বের নামকরা মানুষগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আমার শৈশব কেটেছে কুমিল্লা শহরের উপকণ্ঠে। সেখানে কৃষকদের জমি দুভাগে বিভক্ত। একভাগ হচ্ছে গোমতি নদীর বন্যারোধক বাঁধের ভেতরে, অন্য অংশ বাঁধের বাইরে। বাঁধের ভেতরের জমি থেকে ফসলাদি খুব একটা পাওয়া যায় না। বর্ষার কাছাকাছি সময় থেকে বর্ষা চলে যাওয়া পর্যন্ত অনাবাদি থাকে। বর্ষা চলে গেলে বাঁধের ভেতরকার জমিতে বালির আস্তরণ পড়ে যায়। ফলে সেই জমিতে চাষ করা কঠিন। আমি দেখেছি, এসব জমিতে শুধু আখের চাষ হয়। মৌসুম শেষে আখ কাটা ও মাড়াই করা হয়। মাড়াই করার পর যে রস সংগৃহীত হয়, সে রস জাল দিয়ে আখের গুড় তৈরি করা হয়। এভাবে ভূ-প্রকৃতির সঙ্গে সমঝোতা করে বাঁধের ভেতরকার জমির মালিকরা কিছু না কিছু আয় করতে পারে। যেখানে অন্য কোনো ফসলের চাষ করা যায় না, সেখানে আখের চাষটাও কৃষকদের সৃজনী শক্তির প্রমাণ। বাঁধের বাইরে সমতল ভূমির কৃষকরা কৃষিতে মোটামুটিভাবে অভ্যস্ত হয়ে আছে। ৬০-৭০ বছর আগে একজন ব্যতিক্রমী কৃষকের দেখা পেয়েছিলাম। এই কৃষকের জমি অল্পই ছিল। বাড়ির লাগোয়া জমিতে এই কৃষক সারা বছর ধরে সবজির আবাদ করত। বিকালবেলা গোমতি নদীর বাঁধ দিয়ে হাঁটতে গিয়ে দেখতাম সবুজের আচ্ছাদনে ঢাকা এই কৃষকের জমি। নিঃসন্দেহে এই কৃষক ব্যতিক্রমধর্মী চিন্তা-ভাবনা করত। তাকে দালাল-ফড়িয়াদের চক্করে পড়তে হয়নি। কাছেই ছিল শহরের বাজার। সেই বাজারে এই কৃষক তার উৎপাদিত সবজি সরাসরি ভোক্তার কাছে বিক্রি করত। কিছুদিন আগে পত্রিকায় পড়েছিলাম, নদীভাঙা কিছু মানুষ সেই নদীরই চরে আশ্রয় নিয়েছে। চরের জমিতেও বালির আধিক্য। এ রকম জমিতে এমন কোনো ফসলের চাষ হয় না, যার জন্য স্বাভাবিক মৃত্তিকা প্রয়োজন। সেই কৃষকরা এরকম বালুর চরে মিষ্টি কুমড়ার চাষ করে লাভবান হয়েছে এবং নিজেদের বেঁচে থাকাও সম্ভব করেছে।

বাংলাদেশে জনসংখ্যার চাপ খুব বেশি হওয়ার ফলে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ৩ শতক বা ৪ শতকের বেশি নয়। যে কৃষক অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়, সে কৃষক তার আশপাশের জমি ইজারা নিয়ে উচ্চমূল্যের ফসলের আবাদ করছে। এর মধ্যে ব্রোকলির মতো সবজিও আছে, পেয়ারার মতো ফলও আছে। একটু অবস্থাপন্ন কৃষকরা জমি লিজ নিয়ে বাণিজ্যিকভাবে উচ্চমূল্য ফসলের চাষ করছে। এমন শত-সহস্র উদ্যোগ সব ধরনের নেতিবাচক প্রবণতাকে পরাস্ত করছে। জয় হচ্ছে উৎপাদনে, উদ্ভাবনে, দৃঢ়চিত্ত কৃষকের। শুধু কৃষিক্ষেত্রেই নয়, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগেও অনেক সাফল্যগাথা রচিত হচ্ছে। এদের সবার দিকে একটু নজর রাখা দেশের স্বার্থেই প্রয়োজন।

১৬ আগস্ট পত্রিকায় দুটি প্রাণঘাতী দুর্ঘটনার সংবাদ আছে। প্রথমটি হলো বিআরটি প্রকল্প ঘিরে। উড়াল সড়কের গার্ডার চাপা দিল প্রাইভেট কারকে। এ দুর্ঘটনায় যে পাঁচজন নিহত হয়েছেন, তারা পরস্পরের স্বজন। এর আগেও দুর্ঘটনা ঘটেছিল এ প্রকল্পে। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সোমবার বিকাল সোয়া ৪টার দিকে উত্তরা পশ্চিম থানাধীন সেক্টর ৩-এর ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে প্যারাডাইস টাওয়ারের সামনে এ ঘটনা ঘটে। গাড়িটি সড়ক ধরে যাচ্ছিল। এ সময় বিআরটি প্রকল্পের উড়াল সড়কের গার্ডার কাজ করা একটি ক্রেন কাত হয়ে যায় এবং গার্ডারটি গাড়িটিকে চাপা দেয়। বেশ কয়েক বছর আগে

আমার স্কুলজীবনের বন্ধু মুজিবুর রহমান একটি জিপে সায়েন্স ল্যাবরেটরি হয়ে কলাবাগানে নিজ বাসায় আসছিলেন। এমন সময় সায়েন্স ল্যাবরেটরির কোনায় নির্মীয়মাণ ফুটওভার ব্রিজের একটি ঢালাই করা বিম পড়ে গিয়ে তার গাড়ির ওপর আঘাত হানে। মুজিবুর রহমানের তাৎক্ষণিক মৃত্যু হয়। গাড়িটও চুরমার হয়ে যায়। দেখা যাচ্ছে, এরকম দুর্ঘটনা অতীতেও হয়েছে। এসব দুর্ঘটনা ট্র্যাজেডি হয়ে এসেছে ভুক্তভোগী পরিবারের জন্য। কেন বিআরটি প্রকল্পে এমন ঘটনা ঘটল তা ভেবে নির্ণয় করা কঠিন। এরকম ভারী অবকাঠামো নির্মাণ করতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, তা কারও অজানা নয়। প্রশ্ন হলো, ব্যবহৃত ক্রেনটির শক্তি ভারী একটি গার্ডার উত্তোলনের জন্য যথাযথ ছিল কিনা? দ্বিতীয়ত, বিআরটির কাজ চলার সময় বিপজ্জনক পরিসর চিহ্নিত করা ছিল কিনা? আমরা দেখেছি, প্রতিবছর এদেশে শত শত প্রাণহানিকর দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পর তদন্ত কমিটি করা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তদন্ত কমিটির সদস্য হন বিভাগীয় কর্মকর্তারা। তাদের কয়টি তদন্ত প্রতিবেদন সরকার পেয়েছে এবং তাতে কাদের দায়ী করা হয়েছে, তা জনসমক্ষে আনা হয় না। ফলে ভুক্তভোগীরা বিচার থেকে বঞ্চিত হয়।

একটি সংবাদপত্রের নিজস্ব প্রতিবেদক জানিয়েছেন, গত সোমবার দুপুর ১২টার দিকে চকবাজারের দেবিদাসঘাট লেনে একটি চারতলা ভবনে আগুন লাগে। ফায়ার সার্ভিসের ১০টি ইউনিট সোয়া ২ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। মৃত ব্যক্তিরা সবাই ভবনের নিচতলার বরিশাল হোটেলের কর্মচারী। রাতে কাজ করে হোটেলের দ্বিতীয় তলায় একটি কক্ষে ঘুমাচ্ছিলেন তারা। ৬ হোটেল শ্রমিকের লাশ উদ্ধার হয়েছে। প্রতিবেদক লিখেছেন, 'পুরান ঢাকায় একের পর এক অগ্নিকান্ডে প্রাণহানি ঘটছেই। অগ্নিকান্ডের ঘটনার পর ফায়ার সার্ভিস, থানা-পুলিশ, বিস্ফোরক অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো নড়েচড়ে বসে। কিছু পদক্ষেপও তাৎক্ষণিকভাবে নেওয়া হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই বদলায় না।' পুরান ঢাকায় ভয়াবহ সব আগুন লাগার ঘটনা ঘটছে। মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। তদসত্ত্বেও সবকিছুই চলছে বিজনেস অ্যাজ ইয়ুজুয়াল। এগুলো ঘটছে সুশাসন না থাকায়। যদি এই সোনার দেশে সুশাসন থাকত, তাহলে আমরা মানবকল্যাণে অনেক দূর যেতে পারতাম।

লেখক: শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ

আমার স্কুলজীবনের বন্ধু মুজিবুর রহমান একটি জিপে সায়েন্স ল্যাবরেটরি হয়ে কলাবাগানে নিজ বাসায় আসছিলেন। এমন সময় সায়েন্স ল্যাবরেটরির কোনায় নির্মীয়মাণ ফুটওভার ব্রিজের একটি ঢালাই করা বিম পড়ে গিয়ে তার গাড়ির ওপর আঘাত হানে। মুজিবুর রহমানের তাৎক্ষণিক মৃত্যু হয়। গাড়িটও চুরমার হয়ে যায়। দেখা যাচ্ছে, এরকম দুর্ঘটনা অতীতেও হয়েছে। এসব দুর্ঘটনা ট্র্যাজেডি হয়ে এসেছে ভুক্তভোগী পরিবারের জন্য। কেন বিআরটি প্রকল্পে এমন ঘটনা ঘটল তা ভেবে নির্ণয় করা কঠিন। এরকম ভারী অবকাঠামো নির্মাণ করতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, তা কারও অজানা নয়। প্রশ্ন হলো, ব্যবহৃত ক্রেনটির শক্তি ভারী একটি গার্ডার উত্তোলনের জন্য যথাযথ ছিল কিনা? দ্বিতীয়ত, বিআরটির কাজ চলার সময় বিপজ্জনক পরিসর চিহ্নিত করা ছিল কিনা? আমরা দেখেছি, প্রতিবছর এদেশে শত শত প্রাণহানিকর দুর্ঘটনা ঘটে।



হেঁটে জুমায় যাওয়ার ফজিলত

(শেষের পাতার পর)

ছোট-বড় সবাই মসজিদে গিয়ে জুমার নামাজ জামাতে আদায় করার চেষ্টা করে।

জুমার দিন মহান আল্লাহ কল্যাণের দ্বারগুলো খুলে দেন। ছোট ছোট আমলে অনেক বড় প্রতিদান দেন। সেদিনের যেসব আমলে অফুরন্ত কল্যাণ মেলে, তন্মধ্যে অন্যতম হলো, হেঁটে মসজিদে যাওয়া।

ইয়াজিদ ইবনে আবু মারইয়াম (রহ.) থেকে বর্ণিত, আবায়া ইবনে রাফি (রহ.) আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, তখন আমি জুমার নামাজ আদায়ের জন্য যাচ্ছিলাম। তিনি বলেন, সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনার এই পদক্ষেপ হচ্ছে আল্লাহর পথে। আমি আবু আবস (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তির দুই পা আল্লাহর পথে ধূলি-ধূসরিত হয়, সে জাহান্নামের জন্য হারাম হয়ে যায়।' (নাসায়ি, হাদিস : ৩১১৬)

শুধু তা-ই নয়, মহানবী (সা.)-এর নির্দেশনা মোতাবেক জুমার দিনের আমলগুলো করে মসজিদে রওনা হলে প্রতি পদক্ষেপে এক বছর আমল করার সওয়াব লিখে দেওয়া হয়। আওস ইবনে আওস (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জুমার দিনে মাথা ও শরীর ধুয়ে উত্তমরূপে গোসল করে জুমার সময়ের প্রথম সময়েই মসজিদে যায়, কোনো বাহনে আরোহণ না করে হেঁটেই মসজিদে যায় এবং ইমামের নিকটবর্তী হয়ে বসে, নিশ্চুপ হয়ে খুতবা শুনে ও কোনো অনর্থক কাজ না করে, তার জন্য প্রত্যেক পদক্ষেপে এক বছর আমল করার সওয়াব হবে।' (নাসায়ি, হাদিস : ১৩৮৪)

সুবহানাল্লাহ, শুধু জুমার দিনই নয়, অন্য দিনও হেঁটে মসজিদে যাওয়ার বিশেষ ফজিলত রয়েছে। তাই কোনো কোনো সাহাবি ইচ্ছাকৃত মসজিদ দূরে বসবাস করে হেঁটে মসজিদে আসার নজির পাওয়া যায়। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, উবাই ইবনে কাআব (রা.) বলেন, আমি জনৈক লোক সম্পর্কে জানি, যার বাড়ি অপেক্ষা কারো বাড়ি মসজিদ থেকে অধিক দূরে ছিল বলে আমার জানা নেই। তিনি প্রতি ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সঙ্গে পড়তেন (কখনো জামাত তরক করতেন না)। উবাই ইবনে কাআব বলেন, তাঁকে বলা হলো অথবা (বর্ণনাকারী আবু উসমান নাহদির সন্দেহ) আমি বললাম, যদি তুমি একটি গাধা কিনে নাও এবং তার পিঠে আরোহণ করে রাতের অন্ধকারে এবং রোদের মধ্যে নামাজ আদায় করতে আসো তাহলে তো বেশ ভালোই হয়। এ কথা শুনে সে বলল, আমার বাড়ি মাসজিদের পাশে হোক তা আমি পছন্দ করি না। আমি চাই মাসজিদে হেঁটে আসা এবং মাসজিদে থেকে ঘরে আমার পরিবার-পরিজনের কাছে যাওয়ার প্রতিটি পদক্ষেপ আমার জন্য (আমালনামায়) লিপিবদ্ধ হোক। তাঁর এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মহান আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য অনুরূপ সাওয়াবই একত্র করে রেখেছেন। (মুসলিম, হাদিস : ১৪০০)

জ্যাকসন হাইটসে দোয়া মাহফিল ও তবারক বিতরণ

(শেষের পাতার পর)

মাহফিল ও তবারক বিতরণ করেছে। ১৫ আগস্ট সোমবার জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ স্ট্রিটে নবান্ন রেস্টুরেন্টের সামনে এই দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এসময় বঙ্গবন্ধু সহ ১৯৭৫-এর ১৫ আগষ্ট নিহতদের স্মরণে বিশেষ মোনাজাত ও তবারক বিতরণ করা হয়। এতে সর্বস্তরের মানুষের ঢল নামে। এবারের আয়োজন অতীতের সব আয়োজনকে ছাড়িয়ে গেছে। উল্লেখ্য, বিগত এক যুগেরর অধিক সময় ধরে দল-মতের উর্ধ্বে জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী বাংলাদেশের জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে প্রতিবছর ১৫ আগষ্ট দোয়া মাহফিল ও তবারক বিতরণ করে আসছে।

সংশ্লিস্টরা জানান, এবারই প্রথম জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ স্ট্রিট (৩৭ অ্যাভিনিউ ও ব্রডওয়ে) সারা দিন নির্ধারিত ছিল বঙ্গবন্ধুর শাহাদত বার্ষিকী পালনের স্থান হিসাবে। এ জন্য প্রশাসনের কাছ থেকে অনুমতিও নেওয়া হয়েছিল। দুপুরের পর নবান্ন রেস্টুরেন্টের সামনে বিশাল ডিজিটাল ব্যানার স্থাপন করে বঙ্গবন্ধু'র ৭ মার্চের ভাষণ প্রচার করা হয়। বিপুল সংখ্যক দেশী-বিদেশী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাষনটি শুনেন।

বিকালে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী'র সভাপতি শাকিল মিয়া। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলম নমির সঞ্চালনায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বারী হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট ও সিইও আসেফ বারী টুটুল ও ভাইস প্রেসিডেন্ট হাসিনা বারী মুনমুন, নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের এশিয়ান অ্যাডভাইজার ফাহাদ সোলায়মান, আয়োজক কমিটির আহবায়ক মীর নিজামুল হক, সদস্য সচিব সোহেল গাজী, চেয়ারম্যান মামুন মিয়াজী প্রমুখ। এরপর অনুষ্ঠিত হয় দোয়া-মাহফিল। দোয়া পরিচালনা করেন ইমাম কাজী কাইয়ুম। এসময় ১৫ আগস্ট নিহতদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়। দোয়া মাহফিল শেষে ৭৩ স্ট্রিটে দিনভর খাবার বিতরণ করা হয়।

এছাড়াও বিভিন্ন সময় মূলধারার রাজনীতিক ও জনপ্রতিনিধি এবং কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তারা দল ও রাজনীতি নিরপেক্ষ এ আয়োজনের প্রশংসা করেন। মূলধারার রাজনীতিকদের মধ্যে নিউ-ইয়র্ক স্টেটের অ্যাসেম্বলিওম্যান জেসিকা গঞ্জালেজ ও সিটি কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণান অনুষ্ঠানে এসে প্রদত্ত বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান।

উল্লিখিত আয়েজনে সার্বিক সহযোগিতায় আরো ছিলেন দোয়া মাহফিল ও তবারক বিতরণ কমিটির যুগ্ম আহবায়ক মো. এ আজাদ ও আব্দুল হামিদ, যগ্ম সদস্য সচিব মো. মাহবুব রহমান ও হাজী এনাম। সার্বিক তত্ত্বধানে ছিলেন শাহ জে চৌধুরী, প্রধান সমন্বয়কারী ছিলেন মাইনুল ইসলাম এবং চেয়ারপার্সন বিপ্লব সাহা, কো-চেয়ারপার্সন সাখাওয়াত বিশ্বাস। বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তারেক হাসান খান, ফাহাদ সোলাইমান, জেড আর চৌধুরী, নুরুল আজিম প্রমুখ। সহযোগিতায় ছিলেন মো. মানিক বাবু, শেখ নোমান পলাশ, আসাদুল ইসলাম আসাদ, হাসান মিয়া, মো. দুলাল, শাহীন চৌধুরী, আবার জনি, আকরাম হোসেন বিপ্লব, আলমগীর খান আলম, মো. সায়েম উল্লাহ, মুক্তা মিয়া, গোপাল সন্যাসীয়া মনি, শাহরিয়ার হোসেন, কবির চৌধুরী জসী, কামরুজ্জামান বকুল এবং মতিন।

কমিটির উপদেষ্টা পরিষদে ছিলেন: হারুন এনাল আবেদিন, রাশেদ আহমেদ, ইশতিয়াক রুমী, সিরাজুল হক কামাল, মহসিন ননী, কামরুজ্জামান কামরুল, প্রদীপ সাহা, কাজী শামসুদ্দোহা, মনসুর চৌধুরী, পিয়ার আহামেদ, মোল্লা মাসুদ, রফিকুল আহামমেদ, ফাহাদ সোলায়মান, ইকতারুজ্জামান রতন, কবির রতন, বিদ্যুৎ দাস, জো মোল্লা সানি, এলিন রহমান, দেবাশীষ দাস বব, শফিউদ্দিন মিয়া, শাহাদাৎ হোসেন, মো. মহিউদ্দিন দেওয়ান এবং নুরুল আমিন বাবু।

১ বিলিয়ন ডলারের সংস্থান!

(শেষের পাতার পর)

রিপোর্টও দিয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে কাল বললেন এ কথা। অথচ আশ্চর্য, এতবড় একটা গোমড়- মালুমই করা গেল না! অর্থ মন্ত্রনালয় বা বাংলাদেশ ব্যাংক এযাবৎকাল বেমালুম চেপে রেখেছে!

জাতি তো এদের কথাই জানতে চায়! চেহারা মোবারক দেখে জীবন ধন্য করতে চায় কারা লুট করে দেশটাকে ফোকলা বানিয়ে বিদেশের ব্যাংকে টাকা জমিয়েছে, কাদের জন্য আজ এই অবস্থা! এতদিন কর্তারা বলে এসেছেন লুটেরাদের সম্পর্কে তারা কিছুই জানেন না, উল্টো পাবলিকের কাছে আহ্বান রেখেছেন যদি কারও কাছে কোন তথ্য থাকে যেন জানিয়ে সরকারকে সাহায্য করে। আর এখন জানা গেল বেশ আগেই ৬৭ জনের তালিকা বানিয়ে তা সুইস কর্তৃপক্ষের কাছে দিয়েও রেখেছে! একেই বোধহয় বলে ডিজিটাল ভাওতাবাজী! এই ইস্যুতে সুইস রাষ্ট্রদূত আর আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দুইরকম কথা এখন নেট দুনিয়ায় ভাইরাল। রাষ্ট্রদূতের ভাষ্য- কিভাবে লুটেরাদের তথ্য পাওয়া যাবে সে ফর্মূলাও সরকারকে বাৎলে দেওয়া হয়েছে কিন্তু সরকার কখনও কোন তথ্য চায় নাই। পররাষ্ট্রমন্ত্রী তীব্র প্রতিবাদ করে বলেছেন, ৬৭জনের তালিকা পাঠিয়ে অনেকবার তাদের সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে। কিন্তু মাত্র একজন বাদে আর কারও ব্যাপারে কিছু জানানো হয় নাই। আমরা সরকারভক্ত দেশপ্রেমিক জনগন মন্ত্রীর কথাই বিশ্বাস করলাম। এখন তাহলে ওই ৬৭জনের তালিকাটা একটু দেন! প্রকাশ করুন। জেনে ধন্য হই কারা সেই সৌভাগ্যবান পরাক্রমশালী- যারা মন্ত্রনালয় বাংলাদেশ ব্যাংক ডিজিএফআই র‍্যাব পুলিশ দুদক ডিবি এসবি এনএসআইতথা তাবৎ এজেন্সিকে কাঁচকলা দেখিয়ে সুইস ব্যাংকে টাকা রেখে এসেছেন! বলবেন ওরা তো সন্দেহভাজন। তো সন্দেহ তো আপনারাই করেছেন, নিশ্চয়ই তার কোন ভিত্তি আছে। কত সন্দেহভাজনকেই তো হররোজ ক্যামেরার সামনে এনে হাজির করা হচ্ছে! ক্যামেরার সামনে আনা দরকার নাই অন্তত: নামগুলো তো বলা যায়! যে একজন সম্পর্কে রিপোর্ট পাওয়া গেছে তিনিই বা কোন পূণ্যবান! তার নাম পরিচয় কি বা কি রিপোর্ট পাওয়া গেছে তার সম্পর্কে!

কয়েকজন মন্ত্রী আছেন বানী-বচনের সময় স্থান কাল পাত্রজ্ঞান বা পরিমিতিবোধ হারিয়ে ফেলেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় এর আগে কয়েক দফাই নানা বেফাঁস মন্তব্য করে লোক হাসিয়েছেন সেই সাথে সরকারকেও বেকায়দায় ফেলেছেন। ভারত বাংলাদেশের সম্পর্কের বিষয়ে তার এক মন্তব্য তো এখনও এক মিশাল। কূটনীতি বহির্ভূত এবং অশোভন ভাষায় সুইস রাষ্ট্রদূতের মন্তব্যের প্রতিবাদ করতে গিয়ে ৬৭জনের কথা উল্লেখ করে তিনি সরকারের কোন উপকারটা করলেন তা তিনিই ভাল বলতে পারবেন তবে এই '৬৭জন' কিন্তু একটা ইস্যু হয়ে রইলো। নিয়ত: সরকারকে খুঁচিয়ে চলবে। আজ না হোক কাল এই তালিকা একদিন প্রকাশও পাবে।

সুইস রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যে দুইটা কথা আছে। এক, সরকার কখনও তথ্য চায় নাই, দুই- বিভিন্ন সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশীদের লুটকরা ৮ হাজার কোটী টাকার সমপরিমান বৈদেশিক মুদ্রা জমা আছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রথমটিকে মিথ্যা বলেছেন দ্বীতিয়টার ব্যাপারে চুপ থেকেছেন। তাতে ধরে নেওয়ার অবকাশ আছে রাষ্ট্রদূতের এই তথ্যটা সত্য। এই দুর্দিনে আমি একে খুবই আশাব্যঞ্জক হিসেবে দেখছি। রাষ্ট্রদূত এটাও বলেছেন তার দেশ লুটেরাদের অভয়ারন্য নয়। তার অর্থ প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি মেনে চাইলে লুটের টাকা ফেরতও দেবে। ৮ হাজার কোটী টাকা মানে বর্তমান বাজারদরে ১ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি। সরকার এখানে ওখানে ডলারের জন্য হাত পেতে চলেছে। সুইজারল্যান্ড থেকে এই ডলার উদ্ধার করে আনতে পারলে অনেকটা এগিয়ে যায়। সরকার কি এখন এই লুটের টাকা ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগ নিতে পারে!

৯ মাস পর দেশে ফিরলেন

(শেষের পাতার পর)

হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামেন। তিন মাস দেশে অবস্থান শেষে শাকিব নভেম্বরে ফিরে যাবেন আমেরিকা। এ সময়ে তিনি কাজ করবেন 'রাজকুমার' ও 'মায়া' নামের নতুন দু'টি ছবিতে। এগুলোর প্রযোজক শাকিব নিজেই।

এর আগে গত বছরের নভেম্বরে আমেরিকা পাড়ি দেন শাকিব খান। ৯ মাস পর ১৬ আগস্ট বিমানে ওঠার আগে শাকিব খান ফেসবুক পোস্টে তার দেশে ফেরার কথা জানান। তার আসার খবরে তাকে স্বাগত জানাতে বুধবার বিমানবন্দরে ভিড় করেন অসংখ্য ভক্ত। বিমানবন্দরে নেমে ভক্ত ও গণমাধ্যমকর্মীদের উদ্দেশে শাকিব খান বলেন, 'আপনারা সবাই যে আমাকে এত মিস করেছেন, ভালো বেসেছেন, আমি সত্যিই মুগ্ধ। আমি এত দিন আপনাদের ভীষণ মিস করেছি। আমি বিমানে উঠে কিছুক্ষণ পর পর এয়ার হোস্টেসকে জিজ্ঞেস করছিলাম, আর কতক্ষণ লাগবে। আমি নিজেও আপনাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য অস্থির হয়ে ছিলাম।'

বিমানবন্দরে উপস্থিত সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শাকিব বলেন, 'আমার সবসময় চেষ্টা ছিল আমাদের বাণিজ্যিক সিনেমাকে বিশ্বের বাজারে কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়। আমরা জানি, ভাষা কোনো বিষয় না। আজকে কোরিয়ান ভাষা বিরাট অবস্থানে পৌঁছে গেছে, তামিল ছবি আন্তর্জাতিকভাবে ভালো জায়গায় পৌঁছে গেছে। আমার মূল লক্ষ্য সেটা। এই লক্ষ্য নিয়েই আমি যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছি। আমি একটা সিনেমার মহরত সেখানে করেছি। মাত্র তো দেশে পা রাখলাম, অনেক সুখবর অপেক্ষা করছে।'

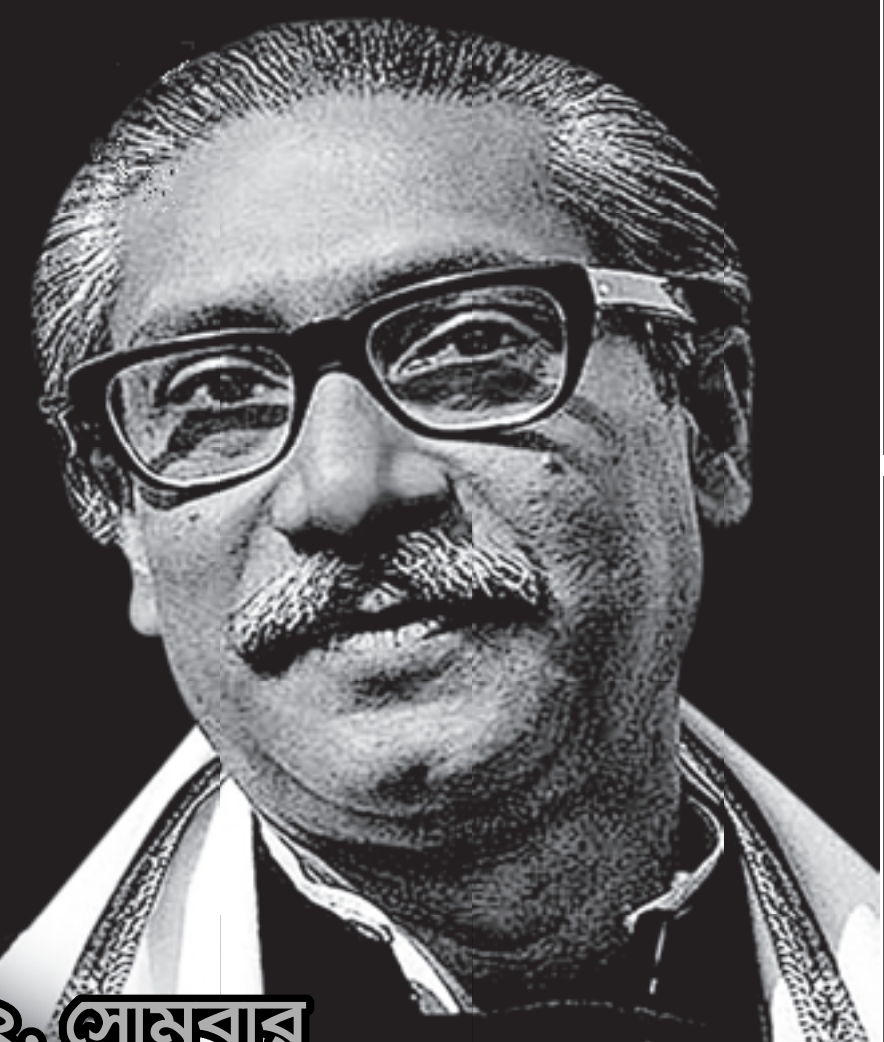
দীর্ঘ দিন পর দেশে ফেরার বিষয়ে শাকিব বলেন, 'আমি অনেক এক্সাইটেড। আমার ভেতরে অনেক উত্তেজনা কাজ করছে। গত সাত দিন ধরে মনে হয়েছে দেশে কখন যাবো, কখন যাবো! আজকে যখন ফ্লাইটে ছিলাম তখন বারবার জিজ্ঞেস করছিলাম, অবতরণ করতে আর কতক্ষণ লাগবে? আপনাদের সবার ভালোবাসার কাছে আমি সত্যিই অনেক কৃতজ্ঞ'। দেশে কতদিন থাকবেন এমন প্রশ্নে শাকিব বলেন, 'এটা আমারই দেশ। এখানেই তো থাকব। আমি কোথায় যাবো?'

দেশে ফেরার আগে ফেসবুকে ভেরিফায়েড পেজে শাকিব খান লেখেন, 'জীবন যখনই আমাকে কোনো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করেছে, অথবা নিজেই যখন নিজেকে দিয়েছি ভেঙে গড়ার চ্যালেঞ্জ, উপরওয়ালার রহমতে এবং আমার লাখো-কোটি ভক্তের ভালোবাসায় সবসময় আমি জয়ী হয়েছি। যুক্তরাষ্ট্রে বিগত ৯টা মাসও আমার জীবনে ছিল একটি চ্যালেঞ্জের মতো। আপনাদের ভালোবাসায় আমি তা সফলভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি।'

তিনি আরো বলেন, 'এই ৯টা মাস ছিল অনেকটা অদৃশ্য শেকলে বাঁধা পড়ে থাকা জীবনের মতো। খেয়াল করেছি, মহান ব্যক্তিরা যখন বড় কিছু করেন, তার আগে এমন বিচ্ছিন্ন থাকেন! তারা যখনই নতুন উপলব্ধি নিয়ে আবার শুরু করেন তখনই তাদের সকাল!'



১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস



১৫ আগষ্ট ২০২২, সোমবার

বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম মৃত্যুবার্ষিকীতে
তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায়

দোয়া মাহফিল তবারক বিতরন

স্থানঃ ৩৭-২২, ৭৩ স্ট্রীট (নবান্ন রেস্টুরেন্টের সামনে), সময়ঃ দুপুর ৪.০০টা থেকে রাত১০.০০টা

সভাপতি	আহ্বায়ক	সদস্য সচিব	সাধারণ সম্পাদক
সাকিল মিয়া	মীর নিজামুল হক	সোহেল গাজী	মোঃ আলম নমি

যুগ্ম আহ্বায়কঃ মোঃ এ আজাদ, আব্দুল হামিদ, যুগ্ম সদস্য সচিবঃ মোঃ মাহবুব রহমান, হাজী এনাম

তত্বাবধায়নেঃ শাহ জে চৌধুরী প্রধান সমন্বয়কারীঃ মইনুল ইসলাম প্রধান পৃষ্ঠপোষকঃ আসিফ বারী টুটুল

চেয়ারম্যানঃ মামুন মিয়াজী চেয়ারপার্সনঃ বিপ্লব সাহা কো-চেয়ারপার্সনঃ সাখাওয়াত বিশ্বাস

পৃষ্ঠপোষকঃ তারেক হাসান খান, ফাহাদ সোলাইমান, জেড আর চৌধুরী (লিটু), নুরুল আজিম, আহসান হাবিব

সার্বিক সহযোগিতায়ঃ মোঃ মানিক বাবু, শেখ নোমান পলাশ, আসাদুল ইসলাম আসাদ, মোঃ হাসনাত হাসান। মিয়া মোঃ দুলাল, শাহীন চৌধুরী, আফতাব জনি, আকরাম হোসেন বিপ্লব, নিহার সিদ্দিকী, আলমগীর খান আলম,মোঃ সায়েম উল্লাহ, মুক্তা মিয়া,গোপাল সান্যাল, ওয়াসীম, নান্টু মিয়া, আব্দুল মালেক, গনেশ কীর্তনীয়া, মোঃ রাদবি, শাহরিয়ার হোসেন, শোভন, কবির চৌধুরী জসী, কামরুজ্জামান বকুল এবং মতিন।

উপদেষ্টা পরিষদঃ হারুন ভূঁইয়া, এম এ আজিজ, জয়নাল আবেদিন, রাশেদ আহমেদ, ইশতিয়াক রুমী, সিরাজুল হক কামাল, মহসিন ননী, কামরুজ্জামান কামরুল, প্রদিপ সাহা, কাজী শাম-সুদ্দোহা, মনসুর চৌধুরী, পিয়ার আহমেদ, মোল্লা মাসুদ, রফিকুল আহমেদ, ফাহাদ সোলায়মান, ইকত্তারুজ্জামান রতন, মোঃ কবির রতন, বিদ্যুৎ দাস, জে মোল্লা সানি, এলিন রহমান, দেবাশীষ দাস বব, শফিউদ্দিন মিয়া, শাহাদাৎ হোসেন, মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান এবং নূরুল আমিন বাবু।

সহযোগিতায়ঃ মঈনুল ইসলাম, শাহ জে চৌধুরী, বারী হোম কেয়ার, আশরাফুল আলম খোকন, হাজী এনাম, ডেরা রেষ্টুরেন্ট, ফাহাদ সোলায়মান, নুরুল আমিন বাবু, এ্যাটর্নী মঈন চৌধুরী, মেজবাহ আবেদীন, শেখর কৃষ্ণা, ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন, শাহ নেওয়াজ, সি কে (অভি) , মনসুর চৌধুরী (হাটবাজার), প্রিমিয়াম সুইটস, মামা'স রেষ্টুরেন্ট, ফরহাদ রেজা, হাসান জিলানী, সান্টু ভাই, লাবনিয়া, মোহাম্মদ আলী, মোঃ কে. ভূইয়া, গোলাম হাসান, রফিকুল ইসলাম, আক্তার ভূঁইয়া, আক্তারুর রহমান মামুন, রনি, মোঃ কামরুজ্জামান, আহসান হাবীব, মোঃ জাহিদ মিয়া, মোঃ নাজের উদ্দিন, সাঈদ খান, রাজু আহমেদ, মফিজুর রহমান, জেবিবিএ এবং ডা. তৌহিদ শিবলী,

আয়োজনেঃ

জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier

Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND
EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

নিউইয়র্কে বাণিজ্য মেলার আয়োজন, ক্রেতা নিয়ে সন্দেহ

(শেষের পাতার পর)

জানি না। আমার কোনো ধারণাও নেই।'

ইপিবির ওয়েবসাইটে থাকা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নিউইয়র্কের টাইম স্কয়ারে আগামী ২৩ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর এই বাণিজ্য মেলা হবে। যেসব প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশ নেবে সেগুলোর মধ্যে তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের স্টলভাড়ার ২০ থেকে ৫০ শতাংশ ইপিবি ভর্তুকি হিসেবে দেবে। অন্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান পাবে ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ ভর্তুকি। বিজ্ঞপ্তিতে ৯ বর্গমিটারের একেকটি স্টলের ভাড়া তিন লাখ টাকা (প্রায় তিন হাজার ডলার)।



নিজেদের সাইটে এই বিজ্ঞপ্তি প্রচার করলেও ইপিবির পরিচালক (মেলা) আবু মোখলেছ আলমগীর হোসেন বলেন, ইপিবি এ মেলার আয়োজক নয়। ইপিবি শুধু বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। আয়োজনের বিষয়ে জানতে ইউবিবিএলের সঙ্গে যোগাযোগের পরামর্শ দেন তিনি।

ইউবিবিএল তাদের ওয়েবসাইটে অতিথিদের নাম, পদবিসহ মেলার প্রচারণা চালাচ্ছে। তবে জানতে চাইলে প্রতিষ্ঠানটির মালিক বিশ্বজিৎ সাহা বলেছেন, 'আমি শুধু গ্রেটার নিউ ইয়র্ক চেম্বারের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছি। বাকি আয়োজনের পুরো বিষয় ইপিবি দেখছে।'

তাঁর ওয়েবসাইট থেকে করা প্রচারে মন্ত্রীদের নাম ব্যবহারের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'তখন সাধারণ পরিষদের অধিবেশন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নিউইয়র্কে থাকবেন। ফলে কয়েকজন মন্ত্রীকে এমনিতেই পাওয়া যাবে।'

মেলার আয়োজক কে, তা নিয়ে ইপিবি ও ইউবিবিএল রাখঢাক করলেও এ মেলায় ক্রেতা পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে দুই পক্ষই সন্দেহ প্রকাশ করেছে। বিশ্বজিৎ সাহা মনে করেন, বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো না থাকায় মেলা তাঁদের প্রত্যাশা অনুযায়ী হবে বলে মনে হচ্ছে না। মেলায় ক্রেতা পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ইপিবির পরিচালক আবু মোখলেছ আলমগীর হোসেন।

ইপিবির একাধিক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, মন্ত্রণালয়ের এক শীর্ষ কর্মকর্তার নির্দেশে এই মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনকে উপলক্ষ করে এটা করা হচ্ছে। কারণ চলমান পরিস্থিতিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছাড়া বিদেশ সফর বন্ধ রয়েছে। ফলে সাধারণ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হতে পারবেন না অনেকেই।

এই মেলার অতিথি হিসেবে নাম আছে ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের (এফবিসিসিআই) সাবেক সভাপতি ও বর্তমান সংসদ সদস্য শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিনের। তিনি গতকাল বলেন, 'এ মেলা কতটা সাফল্য পাবে সেটা জানি না। তবে আমি ওই সময় জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে নিউ ইয়র্কে থাকব। তাই অধিবেশনের পাশাপাশি এ মেলায় অংশ নেব।'

মেলায় অংশ নিতে ইপিবি ৬৭টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনকে চিঠি দিয়েছে। মেলায় অংশ নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে ইপিবিতে আবেদন করেছে ৩১টি প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ই-ক্যাব) আবেদন করেছে ইউবিবিএলের কাছে।

শর্ত অনুযায়ী, প্রতিটি প্রতিষ্ঠান থেকে সর্বোচ্চ দুজন মেলায় অংশ নিতে পারবেন। কিন্তু কয়েকটি প্রতিষ্ঠান থেকে ১০ জনের বেশি ব্যক্তি আবেদন করেছেন। ই-ক্যাব থেকে করেছেন আটজন। মেলায় তৈরি পোশাক, আইসিটি খাত, হিমায়িত ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, ফুড ও বেভারেজ, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, হ্যান্ডলুম ও হ্যান্ডিক্রাফট পণ্য নিয়ে ব্যবসায়ীরা অংশ নিতে পারবেন।

বাংলাদেশ অ্যাগ্রো-প্রসেসরস অ্যাসোসিয়েশনের (বাপা) সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. ইকতাদুল হক বলেন, মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে ক্রেতা পাওয়া যতটা সহজ আমেরিকায় ততটা সহজ নয়। সেখানে রপ্তানি করতে অনেক শর্ত মানতে হয়। আর এই বৈশ্বিক সংকটের সময়ে নিউইয়র্কে মেলা করে খুব একটা লাভ হবে না।



মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

ব্রেন ফগ থেকে মুক্তির উপায়

(শেষের পাতার পর)

কোনো বৈজ্ঞানিক শব্দ নয়। সাধারণত এই সমস্যায় আক্রান্ত রোগীরা নিজেদের শারীরিক অবস্থা ব্যাখ্যা করার জন্য এই শব্দটি বলে থাকেন। আচমকা ভাবনাচিন্তা শূণ্য হয়ে যাওয়া, মনোযোগের অভাব, স্মৃতিলোপের মতো নানা ধরনের সমস্যাকে এ উপসর্গের অন্তর্গত ভাবা হয়। এমনকি, অনেকে সমস্যায় পড়েন কথা বলার সময়েও। কথা বলতে গিয়েও বলতে না পারার সমস্যা দেখা দিতে পারে অনেক ক্ষেত্রে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বলছে, করোনা থেকে মুক্তির ছয় থেকে ৯ মাস পর্যন্ত এই উপসর্গ থাকতে পারে কোনো কোনো রোগীর।

এই অবস্থা থেকে বেরোবেন কী করে? তারও উত্তর দিচ্ছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল মনোবিদ।

মাথা খাটানোর খেলা: এমন কিছু খেলা রয়েছে, যা মাথার ব্যায়ামে কাজে লাগে। শব্দছক, তাসের কিছু খেলা বা দাবার মতো বোর্ড গেমে মাথার ভালো ব্যায়াম হয়। এই সময়ে টেলিভিশন দেখে বা অন্যভাবে সময় কাটালে, তা হয় না। এই ধরনের মাথার ব্যায়ামের মতো খেলা যদি প্রতিদিন কিছুটা সময় খেলা যায়, তা হলে মনের ক্লান্তি কাটতে পারে।

যা শুনছেন, তা জোরে জোরে বলা: কোনো ব্যক্তির সাথে প্রথম আলাপেই যদি আপনি তার নাম বেশ কিছুবার নিয়ে ফেলেন, তা হলে সেই নাম আপনার মস্তিষ্কে গেঁথে যায়। তাই যা শুনছেন, তা নিজে ফের উচ্চারণ করুন উচ্চৈঃস্বরে। এতেই বাড়বে স্মৃতিশক্তি।

যা শুনছেন, তা ভাগে ভাগে মনে রাখুন: কোনো ফোন নম্বর ভাগ করে মনে রাখলে, তা মনে থেকে যায়। ঠিক তেমনই আপনি যা শুনছেন, তা ভাগে ভাগে মনে রাখার প্রয়াস করুন।

মনের চাপ কমান: এখন প্রত্যেকের ফোনে সর্বদা নানা নোটিফিকেশন আসতেই থাকে। মেসেজ বা ই-মেল তো আছেই, তার বাইরে নানা অ্যাপের নানা নোটিফিকেশন। এতে মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রতিদিন কিছুটা সময় ধ্যান করা যেতে পারে।

বিশ্বকাপের সাড়ে ২৪ লাখ

(শেষের পাতার পর)

যাওয়া বিশ। বিশ্বকাপ সামনে রেখে হু হু করে বাড়ছে টিকিট বিক্রি। ফিফা সর্বশেষ আপডেটে বৃহস্পতিবার (১৮ আগষ্ট) জানিয়েছে, আয়োজকরা এখন পর্যন্ত ২৪ লাখ ৫০ হাজার টিকিট বিক্রি করেছে। এর মধ্যে ৫ থেকে ১৬ জুলাই পর্যন্ত সর্বশেষ ধাপে বিক্রি হয়েছে ৫ লাখেরও বেশি টিকিট।

ফিফা জানিয়েছে, গ্রুপ পর্বের জন্য সবচেয়ে বেশি টিকিট বরাদ্দ করা হয়েছে ব্রাজিল বনাম ক্যামেরুন, ব্রাজিল বনাম সার্বিয়া, পর্তুগাল বনাম উরুগুয়ে, কোস্টা রিকা বনাম জার্মানি এবং অস্ট্রেলিয়া বনাম ডেনমার্ক ম্যাচে। আর ডিজিটাল পদ্ধতির টিকিট বিক্রিতে সবচেয়ে বেশি সাড়া মিলেছে কাতার, সৌদি আরব, যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইংল্যান্ড, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, ওয়েলস এবং অস্ট্রেলিয়া থেকে। টিকিট বিক্রির পরবর্তী আপডেট আসবে সেপ্টেম্বরের শেষে।

এদিকে কাতারের বাস ও ট্যাক্সি সার্ভিসের প্রধান নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা আহমেদ আল ওবাইদলি বলেছেন, বিশ্বকাপের সময় কাতারের রাস্তায় চার হাজারের বেশি বাস থাকবে। যাতে দর্শকরা নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারেন। চালকের সংখ্যাও বাড়িয়ে ১৪ হাজার করা হয়েছে। বেশির ভাগ চালকই আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ার। প্রতিটি বাসে পাঁচটি করে সিসিটিভি ক্যামেরা থাকবে। কেন্দ্রীয় কমান্ড সেন্টার থেকে এ ক্যামেরায় চোখ রাখা হবে বাসের ভেতর, যেন কেউ কোনো সমস্যার সৃষ্টি করতে না পারে।

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাহকাতে মোডাসন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

পাসপোর্টের জন্য প্রবাসীদের কান্না

(শেষের পাতার পর)

নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পর ওইসব দেশে বৈধভাবে অবস্থানের সুযোগ পেলেও পাসপোর্ট না থাকায় দেশে আসতে পারছেন না এই প্রবাসীরা। জটিলতা নিরসনের কোনো দৃশ্যমান উদ্যোগও নেই। ভুক্তভোগীরা বলছেন, পরিবারের সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে মৃত্যুর হাতছানি উপেক্ষা করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তারা পাড়ি জমিয়েছেন। ওইসব দেশে তারা বৈধভাবে বসবাসের সুযোগ পেলেও বাংলাদেশি হিসেবে পরিচয় দিতে পারছেন না। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এ রকম ১০/১২ হাজার প্রবাসী বাংলাদেশী রয়েছেন পাসপোর্ট জটিলতায়। পাসপোর্ট না পেয়ে চরম দুর্ভোগ এবং হতাশায় নিমজ্জিত রেমিট্যান্স যোদ্ধারা।

দেশে অনেকের পরিবার ঋণগ্রস্ত। অনেকের বাবা-মা গুরুতর অসুস্থ। কারো কারো মা-বাবার মৃত্যু ঘটেছে দেখারও সুযোগ পায়নি। পাসপোর্ট না থাকায় বৈধ পথে তারা রেমিট্যান্স পাঠাতে পারছেন না। অনেকে কাজ-কর্ম হারিয়ে দিনে দিনে বেকার হয়ে পড়ছেন। এর প্রভাব পড়ছে দেশে থাকা পরিবারের ওপর। অভাবের কারণে অনেকের ছেলেমেয়ে ও ছোট ভাইবোনের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেছে। গতকাল দুপুরে পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধিদপ্তরে গিয়ে দেখা যায়, প্রবাসীর স্বজনরা পাসপোর্ট অফিসে এসে ভিড় করছেন। অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করছেন।

ইতালী প্রবাসী সাইফুদ্দিনের বড় ভাই সোহেল জানান, তার ভাই ২ বছর হলো লিবিয়া থেকে ইতালীতে গেছেন। এতে তিনি পথে তার পাসপোর্টটি হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি আরও জানান, ওই দেশে তিনি রাজনৈতিকভাবে আশ্রয় পেয়েছেন। এখন তার বাংলাদেশী পাসপোর্ট দরকার। কিন্তু, এখন পর্যন্ত তিনি পাসপোর্টটি পাননি। শুধু অফিসের লোকজন বলছেন যে, তার পুরনো পাসপোর্টটি জমা দিতে হবে। বার বার বলার পরও তারা বিশ্বাস করছেন না যে তার পাসপোর্ট নেই। এতে তার ভাই ভোগান্তির মধ্যে আছেন। শরীফ নামে আরেকজন প্রবাসীর ভাই জানান, তার ছোট ভাই থাকেন গ্রিসে। স্টুডেন্ট ভিসায় গেছেন সেই দেশে। তার পাসপোর্টটি হারিয়ে যাওয়ায় পড়াশুনায় অসুবিধা হচ্ছে। বার বার আবেদন করার পরও তিনি সাড়া পাচ্ছেন না।

মাদারীপুর থেকে ঢাকার আগারগাঁওয়ের পাসপোর্ট অধিদপ্তরে খোঁজ নিতে আসা নজরুল ইসলাম জানান, ৭/৮ বছর আগে তার ছেলে ইরাকে যায় শ্রমিক হিসেবে। এরপর সেখান থেকে অবৈধ পথে ফ্রান্সে পাড়ি জমায়। এই যাত্রায় সে তার এমআরপি পাসপোর্টটি ফেলে দেয়। ফ্রান্সে বৈধতা পাওয়ার পর সে পুনরায় প্যারিস দূতাবাসে এমআরপি পাসপোর্টের জন্য আবেদন করে। পুলিশ ভেরিফিকেশনও হয় তার। কিন্তু পাসপোর্ট অধিদপ্তর থেকে বলা হচ্ছে, ভেরিফিকেশন রিপোর্ট আসেনি। তাদের সার্ভারে পুলিশ ভেরিফিকেশন পেন্ডিং দেখাচ্ছে। অথচ আবেদনকারী হিসেবে আবেদনের অবস্থা সার্ভারে যাচাই করতে গেলে সেখানে লেখা দেখাচ্ছে, পুলিশ ভেরিফিকেশন অ্যাপ্রুভড। নজরুল ইসলাম বলেন, সংশ্লিষ্ট অফিসারকে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু তারা পুরনো এমআরপি ছাড়া কোনোভাবেই নতুন পাসপোর্ট দিবে না। ফলে তার ছেলে দেশে আসতে পারছে না। ছেলেকে একনজর দেখার জন্য দিনের পর দিন ধরনা দিচ্ছেন পাসপোর্ট অধিদপ্তরে। একই রকম ভোগান্তির শিকার হয়েছে প্যারিস দূতাবাসে পাসপোর্টের আবেদন করা মিজানুর রহমান। তিনি হাতে লেখা পাসপোর্ট নিয়ে ২০১২ সালে অবৈধভাবে ওমান থেকে ফ্রান্সে যান। এরপর ফ্রান্সে বৈধভাবে বসবাসের অনুমতি পান তিনি। এই হাতে লেখা পাসপোর্ট তিনি দেশে ফেরত পাঠান। এরমধ্যে দেশে আসার প্রয়োজন বোধ না করায় তিনি কোনো পাসপোর্ট নেননি। সম্প্রতি অসুস্থ মা'কে দেখতে দেশে আসার পরিকল্পনা করেন। এজন্য গত জানুয়ারীতে প্যারিস দূতাবাসে এমআরপি পাসপোর্টের আবেদন করেন। দেশে তার পুলিশ ভেরিফিকেশন সম্পন্ন হয় এবং সে রিপোর্টও জমা হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে। কিন্তু পাসপোর্ট অধিদপ্তর ভেরিফিকেশন রিপোর্ট না পাওয়ার কথা বলছে। বিষয়টি নিয়ে তার পক্ষ থেকে স্বজনরা পাসপোর্ট অধিদপ্তরে যোগাযোগ করলে সেখানকার সংশ্লিষ্ট অফিসার বলছেন, মিজানুর রহমানের একটি এমআরপি পাসপোর্ট রয়েছে। ওই পাসপোর্ট প্রদর্শন করলেই তাকে নতুন পাসপোর্ট দেয়া হবে। কিন্তু স্বজনদের দাবি, মিজানুর এর আগে কখনও এমআরপি পাসপোর্ট নেননি। তার এমআরপি থাকার প্রমাণ চাইলে ওই অফিসার তা দিতে অস্বীকৃতি জানান। মিজানুরের ভাই সাইফুর রহমান বলেন, অফিসারের কাছে জানতে চেয়েছি তারা কিসের ভিত্তিতে আমার ভাইয়ের পুরনো এমআরপি থাকার কথা বলছেন। কিন্তু তারা সেটা বলতে চান না। যদি তাদের কাছে তথ্য থাকে তবে পাসপোর্ট নম্বরও থাকার কথা। অথচ সেটা তারা প্রকাশ না করে অনুমানের ভিত্তিতে বলছেন পুরনো পাসপোর্ট দেখাতে। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বলছে, একজন প্রবাসীর পাসপোর্ট না থাকার ১০টি কারণ থাকতে পারে।

যে ব্যক্তির পাসপোর্ট নেই তাকে ডকুমেন্ট দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে, তার পাসপোর্টটি নেই। তাহলেই তিনি পাসপোর্ট পেতে পারেন। পাসপোর্ট আবেদন এবং পাসপোর্ট পেতে তার কোনো সমস্যা থাকার কথা নয়। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, করোনা পরিস্থিতির কারণে পাসপোর্টে জট লাগে। তখন থেকে এমআরপি ইস্যু বন্ধ করে দেন কর্তৃপক্ষ। এরপর থেকে শুধু মাত্র ই-পাসপোর্ট দেয়া হচ্ছে। প্রবাসীরা বেশি ই-পাসপোর্ট আবেদন করছেন। এ বিষয়ে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. আইয়ুব চৌধুরী বুধবার (১৭ আগষ্ট) বলেন, 'যে সব প্রবাসী পাসপোর্ট পেতে আবেদন করবেন তাদের পুরনো পাসপোর্টটি জমা দিতে হবে আবেদনের সঙ্গে। যদি কারো পাসপোর্ট হারিয়ে যায় তাহলে তাকে বিভিন্ন তথ্য ও দলিল দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে, তার পাসপোর্টটি হারিয়ে গেছে। তাহলেই তিনি পাসপোর্টটি পাবেন। নইলে তিনি পাসপোর্ট পাবেন না। একজনের পাসপোর্ট হারিয়ে যেতেই পারে। বা পাসপোর্টের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়াটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। পাসপোর্ট আইনে এমন কোনো রুল নেই যে, কোনো ব্যক্তির পাসপোর্ট হারিয়ে গেলে বা মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে তিনি পাসপোর্ট পাবেন না।' অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, একজন ব্যক্তির পাসপোর্ট না থাকার কারণ হচ্ছে ১০টি। যেমন- বিমানে করে বা জাহাজে করে এক দেশ থেকে আরেক দেশে গেছেন সেই বাহনে হারিয়ে যাওয়া, চুরি হওয়া, পাসপোর্ট সারেন্ডার করা এবং অন্য দেশে জন্মগ্রহণ হওয়াসহ ১০ টি কারণ আছে। যদি ওই ব্যক্তি প্রমাণ দেখাতে পারেন যে, তার ওই ১০ টির মধ্যে একটি কারণে বা একাধিক কারণে পাসপোর্ট হারিয়ে গেছে তাহলে তিনি পাসপোর্ট পাওয়ার উপযুক্ত হবেন। পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, পাসপোর্টের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে প্রবাসীরা দিন দিন দূতাবাসগুলোতে ভিড় জমাচ্ছেন।

অনেক প্রবাসী একাধিকবার আসছেন দূতাবাসগুলোতে। এতে তাদের ভিড় সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন দূতাবাসের কর্মকর্তারা। সূত্র জানায়, বিশেষ করে ইতালি ও ফ্রান্সে এই সমস্যা প্রকট। সেই দেশে নতুন পাসপোর্ট ছাড়া সেখানে আবেদনকারীদের কাজের কোনো অনুমতি মিলবে না। অনেকেই আগের পাসপোর্টের তথ্যের সঙ্গে বর্তমান এনআইডি ও জন্ম নিবন্ধন সনদে তথ্যে গরমিল থাকায় নতুনভাবে পাসপোর্ট করতে গিয়ে বিপাকে পড়েছেন প্রবাসীরা। পাসপোর্টের দাবিতে ইতালীর রাজধানী রোমের বাংলাদেশ দূতাবাসে মঙ্গলবার (১৬ আগষ্ট) দিনভর বিক্ষোভ করেছেন প্রবাসীরা। সংক্ষুব্ধ শতাধিক প্রবাসী বাংলাদেশী চ্যান্সরি কমপেক্সে ঢুকে পড়েন। তারা সেখানে ব্যাপক ভাঙচুর চালান। এতে প্রধান ফটকের দু'টি দরজা এবং মূল্যবান আসবাবপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অবশ্য তৎক্ষণাৎ ইতালীর পুলিশ এসে তাদের নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে রাষ্ট্রদূতসহ দূতাবাস কর্মকর্তাদের সঙ্গে টানা সাড়ে ৪ ঘণ্টার দেন-দরবার শেষে বিক্ষোভকারীরা ১৫ দিনের মধ্যে পাসপোর্ট না পেলে দলবদ্ধ আত্মহত্যার হুমকি দিয়ে স্থানত্যাগ করে। তারা বাংলাদেশের সরকার প্রধান বরাবর দু'টি স্মারকলিপিও দিয়েছেন।

রোমে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শামীম আহসান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, বয়সসহ পাসপোর্টের তথ্য সংশোধনে দীর্ঘদিন ধরে কয়েক হাজার প্রবাসী বাংলাদেশি অনিয়মিতভাবে চ্যান্সরি কমপেক্স এলাকায় বিক্ষোভ করে আসছেন। তাদের অন্তত ৭০ শতাংশের বয়স ৬-১২ বছর কমানোর আবেদন রয়েছে। যা সরকারের বিদ্যমান নীতিমালা এবং সিস্টেমে কভার করে না।

রাষ্ট্রদূত বলেন, আবেদনকারীদের প্রতি দূতাবাস সহানুভূতিশীল, কিন্তু অনেকে ৬-১২ বছর পর্যন্ত বয়স কমাতে চান, যা অসম্ভব। তারপরও তাদের দাবিনামা এবং স্মারকলিপি গ্রহণ করা হয়েছে এবং মানবিক বিবেচনায় সরকারের নীতি-নির্ধারক মহলে তা উত্থাপনের আশ্বাস দিয়ে আপাতত বিক্ষোভকারীদের শান্ত করা গেছে। উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণ ও সঠিক তদন্তের মাধ্যমে পাসপোর্ট সমস্যার সমাধান চেয়ে বৃহস্পতিবার দূতাবাসের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন গ্রিসে বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশীরা। 'আমরা গ্রিস প্রবাসী বাংলাদেশী রেমিট্যান্স যোদ্ধা'- নামে একটি সংগঠনের ব্যানারে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মসূচির আয়োজকরা অভিযোগ করেছেন, তারা এনালগ পাসপোর্টের যুগে গ্রিসে গেছেন। বাংলাদেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও যে পাসপোর্ট আন্তর্জাতিকভাবে নিজ জাতীয়তা ও পরিচয় প্রত্যায়িত করে সেই পাসপোর্ট তাদের কাছে নেই। এমআরপি পাসপোর্টের জন্য আবেদন করে দীর্ঘ ৬-৭ মাস ধরে দূতাবাসে গিয়েও পাসপোর্টের হদিস পাচ্ছেন না তারা। রেমিট্যান্স যোদ্ধা হিসেবে বৈধতা তো দূরের কথা নিজেকে বাংলাদেশী হিসেবে তারা প্রমাণ করতে পারছে না। প্রয়োজনীয় নথি ও ফি দিয়ে আবেদন করেও তারা জানতে পারছেন না কেন তাদের পাসপোর্ট দেয়া হচ্ছে না। এ ভোগান্তি নিরসনে তারা প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চান। পাসপোর্ট সংশোধনসহ এ সংক্রান্ত সকল ভোগান্তি নিরসনের দাবিতে ২৯ আগস্ট প্যারিস দূতাবাসের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি দিয়েছে 'আমরা বাংলাদেশের সকল রেমিট্যান্স যোদ্ধা'- নামে আরেকটি সংগঠন। ইতালীও ফ্রান্স প্রবাসীদের তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে এবং জন্মনিবন্ধন অনুযায়ী পাসপোর্ট সংশোধনের দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি। (সূত্র: দৈনিক মানবজমিন)

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992


DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

কংগ্রেসম্যান প্রার্থী ডা. মুজিবুল

(শেষের পাতার পর)

বাংলাদেশী-আমেরিকান ডেমোক্র্যাট ডা. মো. মুজিবুল হক। আগামী ২৩ আগষ্ট মঙ্গলবার এই নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এদিকে গত ১৩ আগস্ট শনিবার থেকে অগ্রিম ভোট প্রদান শুরু হয়েছে। চলবে ২১ আগস্ট পর্যন্ত। মূলত: লং আইল্যান্ডের এলমন্ট, ফ্লোরল পার্ক নিউ হাউড পার্ক নিয়ে ইউএস কংগ্রেস ডিস্ট্রিক্ট-৪ গঠিত। এই অঅসনে চার জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী ডা. মুজিবুল হক বলেন, এখান থেকে বাংলাদেশী প্রার্থী হিসেবে একমাত্র আমিই কংগ্রেসম্যান পদে নির্বাচন করছি। একজন বাংলাদেশী-আমেরিকান হিসেবে আমি বাংলাদেশী কমিউনিটি ও ব্যবসায়ীদের সমর্থন ও ভোট প্রত্যাশা করছি। সকল মুসিলিম কমিউনিটি ভোট দিলেই জয়লাভ সম্ভব।

ডা. মুজিবুল হক বলেন, আমি কংগ্রেসম্যান পদে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মনোনয়ন পেতে লড়াই করছি। আমার আসনে মোট চারজন এই পদে লড়ছি। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী তিনজনই এটর্নী। আমিই একমাত্র চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত আছি এবং একমাত্র মুসলিম। আমি মনে করি, এলাকার সব মুসলিম ভোটারের ভোট পেলেই জয়লাভ করা সম্ভব। তাই তাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করার জন্য তিনি মুসলিম ভোটারদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, আমি জয়ের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমার নির্বাচনী এলাকাটি সাদাদের এলাকা। এখানে ৬০ শতাংশ ডেমোক্র্যাট। একবার ডেমোক্র্যাটিক পার্টির টিকিট পেলে জয় নিশ্চিত।



ভোটে জয়ী হতে লাগবে সাত-আট হাজার ভোট। তিনি বলেন, আমার এলাকায় সাদা ভোটার ৫০-৬০ শতাংশ, বাকি ৪৫ শতাংশের মধ্যে ২৫ শতাংশ ল্যাটিন, ১৫ শতাংশ ব্ল্যাক আর বাকি ১০ শতাংশ অন্যান্য ভোটার। সাউথ এশিয়ান আছেন কেবল ১.২ শতাংশ। বিভিন্ন কমিউনিটির মুসলিম ভোটার আছেন ১০ হাজার। এখানে বিভিন্ন দেশের মুসলিম কমিউনিটি রয়েছে। মোট ভোটার ২ লাখ ৪৫ হাজার।

ডা. মুজিবুল হকের দেশের বাড়ি ফেনীতে। তিনি ২০০৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। পেশায় একজন চিকিৎসক। এখানে শিক্ষকতা করছেন। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন না। নির্বাচনের আগ পর্যন্ত তিনি এনওয়াই স্কুল ফর মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টালে অ্যাসিট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এখন নির্বাচনের জন্য বিরতি নিয়েছেন। জানান, নির্বাচনে জয়ী হলে তিনি রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন। আর জয়ী না হলে নিজের পেশায় ফিরে যাবেন। তিনি থাকেন লং আইল্যান্ডে।

ডা. মুজিবুল হক স্কটল্যান্ডে বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন। বাংলাদেশেও তিনি নির্বাচন করেছিলেন। নিউইয়র্কে প্রথমবারের মতো নির্বাচন করছেন। তার স্ত্রী ডা. শাহীনা হক। তাদের তিন সন্তানের মধ্যে বড় ছেলে চিকিৎসক, বড় পুত্রবধূও চিকিৎসক। ছোট দুই ছেলের একজন মিডিয়া বিষয়ে লেখাপড়া করার পর এখন ফিল্যান্সার হিসেবে কাজ করছেন, আরেক ছেলে কাজ করছেন একটি খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানে।

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

অনুষ্ঠান অনুস্মরণিকা

প্রবাসী সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতি ইউএসএ'র বনভোজন ও ঈদ পূণর্মিলনী ২০ আগষ্ট শনিবার নিউইয়র্কের হেকশার ষ্টেট পার্ক নিউইয়র্ক সিটি বাংলাদেশী সিভিল সার্ভিস সোসাইটির বনভোজন ২০ আগষ্ট শানিবার নিউইয়র্কের হেকশেয়ার ষ্টেট পার্কে (ফিল্ড নম্বর ২)।

গাইবান্ধা সোসাইটি অব ইউএসএ'র বনভোজন ২১ আগষ্ট রোববার নিউইয়র্কের ওয়েষ্ট বেবীলনের ৬২৫ বেলমন্ট।

নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন-এর বনভোজন ২১ আগষ্ট রোববার নিউইয়র্কের বেলমন্ট লেক স্টেট পার্কে।

কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটি কর্তৃক প্রথমবারের মতো আয়োজিত 'বাংলাদেশ গেমস ইউএস-২০২২' ২৭ আগষ্ট শনিবার নিউইয়র্কের এস্টোরিয়া পার্ক ট্রাক এন্ড ফিল্ড।

চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা'র বনভোজন ২৮ আগষ্ট রোববার নিউইয়র্কের করোনা পার্কে।

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার নতুন কমিটির অভিষেক ২৯ আগষ্ট সোমবার।

দিনাজপুর জেলা সমিতি ইউএসএ'র বনভোজন ৪ সেপ্টেম্বর রোববার নিউইয়র্কের হেকশেয়ার ষ্টেট পার্কে (ফিল্ড নম্বর ৩)।

জামালপুর জেলা সমিতি ইউএসএ'র বনভোজন ৫ সেপ্টেম্বর সোমবার নিউইয়র্কের হেকশেয়ার ষ্টেট পার্কে (টেলর প্যাভেলিয়ন)।

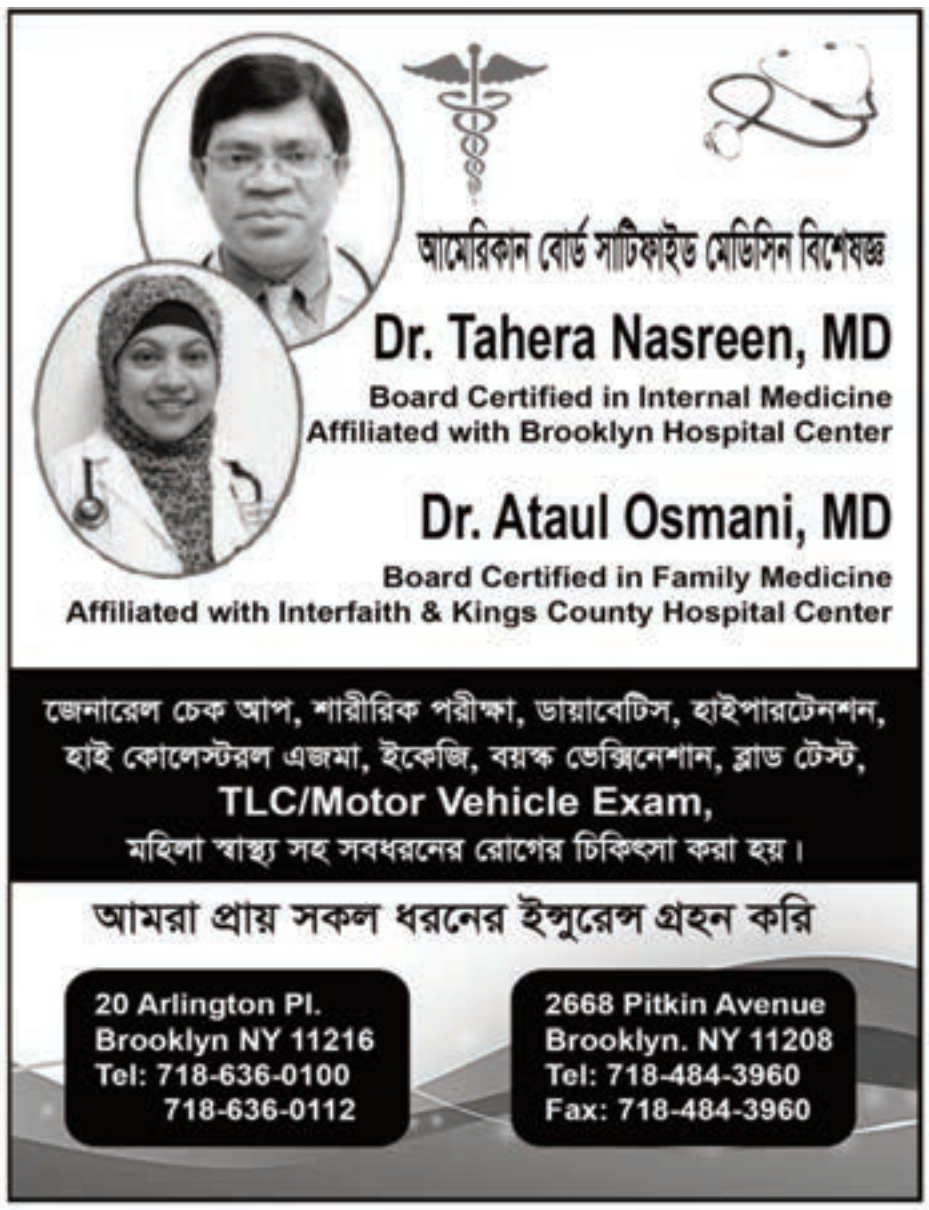
নিউইয়র্ক স্টেট ও মহানগর উত্তর-দক্ষিণ কমিটি

(শেষের পাতার পর)

পেয়েছে বয়ে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র একাদিক নেতা এমন মন্তব্য করে বলেছেন ঘোষিত কমিটিতে আঞ্চলিকতার পাশাপাশি দলের ত্যাগী ও যোগ্য নেতারা স্থান পায়নি। একটি কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্য সচিব মনোনীত করা হয়েছে একই জেলার লোক দিয়ে। এই কমিটি দিয়ে নিউইয়র্ক বিএনপি দলের জন্য কোন সফলতা বয়ে আনতে পারবে না বলেও তার মন্তব্য করেন। এদিকে নতুন ঘোষিত কমিটির নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার-সিটি প্লাজায় আনন্দ সমাবেশ হয়েছে।

উল্লেখ্য, মো. অলিউল্লাহ আতিকুর রহমান-কে ও সাইদুর রহমান সাইদ-কে সদস্য সচিব করে নি-উইয়র্ক ষ্টেট কমিটি এবং নিউইয়র্ক মহানগর উত্তরের আহবায়ক আহবাব চৌধুরী খোকন, সদস্য সচিব ফয়েজ চৌধুরী, নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণের আহবায়ক হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, সদস্য সচিব বদিউল আলম-কে মনোনীত করা হয়েছে। জ্যাকসন হাইটসের আনন্দ সমাবেশে নতুন তিন কমিটির নেতৃবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে শুভেচ্ছ বক্তব্য রাখেন এবং বিশেষ দোয়া মুনাজাত পরিচালনা করেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সভাপতি আব্দুল লতিফ সম্রাট। মুনাজাতে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও দলের চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ানম্যান তাকে রহমানের সুস্থ্যতা ও প্রয়াত আরাফাত রহমান কোকোর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামন করা হয়। পরে সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি গিয়াস আহমেদ, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, নিউইয়র্ক বিএনপির নতুন নেতৃত্ব আগামী দিনে আওয়ামী লীগ সরকার পতন আন্দোলনে অগ্রনী ভূমিকা রাখবে এবং নি-উইয়র্ক থেকেই সেই আন্দোলন শুরু হবে। বক্তরা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভুলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শেখ হাসি-নার সরকার বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলার আহ্বান জানান।







Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

BASEMENT FOR RENT

2 BED ROOM WALKING BASEMENT 3 CLOSETS,LIVING, DINING AND KITCHEN OPEN SPACE & BIG FULL BATH. STREET PARKING AVAILABLE 24/7. $1400 EVERYTHING INCLUDED. SAME HOUSE WALKING BASEMENT 1 CONDO APARTMENT SEPARATE ENTRANCE WITH A SMALL KITCHEN AND STAND SHOWER. IDEAL FOR A BACHELOR OR A STUDENT. $650 EVERYTHING INCLUDED CONTACT INFO : 3474765513 OR 3476055651

SEMI BASEMENT FOR RENT

Semi Basement From Sep 01, 2022 Corner of 200 th Street Hollis Ave 1 Bedroom, Living Room, Full Bath, Separate Entrance Hollis Mosque next block, Q2 Bus, Fine Fare Super Market, Rent $1200 Including everything.

Kamran
917 525 8844
Shimul
646 280 5001

দুটি রুম ভাড়া

১ আগস্ট থেকে এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউ এবং ৯ স্ট্রিটের একটি এপার্টমেন্টে সাবলেট একটা ফ্যামিলির কাছে ভাড়া হবে (দুইটা রুম) শেয়ারে। যোগাযোগ: ৯২৯-২৫৭-৭৮৪৫
আ-০১/০৮

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছে জ্যামাইকার ১০৫ এভিনিউ এবং পাইনগ্রোভ স্ট্রীটে এক বেডরুম ও এক বাথরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ, আলাদা বাথরুম ও রান্নাঘর। বাস স্টপ থেকে এক ব্লক দূরে, জেএফকে থেকে ৭ মিনিটের ড্রাইভ। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৪১-৩৬১৫। আ-০১/০৮

বাসা ভাড়া

সিটিলাইন / ওজনপার্ক এলাকায় এ ট্রেন গ্রান্ট এভিনিউ স্টপ, ২য় তলায় ২ বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। বড় লিভিং রুম, কিচেন এবং এক বাথরুম। নতুন রিনোভেটেড করা বাসা। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৬২-৭৪৬৩

বাসা ভাড়া

এক বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, বাথরুম ভাড়া হবে। হিলসাইড এভিনিউ এবং হাইল্যান্ড এভিনিউ এর মধ্যে। ১৬৯ স্ট্রীট।
যোগাযোগ: ৯২৯-৩৯৮-৮২৮৩

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৯ হিলসাইড এভিনিউস্থ এফ ট্রেন সাওয়ে থেকে এক ব্লকের মধ্যে ১৮০ স্ট্রীটে একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০০৬৯
জু-২০/২৭

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-৩৭ ১৯৮ স্ট্রীট, হলিস, নিউইয়র্ক ১১৪২৩ ঠিকানায় ফাস্ট ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা ১ ফেব্রুয়ারী থেকে ছোট পরিবারের কাছে (২/৩ সদস্য) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৬৭-৭৪৯৯
জা-১০/১৭

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ব্রায়ারউডে (১৩৯ স্ট্রীট, ৮৭ এভিনিউ) এফ ট্রেনের সন্নিকটে আগামী মার্চ মাস থেকে প্রাইভেট হাউজের নীচতলা তিন রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস, ট্রেন স্টপেজ- কয়েক ব্লকের মধ্যে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৪০-৬০৬২
জা-৩১/ফে-০৮

LIVE IN NANNY WANTED

Need of a live in nanny to take care of a little kid and help with little house hold work as well in Ridgefield, New Jersey. Traveling is also acceptable. Contact persons: Rahima: 1 (646) 346-0395 Ayesha 1 (646) 431-0724

রুমমেট আবশ্যক

168th street হিলসাইডে f train সাবওয়ের সাথে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এর তৃতীয় তলায় সেপ্টেম্বর মাস থেকে ২ জন রুম মেট আবশ্যক। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। মান্নান -৩৪৭-৪২০-২৬৯২

আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসে প্রিন্টিং প্রেসে
একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার আবশ্যক।
ফোন: 917-310-8921

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ ৬৩১-২৭৫-৪০০৭

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

পাত্র আবশ্যক

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, সুশ্রী, শান্ত স্বভাবের কানাডিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বর্ষে অধ্যয়নরতা, ২৩ বছর বয়সী, সিটিজেন, নামাজী পাত্রীর জন্য নামাজী উপযুক্ত ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার পাত্র আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৬৪৭-৬৩৭-৫৭৮৯
মা-০৭/২৮

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

৭১৮-৪৭২-৯৯২৩

HOUSE FOR RENT

2 Bedroom Apartment with Large Living room for Rent in Hollis. 195-21 Carpenter Ave Hollis, NY 11423. Rent: $2200.00
Tel: 718-200-0723

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

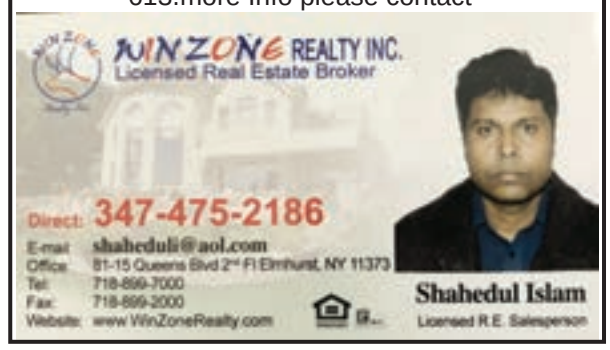
ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।
যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

কেনেডি ফ্রাইড চিকেন বিক্রয়

একটি কেনেডি ফ্রাইড চিকেন স্টোর বিক্রয় হবে। গ্রেট লোকেশনে গুডি ইনকাম। মূল্যঃ $120k ঠিকানাঃ ১৭০৮ ড. মার্টিন এল কিং জুনিয়র বুলেভার্ড, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৫৩।
যোগাযোগঃ সাইদ ফোনঃ ৩৪৭-৬৫৪-২৩৬১।

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444













‘কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন’র বনভোজন অনুষ্ঠিত

(শেষের পাতার পর)

বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অব ইউএসএ’র বনভোজন গত ১৪ আগষ্ট রোববার বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্রঙ্কসের ফেরী পয়েন্ট পার্কে দিনব্যাপী এই বনভোজনের আয়োজন করা হয়। এতে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী কুলাউড়াবাসী অংশ নেন। সংগঠনের সভাপতি শাহ আলাউদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক জাবেদ আহমেদ এবং বনভোজন কমিটির আহ্বায়ক এফ মালিক মুরাদ ও সদস্য সচিব মাসুক আহমেদ সুজন সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা অতিথিদের স্বাগত জানান। বনভোজন অনুষ্ঠাননের কর্মকান্ডের মধ্যে ছিলো শুভেচ্ছা বিনিময়, সকালের নাস্তা, আড্ডা, খেলাধুলা, মধ্যাহ্ন ভোজ, র‍্যাফল ড্র, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি।

সাবেক এমপি এম এম শাহীন, জালালাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার বর্তমান সভাপতি মইনুল হক চৌধুরী হেলাল, নবনির্বাচিত সভাপতি বদরুল হোসেন খান, কোষাধ্যক্ষ আলিম উদ্দিন ছাড়াও আয়োজক সংগঠনের উপদেষ্টা আবুল কালাম, আব্দুল জলিল, আব্দুস সালাম, নজরুল ইসলাম, ডা. মজিবুর রহমান, টাইম টিভি’র অন্যতম পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, কুলাউড়া এসোসিয়েশন অব নিউজার্সীর প্রধান উপদেষ্টা সৈয়দ জুবায়ের আলী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বনভোজনে উপস্থিত ছিলেন।



নিউইয়র্ক ছাড়াও ট্রাইস্টেট এলাকার বিশেষ করা নিউজার্সী ও কানেকটিকাট রাজ্য থেকেও প্রবাসী কুলাউড়াবাসীরা সপরিবারে এই বনভোজনে যোগ দেন। ফলে বনভোজন স্থল হয়ে উঠে এক খন্ড কুলাউড়া। শিশু-কিশোর-কিশোরীদের কলকাকলিতে মুখরিত হয়ে উঠে ফেরী পয়েন্ট পার্ক। পুরষ্কার বিতরনীর মধ্য দিয়ে বনভোজন অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

জন ক্যাইমেনকে বাংলাদেশীদের সমর্থন : আমি আনন্দিত, আশাবাদী

(৪৬ পাতার পর)

ব্যবসায় এবং লং আইল্যান্ড চেম্বারের পরিচালক আখতার হোসেন বাদল। উল্লেখ, আখতার হোসেন বাদল জন ক্যাইমেন তার নির্বাচনী টিমে বিশেষ উপদেষ্টা। খবর ইউএনএ’র।

এদিকে জন ক্যাইমেনের সমর্থনে আখতার হোসেন বাদলের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আরএলবি গ্রুপ ইউএসএ’র উদ্যোগে শুক্রবার (১১ আগস্ট) সন্ধ্যা ৬টায় লং আইল্যান্ডের কপিয়েগ সিটির ১২১০ মন্টক হাইওয়েতে অবস্থিত আরএলবি-তে ‘ভিআইপি মিট এ্যান্ড গ্রিট’ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইউএস কংগ্রেস প্রার্থী জন ক্যামেইন ছাড়াও সাফোক কাউন্টি এক্সিকিউটিভ স্টিভ ভেলোন, কপিয়েগ চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট শ্যারোন ফাহুরোসো, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাষ্টি বোর্ডস সদস্য ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন প্রমুখ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক সিটি বিএনপি’র সভাপতি সাইফুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ আরিফ মিয়া সহ স্থানীয় ডেমোক্র্যাট পার্টির শীর্ষ নেতৃবৃন্দ সহ বাংলাদেশী কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আখতার হোসেন বাদল অতিথিদের স্বাগত জানান এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন। ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে জন ক্যাইমেনের জন্য ফান্ড রেইজও করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জন ক্যাইমেনের সমর্থকরা প্লাকার্ড হাতে আরএলবি গ্রুপ ইউএসএ’র স্টোরের সামনে তার পক্ষে প্রচারনা চালায়। অনুষ্ঠানে জন ক্যাইমেন তার বক্তব্যে আখতার হোসেন বাদল সহ স্থানীয় বাংলাদেশী-আমেরিকান কমিউনিটির প্রশংসা করে বলেন, বাংলাদেশী কমিউনিটি আমেরিকার উদীয়মান কমিউনিটি। বিশেষ করে নিউইয়র্কে এই কমিউনিটির পরিধি



বাড়ছে। তাদের সমর্থনে আমি আনন্দিত, আশাবাদী। ইমিগ্র্যান্টারই আমেরিকার মূল শক্তি আর শক্তিশালী কমিউনিটির কারিগর। তাদের অধিকার ও মর্যাদা আমার কাছে ফাস্ট প্রায়োরিটি। তিনি বলেন, আমি সকল কমিউনিটির জন্য কাজ করতে চাই। অভিবাসীদের ভাষাগত শিক্ষা এবং কর্মস্থলের ন্যায্য পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে সততা আর নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করতে চাই। এক্ষেত্রে কোন আপোষ নেই। বলেন, আমরা সবাই মিলে আমাদের নেইবরহুডকে আরো সুন্দর করতে চাই। বিশেষ করে অভিবাসীদের মৌলিক সমস্যা সহ অবনতিশীল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করাই হবে আমার প্রধান কাজ। প্রসঙ্গত তিনি বলেন, আমি নির্বাচিত হলে বাংলাদেশী কমিউনিটিও এগিয়ে যাবে। এই কমিউনিটির উদয়মান নেতা হিসেবে আখতার হোসেন বাদলও এগিয়ে যাবে, পার্টিতে তার ভালো অবস্থান তৈরী হবে। সে আমার স্পেশাল অ্যাডভাইজার-এটি শেষ কথা নয়, বাদলের যাত্রা শুরু হলো মাত্র। তিনি ২৩ আগস্ট অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে সকলকে কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়ে জয়ী করার অনুরোধ জানান।

অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন বলেন, স্বপ্নের দেশ আমেরিকা। আর এই স্বপ্ন পূরণে মূলধারার রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততার বিকল্প নেই। সে তাগিদেই আমরা আমাদের পছন্দের প্রার্থীগণের পক্ষে মাঠে নেমেছি। লং আইল্যান্ডের মত বহুজাতিক কমিউনিটিতে আকতার হোসেন বাদলের মত সংগঠকের নেতৃত্বে বাংলাদেশী সহ অন্যান্য কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ সরব রয়েছে। জয় আমাদের হবেই।

অনুষ্ঠানে আখতার হোসেন তার বক্তব্যে সংশ্লিস্ট সকলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে আমি এই এলাকায় ব্যবসা পরিচালনা করছি, এলাকার মানুষের পাশে রয়েছি। তাদের ভালোবাসা-সান্নিধ্যে আমি অভিভূত। তিনি কংগ্রেসে জন ক্যাইমেনকে নির্বাচত করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমরা ২৩ আগস্ট বৃহৎ আকারে ‘বিজয় উৎসব’ করতে চাই।

আরো উল্লেখ্য, নিউইয়র্কের কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট-৩ আসনে ২০১৯ এর সেনসাস অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ৭ লাখ ২৫ হাজার ৭৪৬ জন। এরমধ্যে শ্বেতাঙ্গ-৬৯.৫% এবং এশিয়ান-১৪.৬%। হিস্যানিক হলেন ১০.৬% এবং কৃষ্ণাঙ্গ-৩.১%। অর্থাৎ এই আসনে জয়-পরাজয়ে কিছুটা হলেও দক্ষিণ এশিয়ান-আমেরিকান অর্থাৎ বাংলাদেশী, পাকিস্তানী, ভারতীয়, চীনারা ফ্যাক্টর। আর সে আলোকেই জন ক্যাইমেন তার নির্বাচনী টিমে বিশেষ উপদেষ্টা হিসেবে আকতার হোসেন বাদলকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সাফোক কাউন্টির ডেপুটি এক্সিকিউটিভ হিসেবে দায়িত্ব পালনরত জন ক্যাইমেন টানা ২৪ বছর যাবত এলাকার বিভিন্ন পর্যায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। তিনি ছিলেন নর্থ হেমস্টিড টাউনের সুপারভাইজারম নাসাউ কাউন্টি ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের জজ, স্যান্ডিতে ক্ষত-বিক্ষত নিউইয়র্ক পুনর্গঠনে স্টেটের এডভাইজার, নাসাউ কাউন্টি ফাইন্যান্স অথরিটির চেয়ারম্যান হিসেবেও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন জন ক্যাইমেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি একজন আইনজীবী। আসন্ন নির্বাচনে বিভিন্ন জরিপে এগিয়ে রয়েছেন জন ক্যাইমেন। হফস্ট্রা ল’ স্কুল থেকে জুরিস ডক্টরেট এবং হার্ভার্ড থেকে লোক প্রশাসনে মাস্টার্সকারি জন ক্যাইমেন গ্রেট নেকে স্ত্রী এবং ৩ সন্তান নিয়ে বসবাস করছেন।









শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই'র বনভোজন অনুষ্ঠিত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অব আমেরিকার বার্ষিক বনভোজন ও মিলন মেলা গত ৬ আগষ্ট শনিবার লং আইল্যান্ডের বেথপেজ স্টেট পার্কে অনুষ্ঠিত হলো। বনভোজনের শুরুতে অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি মীর ফরিদ উদ্দীন আহমেদ। এরপর এক গুচ্ছ বেলুন উড়িয়ে বনভোজন ও মিলন মেলা'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কুইন্স কমিউনিটি বোর্ড ৪-এর সদস্য, বাংলা সিডিপ্যাপের কর্ণধার বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ। এতে কৃষিবীদরা সপরিবারে অংশ নেন।



এ সময় আবু জাফর মাহমুদ বলেন, বাংলাদেশে উন্নয়নের মৌলিক ভিত্তি হলো কৃষি। আর কৃষির উন্নয়ন ও দেশের মানুষকে অনাহারমুক্ত রাখতে কৃষি বিজ্ঞানীরা দিনরাত কাজ করছে। প্রবাসেও তারা আমেরিকা এবং বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে অবদান রাখছে। তিনি যার যার অবস্থান থেকে দেশের জন্য কাজ করার জন্য কৃষিবীদদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি কৃষিবীদদের সফলতা কামনা করে বনভোজনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা কৃষিবিদ ড. প্রদীপ রঞ্জন কর, কৃষি বিষয়ক সম্পাদক কৃষিবিদ আশরাফুজ্জামান ও ফোবানার কেন্দ্রীয় নেতা বেদারুল ইসলাম বাবলা। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক সাংবাদিক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, শিক্ষক ও গবেষক ইমরান আনসারী। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বনভোজন পরিচালনা কমিটির আহবায়ক প্রভাত বোস। বনভোজনে উল্লেখ্যযোগ্য কৃষিবিদদের মধ্যে আসাদুল বাকী, ড. গোলাম সামদানী তরফদার, ফারুক আহমেদ, এম এ রশীদ, মনোয়ারুল ইসলাম, মিজানুর রহমান, এম এ মামুন, আসাদুজ্জামান কিরন, আব্দুল আজিম, আনিসুল হক সোহেল, মামুন, রাজা, জিয়াউল ইসলাম, যুগল কিশোর নাথ, শুভময়, সাইফুল ইসলাম ও এলামনাই এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সেকেন্দার আলী উপস্থিত ছিলেন।

বনভোজনের কর্মকান্ডের মধ্যে ছিলো সকালের নাস্তা ও মধ্যাহ্ন ভোজন, শিশুদের ছবি আঁকা সহ বিভিন্ন ধরনের ক্রিড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ছিলো র‍্যাফেল ড্র। বিকেলে ছিলো চা ও বিস্কুটের আয়োজন। সবশেষে পুরস্কার বিতরনীর মধ্য দিয়ে বনভোজনের সমাপ্তি ঘটে।





বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday // August 22 // 2022

নিউইয়র্কের কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট-৩

জন ক্যাইমেনকে বাংলাদেশীদের সমর্থন : আমি আনন্দিত, আশাবাদী

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্কের কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট-৩ (নর্দার্ন পার্ট অব নাসাউ কাউন্টি এবং কুইন্সের অংশ বিশেষ) এর প্রাইমারী নির্বাচন আগামী ২৩ আগস্ট মঙ্গলবার। এই আসনের কংগ্রেসম্যান টম সওজি অবসর নেয়ায় শূন্য এতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মনোনয়নের দৌড়ে এই নির্বাচনে জন ক্যাইমেন ছাড়াও আরো চার প্রার্থী রয়েছেন। তারা হলেন- মেলানী দ্যএ্যারিগো, যসোয়া লাফাজন, রীমা রসুল এবং রবার্ট জিমারম্যান। স্থানীয় বাংলাদেশী কমিউনিটির বড় একটি অংশের সমর্থন রয়েছে তার প্রতি। বাংলাদেশী-আমেরিকান কমিউনিটির পক্ষ থেকে তার সমর্থনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ডেমোক্র্যাট ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী রাজনীতির অন্যতম নেতা, বিশিষ্ট (বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়)

নিউইয়র্ক ফুটবল লীগ-২০২২

নুতন চ্যাম্পিয়ন নিউজার্সীর গার্ডেন ষ্টেট ফুটবল ক্লাব















নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকা আয়োজিত নিউইয়র্ক ফুটবল লীগ-২০২২ এ নুতন চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নিউজার্সীর গার্ডেন ষ্টেট ফুটবল ক্লাব। রোববার (১৪ আগষ্ট) অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় গার্ডেন ষ্টেট ফুটবল ক্লাব টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে বিগত নয় বারের লীগ চ্যাম্পিয়ন নিউইয়র্কের ব্রঙ্কস ইউনাইটেডকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। খবরইউএনএ'র। নিউইয়র্ক সিটির র‍্যাভাল আইল্যান্ড ষ্টেডিয়ামে ফ্লাড লাইটে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলার নির্ধারিত সময় ১-১ গোলে ড্র ছিল। পরবর্তীতে ট্রাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে গার্ডেন ষ্টেট ফুটবল দল জয়ী হয়। বিপুল সংখ্যক ক্রীড়ামোদী দর্শক মাঠে উপস্থিত হয়ে ফাইনাল খেলাটি প্রানভরে উপভোগ করেন। খেলা শেষে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ দলের মাঝে ট্রফি বিতরণ করা হয়। এবারের লীগের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বিএসিডিওয়াইএস। উল্লেখ্য, এবারের লীগে মোট ৮টি দল অংশ নেয়।

লীগের ফাইনাল খেলায় নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলী মেম্বার এরিক এম ডিলান প্রধান অতিথি ছিলেন। খেলার শুরুতে রং বে রং-এর এক গুচ্ছ বেলুন উড়িয়ে ফাইনাল খেলার উদ্বোধন করা হয়। এসময় এবারের লীগের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বিএসিডিওয়াইএস-এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ওয়াল্টার ক্যাম্বলী, স্পোর্টস কাউন্সিলের
ভারপ্রাপ্ত সভাপতি দুলাল মিয়া (এনাম), প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও উপদেষ্টা মনজুর আহমেদ চৌধুরী, প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ও উপদেষ্টা আব্দুর রহীম বাদশা, উপদেষ্টা আতাউর রহমান সেলিম, জুনেদ চৌধুরী, আযম চৌধুরী, আনোয়ার হোসেন, মখন মিয়া, সাবেক সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান সহ ওয়াহিদ কাজী এলিন, আব্দুল কাদের লিপু, ডা. ঝুন্নুন চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে সভাপতি পদপ্রার্থী কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন মোহাম্মদ রশীদ রানা।



শাহাদাতে কারবালা দিবস-ই 'ইসলামী শহীদ দিবস' -আহলে সুন্নাত ইউএসএ





নিউইয়র্ক: মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষিত ইসলাম ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ শাহাদাত সায়্যিদুশ শুহাদা শাহাদাতে কারবালা উদযাপন উপলক্ষে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ইউএসএ'র উদ্যোগে মহাপবিত্র 'ইসলামী শহীদ দিবস মাহফিল' ১০ মহররম ১৪৪৪ হিজরী মোতাবেক গত ৮ আগষ্ট সোমবার জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয়। এদিন বাদ আসর থেকে শুরু হয়ে মধ্যরাত পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ইউএসএর সভাপতি হাফেজ মাওলানা আবদুর রহীম মাহমুদ। মাহফিল পরিচলনা করেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ইউএসএ'র মহাসচিব হাফেজ মাওলানা ওয়াসিম সিদ্দিকী। আলোচনায় অংশ নেন সংগঠনের সহ-সভাপতি মাওলানা আনোয়ারুল হক কাদেরী, কাজী সাইদুর রহমান, মাওলানা মোহাম্মদ নুরুন্নবী ফরুকী, গাউসিয়া কমিটি নিউইর্য়কের মহাসচিব আলহাজ্ব মাহবুবুর রহমান, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ইউএসএর উপদেষ্টা মাওলানা আবদুর রহীম, মাহফুজুল বারী, মীর মশিউর রহমান, মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন সওদাগর, মুহাম্মদ ওমর ফারুক প্রমুখ।

মাহফিলে ১০ মহররমের পবিত্র রোজার ইফতার পরিবেশনের পর মাগরিবের সালাত আদায় শেষে পবিত্র কোরআন, না'ত শরীফ ও সালাতু সালাম পাঠের মাধ্যেমে পবিত্র শাহাদাতে কারবালার মাহফিল শুরু হয়ে নেতৃবৃন্দের ব্যক্তব্য ও ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের তাকরীরের মাধ্যমে মহফিল মধ্যরাত পর্যন্ত জারী থাকে। আমেলবৃন্দ বলেন, ৬১ হিজরীর শাহাদাতে কারবালার পর ইমামে আকবর ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের লক্ষ্য, শিক্ষা ও তাৎপর্য্য উপলব্ধির মধ্যেই পরবর্তী সকল মুমিনের ঈমান নির্ভরশীল। নবীদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী, খেলাফতদ্রোহী ও আহলে বায়তের প্রকাশ্য দুশমন এদিজী মারওয়ানী উমাইয়্যা রাজতন্ত্রের কুফুর ও জুলুমের বিরুদ্ধে ঈমান, দ্বীন ও খেলাফতের পক্ষে ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর পবিত্র শাহাদাত। উল্লেখ্য যে, প্রিয় রাসূল (সাঃ) পূর্ব থেকেই কারবালার শাহাদাতকে "সায়্যিদুশ শুহাদা" বা সকল শাহাদাতের শ্রেষ্ঠ শাহাদাত হিসেবে ঘোষনা করেছেন। প্রিয় রাসূল (সাঃ) বদর যুদ্ধের বীর শহীদ আমির হামজা (রাঃ)কেও সায়্যিদুশ শুহাদা বলেছেন। যেহেতু শাহাদাতে কারবালা পূর্বের ও পরের সকল শাহাদাতের কেন্দ্রস্থল ও যোগসূত্র, তাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত ইউএসএ এই দিবসটিকে ইসলামের মূল শহীদ দিবস তথা "ইসলামী শহীদ দিবস" হিসেবে মুসলিমমানস তথা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ঘোষণা করছে। আলেমবৃন্দ আরো বলেন শাহাদাতেকারবালা দিবস বিশ্ব মানবাতার শহীদ দিবস, ঈমান-কুফর পৃথককারী শহীদ দিবস, কাফের এজিদের স্বৈরাচারী জালেম শাসন ও শাসকের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের শহীদ দিবস ও খেলাফত রক্ষা ও খেলাফত পূনঃ প্রতিষ্ঠার প্রেরণা দিবস। তাই ৬১ হিজরীর ১০ই মহররমের শিক্ষা ও তাৎপর্য্য ধর্মের সকল বিষয়ের সাথে জড়িত।

আলেম ও বক্তাগণ আরো বলেন যে, পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) পালনের সকল সার্থকতা; ঈমান, দ্বীন ও খেলাফত; পবিত্র শাহাদাতে কারবালা পালনের মধ্যে নিহিত। আলেম ও বক্তাগণ দুনিয়ার সকল নবীপ্রেমী ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) পালনকারীদেরকে শাহদাতে কারবালা দিবস পালনের আহবান জানান।

উল্লেখ্য, দয়াময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আহলে বায়াত, খোলাফয়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামী খেলাফত ৪১ হিজরী পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। এরপর ২০ বছর সমঝোতার মাধ্যমে শর্তস্বাপেক্ষে "আমিরী শাসন" কায়েম ছিল যা ইসলামী খেলাফত নহে। তৎপরবর্তী সন্ধির শর্ত উপেক্ষা করে ধর্মদ্রোহী গোত্রবাদী উমাইয়্যা কর্তৃক নরাধম এজিদকে শাসন ক্ষমতায় বসানোর পর সকল শর্ত ও সমঝোতা ভেঙে পড়ে। প্রথম চার খলিফার সকল আওলাদ বিশেষতঃ আহলে বায়াত ও বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম পাপিষ্ট এজিদের বিরোধিতা করেন। সেই সূত্র ধরে নরাধম এজিদ পবিত্র আহলে বায়াতের সদস্যবৃন্দ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আওলাদদেরকে হত্যার সংকল্প করে। ইমামে আকবর ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বপরিবারে ইরাকের কুফা শহরে দিকে রওনা হন। পথিমধ্যে পবিত্র কারবালার ময়দানে চাপিয়ে দেয়া ঈমান কুফরের চূড়ান্ত প্রত্যক্ষ যুদ্ধে কাফের এজিদের নির্দেশে ইবনে জিয়াদের বাহিনী আহলে বায়াতের পবিত্র সদস্যসহ ৭২ জন উচ্চপর্যায়ের সাহাবায়ে কেরামকে শহীদ করে। এরপর কাফের এজিদের বাহিনী মক্কার কাবা শরীফে অগ্নিসংযোগ, মদিনার মসজিদে নববীতে পশুচারণ, নামাজ বন্ধকরণ ও মদিনার সাহাবী নারীদেরকে হত্যা ও ধর্ষণের নির্দেশ দেয়। বক্তাগণ বলেন যে, ১০ মহররম শাহাদাতে কারবালা দিবসে ইসলামের প্রকৃতরূপ আহলে বায়াত খোলাফায়ে রাশেদীন খেলাফতের তথা দ্বীন ইসলাম সমাজ রাষ্ট্র থেকে উৎখাত হয়, যা হাদীস শরীফে পূর্বেই উল্লেখিত রয়েছে। ৬১ হিজরীর ১০ই মহররম শাহাদাতে কারবালার পর ইসলাম দু'ভাগে বিভক্ত: হুসাইনী ইসলাম ও এজিদী ইসলাম। এজিদী ইসলাম হলো সকল বাতেল ফেরকা সম্বন্বয় বিষেশত: খারেজী ও রাফেজীদের সম্মিলিতরূপ যা ঐক্যবদ্ধ বা বিচ্ছিন্নভাবে কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। আলেম ও বক্তাগণ খেলাফত অস্বীকারকারী রাফেজী ও আহলে বায়াতের প্রত্যক্ষ শত্রু খারেজী; দুটি বাতেল মতবাদের বিরুদ্ধে ইসলামের খেলাফত ইমামতের আনুগত্যে সবাইকে আহলে সুন্নাতের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান।

মাহফিলের শেষাংশে দয়াময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাতু সালাম, পবিত্র শোহাদায়ে কারবালার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি, সালাম ও ফাতেহা পাঠ করে বিশ্ব মানবতার দুজাহানের প্রকৃত মুক্তি কামনা বিশেষ মুনাজাত শেষে তবারক বিতরণের মাধ্যমে শাহাদাতে কারবালা দিবস "ইসলাম শহীদ দিবস মাহফিল" সমাপ্ত হয়।

মাহফিলের সার্বিক সহযোগীতায় ছিলেন সংগঠনের সহ-সভাপতি মনিরুল ইসলাম মোমেন ও নেতৃবৃন্দ সানাউল হক, ইশকান্দর হাশেমী, মুহাম্মদ আলাউদ্দীন, আদনান আহমেদ, মিরাস কাউসার, গিয়াস আহমেদ, এডভোকেট জুবায়ের আহমেদ, এডভোকেট নওশাদ, সৈয়দ হাবীব, মনিরুজ্জামান ও মাহিদুল ইসলাম প্রমুখ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO CPA



জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর শোক দিবসের তবারক বিতরণ

বঙ্গবন্ধু'র ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে
জ্যাকসন হাইটসে দোয়া মাহফিল ও তবারক বিতরণ

বিশেষ প্রতিনিধি: স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকী ও 'জাতীয় শোক দিবস' উপলক্ষ্যে নিউইয়র্কের 'জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী' বিগত বছরগুলোর মতো এবছরও দোয়া (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

জ্যাকসন হাইটসে আনন্দ সমাবেশ
নিউইয়র্ক স্টেট ও মহানগর উত্তর-দক্ষিণ কমিটি ঘোষণায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া : নানা অভিযোগ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: কেন্দ্রীয় মহাসচিব মির্জ ফখরুল ইসলাম আলমগীর কর্তৃক সদস্য অনুমোদিত ও ঘোষিত নিউইয়র্ক ষ্টেট কমিটি এবং মহানগরীর উত্তর ও দক্ষিণ কমিটির ঘোষণায় দলীয় দ্বিধা-বিভক্ত আর কোন্দল কমার চেয়ে তা আরো বৃদ্ধি (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

সাঈদ তারেকের কলাম
১ বিলিয়ন ডলারের সংস্থান!



ঢাকায় সুইস রাষ্ট্রদূতের মন্তব্যের জেরে যাহোক একটা তথ্য জানা গেল, বাংলাদেশের সরকারের কাছে ৬৭জনের একটা তালিকা আছে যাদেরকে সন্দেহ করা হয় সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন ব্যাংকে লুটের টাকা জমা রেখেছে। সুইস কর্তৃপক্ষ নাকি এদের একজন সম্পর্কে (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৩৯পাতায়)

'কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন'র বনভোজন অনুষ্ঠিত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: মৌলভীবাজার জেলার প্রবাসী কুলাউড়াবাসীদের সামাজিক সংগঠন 'কুলাউড়া' (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

লাভ-ক্ষতি নিয়ে প্রশ্ন ঃ ডলার সংকটের মধ্যে
নিউইয়র্কে বাণিজ্য মেলার আয়োজন, ক্রেতা নিয়ে সন্দেহ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ডলারসংকট, বিদেশভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা, কৃচ্ছ সাধন নীতি–এসবের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে মেলার আয়োজন করতে যাচ্ছে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)। জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন চলার সময় এ মেলা হবে। মেলার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পেয়েছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ইউএস বাংলাদেশ বিজনেস লিংকস, এলএলসি (ইউবিবিএল)। কাজ পাওয়ার চার দিন আগে নিউ ইয়র্কে কম্পানি হিসেবে নিবন্ধন নেয় ইউবিবিএল। ইউবিবিএলের ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখা যায়, পররাষ্ট্র ও বাণিজ্য মন্ত্রীসহ সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তারা মেলার অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বলে প্রচার করা হচ্ছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন প্রধান অতিথি থাকবেন বলে প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'এ বিষয়ে আমি কিছুই (বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)



হেঁটে জুমায় যাওয়ার ফজিলত

মাইমুনা আক্তার

মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দিন, পবিত্র জুমার দিন। কোরআন-হাদিসে এই দিনের অনেক ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। তাই ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা এই দিনকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এবং (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

ইতালীতে দূতাবাস ঘেরাও, ফ্রান্স-গ্রিসে কর্মসূচি
পাসপোর্টের জন্য প্রবাসীদের কান্না

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নানা জটিলতায় পাসপোর্ট অধিদপ্তরে আটকে আছে হাজারও প্রবাসীর আবেদন। কেউ নতুন পাসপোর্টের আবেদন করেছেন। কেউ সংশোধন চেয়েছেন। বৈধ কিংবা অবৈধ উপায়ে ইউরোপে পাড়ি জমিয়েছিলেন তারা। (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)



২৩ আগষ্ট প্রাইমারী নির্বাচন
কংগ্রেসম্যান প্রার্থী ডা. মুজিবুল

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কের কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্ট-৪ থেকে ইউএস কংগ্রেস সদস্য পদে নির্বাচন করছেন (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

খেলার খবর

বিশ্বকাপের সাড়ে ২৪ লাখ টিকিট বিক্রি

স্পোর্টস ডেস্ক: কাতার বিশ্বকাপের দিনক্ষণ যতই ঘনিয়ে আসছে ততই বাড়ছে ভক্তদের মাঝে ফুটবল উন্মাদনা। ২০ নভেম্বর থেকে শুরু হতে (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

হেলথ টিপস

ব্রেন ফগ থেকে মুক্তির উপায়

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: করোনা থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও থেকে যাচ্ছে নানা রকম উপসর্গ। মস্তিষ্কে ধোঁয়াশা বা ব্রেন ফগ সে রকমই একটি সমস্যা। 'ব্রেন ফগ' কথাটি আদতে (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

বিনোদন

৯ মাস পর দেশে ফিরলেন শাকিব খান

বিনোদন ডেস্ক: দীর্ঘ ৯ মাস যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান শেষে তিন মাসের জন্য দেশে ফিরেছেন ঢালিউডের শীর্ষনায়ক শাকিব খান। বুধবার (১৮ আগষ্ট) বেলা ১টার দিকে তিনি (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

খিলখিল কাজীর ক্ষোভ : অব্যবস্থাপনার অভিযোগ : শিল্পীদের পরিবেশনায় মুগ্ধ দর্শক-শ্রোতা
কাজী নজরুলের গান-কবিতা যুগে যুগে বিশ্ববাসীকে অনুপ্রানিত করবে

২০তম নজরুল সম্মেলন কানাডার টরন্টো : 'কাজী সব্যসাচী' অ্যাওয়ার্ড পেলেন ইকবাল বাহার চৌধুরী

নিউজার্সী (ইউএনএ): নজরুল শুধু বাংলাদেশ নয় সারা বিশ্বের নির্যাতিত-নিপীড়িত গণমানুষের জন্যই তার অমর সৃষ্টি রেখে গেছেন। তাঁর কবিতা, গান যুগে যুগে বিশ্ববাসীকে অনুপ্রানিত করবে। নজরুলকে জানতে হলে আরো বেশি গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। (বাকি অংশ ০৪ পাতায়)



নিউইয়র্ক ফুটবল লীগ-২০২২
নতুন চ্যাম্পিয়ন নিউজার্সীর গার্ডেন ষ্টেট ফুটবল ক্লাব

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকা আয়োজিত নিউইয়র্ক ফুটবল লীগ-২০২২ এ নুতন চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নিউজার্সীর গার্ডেন ষ্টেট ফুটবল ক্লাব। রোববার (১৪ আগষ্ট) অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় গার্ডেন ষ্টেট ফুটবল ক্লাব (বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

বাসা, বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট এবং কমার্শিয়াল প্রপার্টি/স্পেস ক্রয় বিক্রয় এবং ভাড়ার জন্য যোগাযোগ করুন
EXIT REALTY PRIME
Text Ashif to 85377
To get my Digital business card
Ashif A Choudhury
Licenced Realtor
Cell: 917-741-5308
Phone: 718-262-0205
Fax : 718-262-0254
Email : Ashif.Choudhury@gmail.com
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
www.EXITPrimeNY.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com